Contents

অষ্টম বর্ষ

একাদশ সংখ্যা

# তর্জুমানুল-হাদীছ

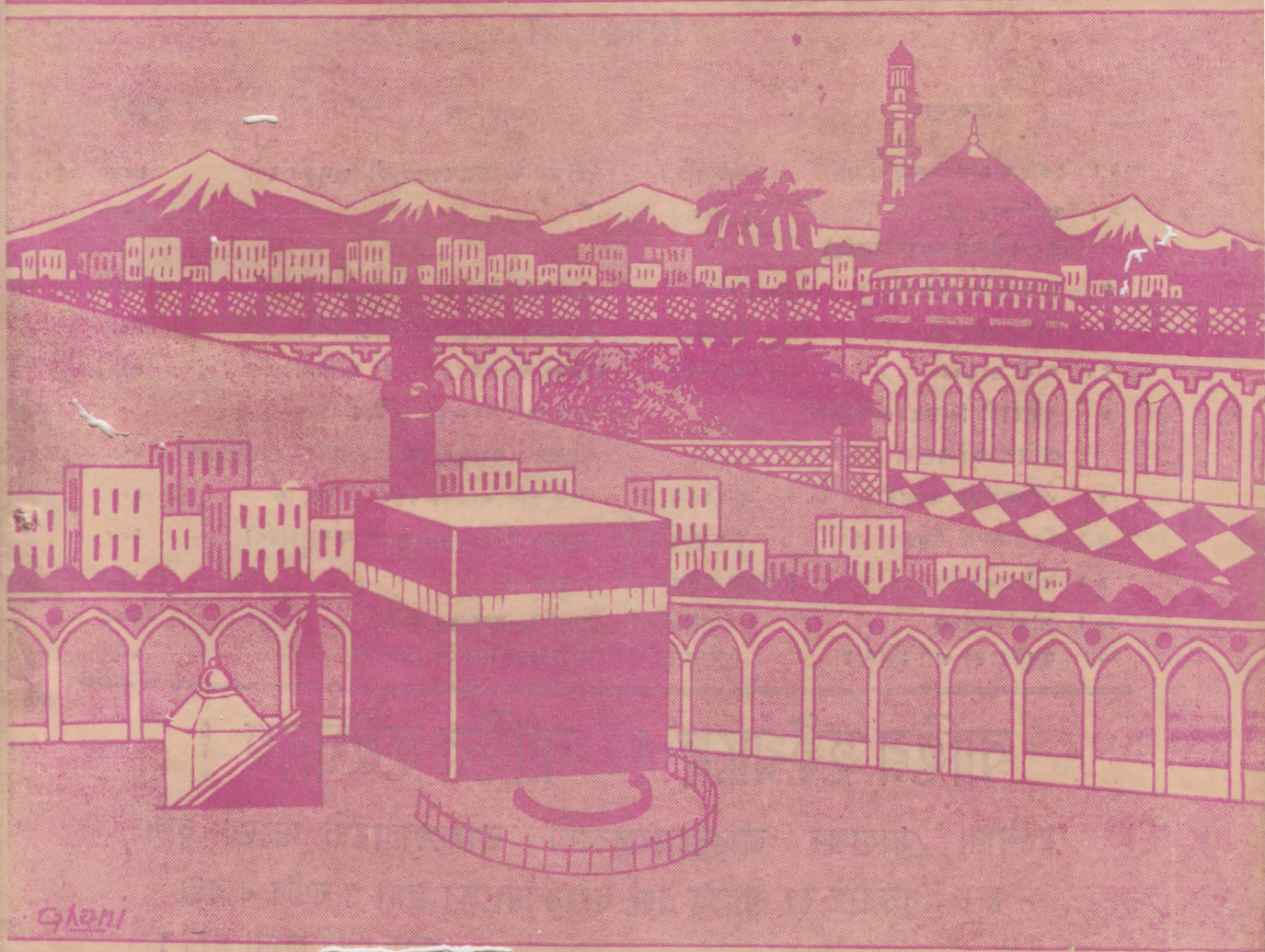



সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ॥৩

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥৩

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# তর্জুমানুল হাদীস

( মাসিক )

অষ্টম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৬৬ বাং  জুলাই—আগষ্ট ১৯৫৯ ইং

## বিষয় সূচী


| | বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | কোরআন মজীদের ভাষ্য | ( তফ্‌সীর ) | মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কুরায়শী | ৪৫৩ |
| ২। | অনধিকার চর্চা (কুরবানী বন্ধ করার ষড়যন্ত্র) | ( প্রবন্ধ ) | " " " | ৪৬১ |
| ৩। | অভিনব পরাজয় | ( কবিতা ) | মৌঃ আতাউলহক | ৪৬৮ |
| ৪। | মিসর কাহিনী | ( প্রবন্ধ ) | ডাঃ এম, আবদুল কাদের ডি, লিট, | ৪৬৯ |
| ৫। | আলী ভ্রাতৃদ্বয় | ( সমালোচনা ) | মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী | ৪৭২ |
| ৬। | ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী | | মূলঃ স্যার উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী—মেছাবোলা | ৪৭৯ |
| ৭। | ঐতিহাসিক তাবারী | ( জীবনী ) | আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ | ৪৮৫ |
| ৮। | জিজ্ঞাসা ও উত্তর | ( ফতওয়া ) | মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কুরায়শী | ৪৮৮ |
| ৯। | কষ্টিপাথর | ( পুস্তক পরিচয় ) | নাক্কাদ | ৪৯৩ |
| ১০। | সাময়িকপ্রসঙ্গ | ( সম্পাদকীয় ) | তর্জুমান-সম্পাদক | ৪৯৫ |
| ১১। | জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার | ( স্বীকৃতি ) | মুনতাছির আহমদ রহমানী | ৪৯৭ |



# বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"

মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দরভাবে ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২।


www.ahlehadeethbd.org

# তর্জুমানুলহাদীস

## মাসিক

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

| অষ্টম বর্ষ | জুলাই-আগষ্ট ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ, মুহার্‌রামুলহারাম ১৩৭৯ হিঃ, শ্রাবণ ১৩৬৬ বংগাব্দ | একাদশ সংখ্যা |
|---|---|---|

প্রকাশ স্থল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

## ছুরত-আল্‌-ফাতিহার তফ্‌সীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫৮)

### হযরত লূত নবীর জাতি,

হযরত নূহের গোষ্ঠি আর আদ ও সমূদগণের বিধ্বস্তির পর যেজাতি আল্লাহর কোপে নিপতিত হইয়া সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা হইতেছে হযরত লূতের জাতি। ইহাদের পাপ, ঔদ্ধত্য আর ধ্বংসবৃত্তান্ত আলোচনা করার পূর্বে হযরত লূতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

ক্যালেডিয়ার উর সহরের "ফিদ্‌দান এরাম" নামক স্থানে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা নাহুর ও হারান জন্মগ্রহণ করেন। এই হারান হযরত লূতের জনক ছিলেন। শৈশবেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর হযরত ইবরাহীমের তত্ত্বাবধানে বর্ধিত হন এবং তাঁহার "দ্বীনে-হানীফে" দীক্ষা লাভ করেন। বাবল ও ইরাকের সম্রাট নিমরুদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা পাওয়ার পর

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হযরত ইব্‌রাহীম তাঁহার জন্মস্থান হইতে হিজরত করিয়া প্রথমে উর ক্যালদেনীন তৎপর হার্‌রান, অতঃপর ফিলিস্‌তীনের পশ্চিমভাগে পরে নাবলসে গমন করেন। এইভাবে তিনি মিসর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং সর্বত্র "দ্বীনে হানীফ" প্রচার করিতে থাকেন। এই তবলীগী হিজরতে তাঁহার সহধর্মিণী সারা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লূত আগাগোড়াই তাঁহার সহচর ছিলেন।

মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত ইব্‌রাহীম ফিলিস্‌তীনকেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র ও আবাসভূমিরূপে নির্বাচিত করেন আর হযরত লূত সদুম ও গোমোরা বা আমুরা অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে চলিয়াযান। বাইবেলের বর্ণনাসূত্রে হযরত ইব্‌রাহীম ও লূতের পশুপালের রাখালদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা আপোষসূত্রে নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসভূমি নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন[১]।

ফিলিস্‌তীন ও উরদন বা জর্দানের মানচিত্র উন্মোচন করিলে সর্বপ্রথম যাহা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে মরুসাগর বা *Dead Sea*. এই মরুসাগরের দক্ষিণাংশ আজ পর্যন্ত আরাবী মানচিত্রে 'বাহিরায় লূত' লূত-উপসাগর নামে আখ্যাত হইয়া আছে। ভৌগলিকরা বলেন, এই মরুসাগরেরই আশে-পাশে এককালে সদুম, গোমোরা, আদমা, সিবুইম ও বেলা বা যুর—এই পাঁচটি নগর অবস্থিত ছিল। এগুলিকে কিক্করদের নগরী বলা হইত[২]।

বাইবেলের বর্ণনাসূত্রে হযরত লূত যখন সদুমে বাস করিতেন, তখন বিরা সদুমের, বির্শা গোমোরার, শিনাব আদমার আর শিমেবর সিবুইমের রাজা ছিলেন। এই সময়ে শিনিয়র, ইল্লাসোর, ইলন আর গোয়িমের রাজারা সদুম ও গোমোরা অঞ্চল আক্রমণ করে। সিদ্দীম লবণ সাগরের তলভূমিতে তাহারা তাহাদের সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিল, উক্ত তলভূমিতে মেটে তৈলের অনেক খাত ছিল। সদুম ও গোমোরার রাজারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কালে উহার মধ্যে পতিত হইয়াছিল আর অবশিষ্টরা পর্বতে আশ্রয় লইয়াছিল। আততায়ীরা সদুম ও গোমোরা লুণ্ঠন করিয়া যেসকল লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হযরত লূতও ছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম ইহা অবগত হইয়া তাঁহার সৈন্যদলের সাহায্যে আততায়ীদিগকে দামেশ্‌কের উত্তরে অবস্থিত হবা পর্যন্ত তাড়াইয়া দেন আর হযরত লূত ও তাঁহার পরিবারবর্গকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া আনেন[৩]।

পুরাতন আর আধুনিক মানচিত্রে কেরাক (*Kerak*) অঞ্চল আর যুর (*Zoar*) চিহ্নিত আছে। আরাবী শব্দকোষ "মুনজিদে"র নূতন সংস্করণে ফিলিস্‌তীন ও উরদুনের যে মানচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে মরুসাগরের সন্নিহিত দক্ষিণাংশে গোমোরাও চিহ্নিত রহিয়াছে। বুস্‌তানী তাঁহার আরাবী বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন যে, মরুসাগরের সন্নিহিত জনপদের অধিবাসীদের ধারণা, বর্তমানে যে মরুসাগর দেখিতে পাওয়া যায় এককালে তাহা বিস্তৃত ভূভাগ ছিল আর ইহাতে সদুম ও গোমোরা সহরগুলি অবস্থিত ছিল। লূত নবীর জাতি যখন আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয় তখন এই ভূভাগ ওলটপালট হইয়া যায়, ঘনঘন ভীষণ ভূমিকম্প হইতে থাকে আর এই ভূভাগ সমুদ্রগর্ভের ৭শত মিটার নিম্নে ধ্বসিয়া যায় আর সমুদ্রের পানিতে উক্ত ভূভাগ ভরিয়া উঠে। সেই জন্য উহাকে মৃতের সাগর "বহরে মাইয়েত" বা "বাহরে লূত" বলা হইয়া থাকে[৪]।

এই কিংবদন্তীর মূলে কতটা সত্য নিহিত রহিয়াছে, আল্লাহ জানেন, কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া এতদঞ্চলে যে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে তাহার ফলে মরুসাগরের উপকূলে লূতের বস্‌তীসমূহের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে আর এই আবিষ্কার কুরআনে উল্লিখিত ন্যূনাধিক দেড়হাজার বৎসর পূর্ববর্তী বিবৃতির সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

হযরত লূত সদুম ও আমুরার অধিবাসীদের কাছে নবী রূপে আগমন করিয়াছিলেন। সদুমীরা যে ঘৃণিত মহাপাপে লিপ্ত ছিল, সে মহাপাপ তাহাদের

১) Genesis (10) 8 ; (11) 27; (12) 5 ; (13) 7 & 10.

২) Encyclopaedia Britannica (25) p.p. 342.

৩) Genesis (14) 1—17।

(৪) দায়েরাতুল মাআরিফ (৯) ৫৩৭ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

পূর্বে পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিলনা। তাহারাই ছিল পায়ুকাম বা পুং মৈথুন মহাপাতকের আবিষ্কর্তা। তাই সদুম নগরের নাম অনুসারে এই মহাপাপও সোদুমী (*Sodomy*) নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে।[৫]

কুরআনপাকে সদুমীদের এই ঘৃণিত ও লজ্জাকর পাপের কথাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। কুরআনের বর্ণনাসূত্রে মনে হয়, হযরত লূত নবী কেবল এই মহাপাতক সম্বন্ধেই সতর্কতার আহ্বান লইয়া সদুম ও আমুরায় উত্থিত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার জাতি আরও অন্যান্য বহুবিধ পাপে বিজড়িত ছিল। হযরত লূত তাহাদের বলিয়াছিলেন, দেখ, যেপাপে সারা দুনিয়ার কেহ তোমাদের পূর্বে অগ্রসর হয়নাই, তোমরা কি সেই লজ্জাকর পাপে লিপ্ত থাকিতে চাও? তোমরা নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের সঙ্গে কামভাবে রত হইয়া থাক, নিশ্চয় তোমরা সীমা-লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হইয়াছ—আল্‌আ'রাফ, ৮১ আয়ত।

انا تون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ! انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون -

তাহারা এই মহাপাপে এতদূর উন্মত্ত ও অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, লজ্জা ও সংকোচ দূরে থাক তাহারা একেবারে খোলাখুলি ভাবেই যত্রতত্র এই ঘৃণিত পাপাচরণে লিপ্ত হইত। হযরত লূত এবিষয়ে একবার তাহাদিগকে প্রকাশ্য সভায় তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা এত অপদার্থ যে, পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গম কর আর পথিকদের লুঠ করিয়া লও আর ভরাসভায় এবং স্বীয় পরিবারবর্গের সম্মুখেই এই পাপে রত হইয়াথাক! (তোমাদের মধ্যে কি মনুষ্যত্বের লেশও নাই!)—আল্‌আন্‌কাবুত, ২৭ আয়ত।

انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون فى ناديكم المنكر !

কিন্তু হযরত লূতের সমস্ত উপদেশ ও তিরস্কারের তাহারা শুধু এই জওয়াবই দিত যে, লূতের সংগীসাথীদের তোমাদের সহর হইতে বাহির করিয়া দাও! ইহারা বড় পবিত্র সাজিয়াছে!—আল্‌আ'রাফ, ৮২ আয়ত।

وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون !

এইভাবে স্বীয় নবীকে পাষণ্ডের দল তাঁহার আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করার ভয় দেখাইয়া আর তাঁহার বিশুদ্ধ জীবনের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়নাই। অভিশপ্ত জাতিসমূহের স্বভাব অনুসারে তাহারা তাহাদের নবীকে চ্যালেঞ্জও করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, দেখ লূত, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহা-হইলে আমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি লইয়া আইস,—আল্‌আন্‌কাবুত, ২৮ আয়ত।

ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين -

সদুমীদের উল্লিখিত দম্ভোক্তির সাহায্যে দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়: প্রথমত: তওহীদ ও রিসালতে তাহাদের আস্থা ছিলনা। দ্বিতীয়ত: তাহাদের গর্হিত-আচরণকে দোষনীয় মনে করার পরিবর্তে তাহারা বাহাদুরির কাজ বলিয়া বিশ্বাস করিত। প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দোষ ও অপরাধের অনুভূতি কাহারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা সমাজ পাপাচরণে লিপ্ত হওয়ার দরুণে "মগ্‌যুব" দলের পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। মানুষ যখন অপরাধে ও পাপেপুনঃপুনঃ লিপ্ত হইয়া উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন পাপের অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে তাহারা হারাইয়া ফেলে এবং লজ্জা ও অনুশোচনার পরিবর্তে তাহারা নিজেদের পাপের জন্য দম্ভ আর বাহাদুরি প্রকাশ করিতে লাগিয়াযায়, ইলাহী বিধান আর নবী ও রসূলগণের সতর্কবাণীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া তখন তাহারা নানারূপ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া নিজেদের পাপের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হয়। যখন এইরূপ অবস্থা ঘটে, কেবল তখনই আল্লাহর রুদ্রক্রোধ তাহাদের উপর বজ্রানল হইয়া জ্বলিয়া উঠে।‡

৫) con. oxfrod. Dict P.P. 1195

‡ ইতিহাস তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। পুংমৈথুনের মহাব্যাধি বর্তমান তথাকথিত সভ্য জাতিবর্গের মধ্যে আবার দাবানলের মত সংক্রামী হইয়া পড়িতেছে। এই অল্পদিনের কথা, বিলাতের চার্চে বহু তর্ক বিতর্কের পর ইহার বৈধতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। "আজিকার প্রভাত বিগত রজনীর সহিত কেমন সৌসাদৃশ্যপূর্ণ!"

www.ahlehadeethbd.org

সূরত-আল্‌আন্‌কাবুতের উধৃত আয়ত দ্বারা ইহাও জানাযায় যে, সদুমীরা লুঠতারাজ, অত্যাচার ও শান্তি-ভঙ্গের কার্যেও বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিল। তাহাদের বিচারালয়গুলি পর্যন্ত অন্যায় ও অনাচারের এক একটি সাক্ষাৎ আড্‌ডায় পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের রাজ্যে কোন ব্যবসায়ী, প্রবাসী ও পথচারী প্রবেশ করিলে তাহারা তাহার সহিত বলাৎকার করিত, তাহার যথাসর্বস্ব লুঠিয়া লইত, প্রস্তরাঘাতে তাহার মস্তক ও দেহ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিত। একবার হযরত ইব্‌রাহীম ও বিবি সারা হযরত লূতের কুশলসংবাদ গ্রহণের জন্য তাঁহাদের জনৈক জ্ঞাতি আলইয়া'যারকে সদুমে প্রেরণ করেন। সহরের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বিদেশী লোক জানিতে পারিয়া জনৈক সদুমী তাঁহার মাথায় পাথর ছুড়িয়া মারে আর তাঁহার মস্তক রুধিরাক্ত করিয়া দেয়। তারপর নিকটে আসিয়া বলে, আমার পাথর ছোড়ার জন্য তোমার মস্তক লোহিত বর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তোমাকে আমার পারিশ্রমিক দিতে হইবে। অতঃপর সেই পাষণ্ড তাঁহাকে টানিতে টানিতে বিচারালয়ে লইয়া যায় আর বিচারপতির নিকট স্বীয় দাবী উপস্থিত করে। সদুমের বিচারক পুঙ্গবও বাদীর সমর্থনে রায় দেয় যে, আলইয়া'যারকে সদুমীর প্রস্তর-নিক্ষেপের পারিশ্রমিক শোধ করিতে হইবে। আলইয়া'যার কুপিত হইয়া একটা প্রস্তরখণ্ড ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারেন এবং বলেন, আমার প্রস্তর নিক্ষেপের যে পারিশ্রমিক, তাহা তুমি এই বাদীকে পরিশোধ করিও। অতঃপর তিনি বিচারালয় হইতে পলায়ন করেন[১]।

সূরত-আয্‌যারিয়াতে বলা হইয়াছে যে, গোটা সদুম ও আমুরায় শুধু হযরত লূতের পরিবারবর্গ ছাড়া একটিও মুসলিম পরিবারের গৃহ ছিলনা। فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

আল্লাহ বলেন, উক্ত জনপদে মুসলমানদের একটি গৃহ ব্যতীত আমরা আর কাহাকেও মুসলমান দেখিনাই। মোটেরউপর সদুমের সমস্ত ভূভাগ দুশ্চরিত্র নরনারীতে পূর্ণ ছিল। হাফিয ইব্‌নেকসীর লিখিয়াছেন, তাহাদের পুরুষরা পুরুষের সহিত আর নারীরা নারীর সঙ্গে সঙ্গম করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত, পুরুষরা নারীদের ভ্রূক্ষেপও করিতনা[২]। তাহারা উলঙ্গ হইয়া প্রকাশ্যভাবে চলাফেরা করিত, আগন্তুকদের সহিত মশ্‌কারি করিত, তাহাদের যথাসর্বস্ব লুঠিয়া লইত[৩]। কেহ কেহ বলেন, দাড়ি গোঁফ মুণ্ডনের রীতি সর্বপ্রথম তাহারাই প্রবর্তিত করিয়াছিল, তাহারা উলঙ্গাবস্থায় শিশ্‌ দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কবুতর, মোরগ আর মেড়া লড়াই তাহাদের অন্যতম আমোদ প্রমোদ ছিল। হযরত লূতের সমুদয় উপদেশ ও সতর্কবাণীর প্রত্যুত্তর স্বরূপ যখন তাহারা তাঁহাকে সপরিবারে দেশ বিতাড়িত করার জন্য কৃতসংকল্প হইল এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য যে ঐশীদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহারা উক্ত দণ্ড লইয়া আসার জন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ চ্যালেঞ্জ করিতে লাগিল তখন অনন্যোপায় হইয়া হযরত লূত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রভু হে, এই قال رب انصرني على القوم المفسدين দুরাচারদের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য আপনি আমাকে সাহায্য করুন,—আল্‌আনকাবুত, ৩০ আয়ত।

সদুমীদের ঘৃণিত পাপাচরণ, চরম ধৃষ্টতা, ইলাহী-বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিদ্রোহ এবং সৃষ্টিকর্তা ও তাঁহার প্রেরিত নবীর অস্বীকৃতি আর মুসলুম নবীর আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য সকাতর প্রার্থনার কি ফল ফলিয়াছিল, কুরআনের সূরত আলহিজ্‌র ও সূরত হুদে আর বাইবেলে তাহার যে বিষদ বর্ণনা রহিয়াছে, নিম্নে তাহা অনুদিত হইল :

আল্লাহ বলেন, আর আমাদের প্রেরিত (আযাবের) ফেরেশ্‌তাগণ যখন লূতের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমাদের এ অঞ্চলে আগন্তুক বলিয়া মনে হইতেছে (আল্‌হিজ্‌র)। ফেরেশ্‌তাদের আগমনে হযরত লূত খুশী হইতে পারিলেননা, বরং (তাহাদের কমনীয় কান্তি ও অঙ্গাবয়ব দেখিয়া) তিনি তাহাদের জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, আজ

১) নজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া ১৪৬ পৃঃ।

২) তফ্‌সীর সূরত আলআ'রাফ।

৩) তফ্‌সীর আল্‌আনকাবুত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



বড়ই দুর্দিন! সদুমীরা আগন্তুকদের আগমন সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র লেলীহান হইয়া দৌড়াইয়া আসিল, তাহারা পূর্বহইতে পাপাচরণে অভ্যস্ত ছিল (হূদ)। বাইবেলে আছে, ছোটবড়, বৃদ্ধ যুবক সকলেই হযরত লূতের গৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং আগন্তুকদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল (আদিপুস্তক)। হযরত লূত তাহাদের অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, দেখ, ইহারা আমার অতিথি, আমাকে তোমরা লাঞ্ছিত করিওনা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আমার অবমাননা করিওনা। তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা কি তোমাকে নিষেধ করিনাই যে, বহির্দেশীয় কোন ব্যক্তিকেই তুমি তোমার গৃহে স্থান দিওনা? (হিজর)। হযরত লূত বলিলেন, দেখ ভাইরা, আমার এই মেয়েদের (নবীর উম্মতের নারীগণ সকলেই নবীর কন্যাস্থানীয়া, তাই তাহাদিগকে হযরত লূত স্বীয় কন্যা বলিয়া অবিহিত করিয়াছিলেন) দিকে দৃষ্টিপাত কর, বিশুদ্ধ যৌনসম্ভোগের জন্য ইহারাই তোমাদের উপযোগী! অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার অতিথিদের সম্বন্ধে আমাকে অপদস্থ করিওনা! দেখ, তোমাদেব মধ্যে কি একজনও হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নাই? তাহারা বলিল, দেখ লূত, তুমি ভালভাবেই জান যে, তোমার এই মেয়েদের উপর আমাদের কোন দাবী নাই আর আমাদের রুচি যে কি, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। লূত বলিলেন, আমার যদি তোমাদের সহিত যুঝিবার মত শক্তি থাকিত অথবা আমি যদি কোন সুদৃঢ় দুর্গে (আল্লাহর) আশ্রয়লাভ করিতে পারিতাম, তাহাহইলে তোমাদিগকে দেখিয়া লইতাম—(হূদ)। বাইবেল আছে, হযরত লূতের গৃহ যাহারা চড়াও করিয়াছিল, তিনি তাহাদের পথরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, পুরুষের সহিত অসম্পৃক্ত আমার দুই কন্যা আছে, তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে আমি সমর্পণ করিতেছি, তোমরা যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর, কিন্তু আমার অতিথিদের প্রতি কিছুই করিওনা, কারণ তাহারা আমার গৃহের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছে। তখন তাহারা হযরত লূতকে বলিল, পথ ছাড়, একাকী প্রবাসী হইয়া আসিয়া আমাদের বিচারক সাজিয়াছ! আমরা এক্ষণে উহাদের চাইতে তোমার সহিত অধিকতর কুব্যবহার করিব। এই কথা বলিয়া তাহারা লূত নবীর উপর ভারী চড়াও করিল এবং তাঁহার গৃহদ্বার ভাঙ্গিতে লাগিল। ফেরেশ্‌তারা হযরত লূতের হাত ধরিয়া গৃহাভ্যন্তরে টানিয়া লইলেন (আদি পুস্তক)। ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন, দেখ লূত, আমরা সাধারণ আগন্তুক নই। ইহারা আল্লাহর যে অমোঘ দণ্ডের আগমন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, আমরা তাহারই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে আসিয়াছি, আমরা সত্যসহকারে আগমন করিয়াছি আর আমরা যাহা বলিতেছি তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, (আল্‌হিজর)। দেখ লূত, আমরা তোমার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশ্‌তা, এই পাষণ্ডের দল তোমার কিছুই করিতে পারিবেনা (হূদ)। দেখ লূত, রাত্রি শেষে তুমি তোমার লোকজনদের লইয়া এই জনপদ ত্যাগ কর, উহাদের পশ্চাদ অনুসরণ কব, সাবধান! তোমাদের কেহ যেন পিছন দিকে ঘুরিয়া না দেখে। যেভাবে তোমাদের যে স্থানে গমন করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে সেই স্থানে তোমরা চলিয়া যাও! আল্লাহ বলেন, আমরা লূতকে সমস্ত কথাই জানাইয়া দিয়াছিলাম আর তাহাকে বলিয়াছিলাম, সদুমীদের ধ্বংসের মুহূর্ত আসন্ন হইয়াছে আর প্রভাতের উদয় হইতে না হইতে তাহাদের অস্তিত্ব সমূলে উৎপাটিত হইবে। দেখ লূত, তোমার জীবনের শপথ! সদুমীরা তাহাদের মদমত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, ইহারা তোমার কথা শুনিবার পাত্র নয়! অতঃপর এক ভয়ংকর গর্জন সদুমীদের ধৃত করিয়া ফেলিল, আমরা তাহাদের জনপদের উপরিভাগকে উল্টাইয়া নিম্নভাগে পরিণত করিলাম এবং ইষ্টক ও প্রস্তর তাহাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণ করিলাম। যাহারা সত্যের সহিত পরিচিত, এই ঘটনায় তাহাদের জন্য সতর্কতার বিরাট ইংগিত রহিয়াছে (আলহিজর)। সূরত হূদে আছে, ফেরেশ্‌তারা হযরত লূতকে বলিয়াছিলেন, তোমার স্ত্রী তোমাদের সঙ্গে থাকিবেনা, পাতকীদলের যে অবস্থা ঘটিবে, তাহার অবস্থাও তাহাই হইবে। ইহাদের

www.ahlehadeethbd.org

শাস্তির নির্ধারিত সময় হইতেছে প্রভাতকাল আর প্রভাতের উদয় অদূরবর্তী। অতঃপর আমার আদেশ পূর্ণ হইবার অবধারিত সময় যখন সমুপস্থিত হইল তখন হে রসূল (দঃ), আমরা উক্ত জনপদের মৃত্তিকাকে ওলট পালট করিয়া দিলাম আর উপর্যুপরি ঝামা ইঁটের প্রস্তর তাহাদের উপর বর্ষণ করিতে থাকিলাম। সূরত আশ্‌শোআরায় বলা হইয়াছে, লূতকে আর তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে (এক বৃদ্ধা ছাড়া) অপরাপর সকলকে আমরা রক্ষা করিলাম। যাহাদিগকে পিছনে ফেলা হইয়াছিল, বৃদ্ধাটি ছিল তাহাদেরই অন্যতম।

কুরআনের বর্ণনা সূত্রে হযরত লূত সদুম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রীকে, দুরাত্মাদের সহিত যাহার যোগ সাজেশ ছিল, সঙ্গে গ্রহণ করেননাই, অথবা উক্ত নারী সদুম পরিত্যাগ করিতে রাযী হয়নাই। কিন্তু বাইবেলের কথিত মত স্বয়ং ফেরেশ্‌তারা হযরত লূত, তাঁহার স্ত্রী ও দুই কণ্যার হাত ধরিয়া সদুম হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে পিছনে না তাকাইয়া উর্ধশ্বাসে পলায়ন করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। লূতের স্ত্রী সদুমবাসীদের আর্তনাদ ও ঐশী-দণ্ডের ভয়াবহ গর্জন শ্রবণ করিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিয়াছিল বলিয়া তাহাকে লবণের একটি স্তম্ভে পরিণত করা হইয়াছিল আর সদুম ও গোমোরায় ভাটীর ধূম্রের মত ধূম্র উঠিয়াছিল এবং আগুন ও ইঁটকাঘাতে উক্ত অঞ্চলের সমস্ত নগরের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। লূত সদুম হইতে সোয়র (Zoar) নামক ক্ষুদ্র জনপদে গমন করিয়াছিলেন এবং পরে উহার সন্নিহিত পর্বতগুহায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। মুআবী ও আম্মোনগণ হযরত লূতের কণ্যার বংশধর[১]।

ইনসাইক্লোপেডিয়ার মতে জর্দান উপত্যাকায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ আর তাহার ফলে ভূগর্ভস্থ গ্যাস ও তৈলের উৎসারণে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল[২]।

**শাস্ত্রীয় বিধান,** সমমৈথুনের সমর্থনে সর্বপ্রথমে গ্রীক দার্শনিকরা অভিমত ব্যক্ত করেন। আধুনিক জগতে পাশ্চাত্যভূমির বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অস্বাভাবিক দুষ্কার্যের সমর্থনে যোরেশোরে প্রোপাগাণ্ডা পরিচালিত হইতেছে। জার্মানীর পার্লামেণ্টে ইহার বৈধতা পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে ব্রিটিশ চার্চেও উহার প্রতিধ্বনি শ্রোতিগোচর হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন ঐশী ধর্মই এই ঘৃণ্য দুষ্কার্যের কোনদিন কোন প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষ্য সমর্থন যোগায়নাই। ইসলাম এসম্পর্কে সর্বাপেক্ষা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, ইবনেমাজা, তিরমিযী, হাকিম ও বায়হকী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা লূতের জাতির দুষ্কার্য করিতে দেখিলে কর্তৃকারক ও সম্প্রদানকারক উভয়কেই নিহত কর। من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. নাসায়ী এই হাদীসটি অস্বীকার করিয়াছেন আর হাফিয ইবনেহজর সনদের রাবীদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। ইবনেমাজা ও হাকিম আবুহুরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ উধৃত করিয়াছেন, যেব্যক্তি এই দুষ্কার্য করে আর যাহার সহিত করে, তাহারা কুমার বা বিবাহিত যাহাই হউকনাকেন, উভয়কে নিহত কর। اقتلوا الفاعل والمفعول به احصنا او لم يحصنا - এই হাদীসটিও বিশুদ্ধ নয়। ইবনেমাজা আবুহুরায়রার প্রমুখাৎ রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, উপরস্থ এবং নিম্নস্থ উভয় ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে নিহত কর। فارجموا الاعلى والاسفل - কিন্তু এই হাদীসটিও প্রমাণিত নয়। ইবনুত্‌তালা' তাঁহার "আহকামে" বলিয়াছেন, একথার প্রমাণ নাই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) পুংমৈথুনের জন্য প্রস্তাঘাত করিয়াছেন বা ইহা করার আদেশ দিয়াছেন। অবশ্য ইহা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তা ও সম্প্রদানকারক উভয়কে নিহত করিতে বলিয়াছেন[১]।

মোটেরউপর কুরআনপাকে সমমৈথুনের কঠোর নিষিদ্ধতা ও রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক এই দুষ্কার্যের অনুষ্ঠাতাদের প্রতি অভিসম্পাৎ বিশুদ্ধ ও দ্ব্যর্থহীন ভাবেই প্রমাণিত আছে। কিন্তু এই দুষ্কার্যকারীদের প্রতি রসূ-

১) Genesis (19) 16—38.

২) Encyclopaedia Britannica (25) p.p. 243& 43. 11th Ed.

১) তলখীসুলহাবীর [২] ৩৫২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



লুল্লাহর (দঃ) দণ্ডাদেশসম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়নাই। হযরতের পবিত্র যুগে এ মহাপাতকে লিপ্ত হওয়ার কোন সংবাদ হাদীস ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নাই। সর্বপ্রথম খালিদ বিনুল ওলীদ আরবের কোন নিভৃত অঞ্চলে এই মহা-পাপের সন্ধান পাইয়া ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য প্রথম খলীফা আবুবক্‌র সিদ্দীকের নিকট লিখিয়া পাঠান। আবুবক্‌র সাহাবাগণের পরামর্শসভা আহ্বান করেন। হযরত আলী দোষীব্যক্তিকে আগুনে পোড়াইবার পরামর্শ দেন এবং হযরত আবুবক্‌র ও পরামর্শসভার সাহাবাগণ সকলেই তাহা সমর্থন করেন। হযরত আলী কর্তৃক এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করার ঘটনা বায়হকী তাঁহার সুননে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের অনুরূপ ফত্‌ওয়া আবুদাউদ মুজাহিদ ও সঈদ বিন জুবায়রের প্রমুখাৎ তাঁহার সুননে উধৃত করিয়াছেন। বায়হকী বলেন, ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন, সহরের সর্বোচ্চ গৃহের ছাদ হইতে দোষী-ব্যক্তিকে নীচে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিতীয় খলীফা উমর আর তৃতীয় খলীফা উস্‌মান আদেশ দিয়াছেন, পুরুষের সহিত ব্যভিচারকারীকে কোন জীর্ণ গৃহে ঢুকাইয়া উক্ত গৃহ তাহার দেহোপরি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

মোটের উপর পায়ুকামীকে নিহত করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ নাই। কি প্রকারে নিহত করিতে হইবে, তাহাই লইয়া তাঁহাদের মতভেদ ঘটিয়াছে। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, জাবির বিন যয়েদ, আবদুল্লাহ বিন মামর, যুহরী, আবুহাবীব, রবীআ, ইমাম মালিক, ইস্‌হাক ও ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (তাঁহাদের অন্যতম রেওয়ায়ত সূত্রে) অপরাধীকে কুমার ও বিবাহিত নির্বিশেষে প্রস্তরাঘাতে নিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন[১]। সঈদবিনুল মুসাইয়েব, আতা, হাসান-বস্‌রী, ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী, সুফ্‌য়ান সওরী, ইমাম আও-যায়ী, কতাদা, কাযী আবুইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুলহাসান পায়ুকামীর জন্য নারীর সহিত ব্যভিচারকারীর অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ কুমারের জন্য ১ শত কষাঘাত আর বিবাহিতের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড[২]।

ইমাম আবুহানীফা পায়ুকামীর জন্য নির্ধারিত দণ্ডের ব্যবস্থা দেননাই কিন্তু তাঁহার দুই প্রধানতম ছাত্র কাযী আবুইউসফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুলহাসান এ বিষয়ে তাঁহাদের উস্‌তাযের সহিত এমমত হইতে পারেননাই। আল্লামা ইবনুলহুমাম হিদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, লূতের জাতির দুষ্কার্যের জন্য ইমাম আবু-হানীফার কাছে নির্ধারিত কোন দণ্ড (হদ) নাই। কিন্তু তিনি বলেন, তাহার শাস্তিবিধান করিতে হইবে, তওবা না করা অথবা মৃত্যু নাঘটা পর্যন্ত তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিতে হইবে। আর কোন ব্যক্তি এই পাপে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে শাসনকর্তা তাহাকে নিহত করিবেন, অপরাধী কুমার হউক অথবা বিবাহিত হউক[৩]।

**মদ্‌য়নের গোষ্ঠি,** লূতনবীর বিদ্রোহী উম্মতের ধ্বংসকাহিনীর পরেপরেই "মদ্‌য়ন গোষ্ঠির" আল্লাহর গযবে পতিত ও নেস্তনাবুদ হইবার বিবরণ কুরআনপাকে উল্লিখিত আছে।

মদ্‌য়নের গোষ্ঠি বলিতে কি বুঝায়? "মদ্‌য়ন" নামে একটি স্থান লোহিত সাগরের উপকূলে তবুকের সোজাসুজি অবস্থিত ছিল। ফার্দিনান্দ তোতল তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন যে, এই স্থানের কূপ হইতে হযরত মূসা পানি উত্তোলিত করিয়া তাঁহার শ্বশুরের পশুপালকে পান করাইয়াছিলেন[৪]। কুরআনে এই সহর আর وانهما لبامام مبين "সদুম"কে প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—আল্‌হিজ্‌র, ৭৯ আয়াত। কিন্তু এস্থলে কুরআনে "মদ্‌য়নের গোষ্ঠি"র পরিবর্তে "আইকার গোষ্ঠি" উল্লিখিত আছে। কুরআনের প্রদত্ত সন্ধান অনুসারে আরব ও শামের পুরাতন মানচিত্রে আমরা এমন একটি রাজপথ দেখিতে পাই যাহার সূচনা হইয়াছে লোহিতসাগরের উপকূল হইতে।

১) ইব্‌নেকুদামা, মুগ্‌নী (১০) ১৬১ পৃঃ

২) শরহুলকবীর (১০) ১৭৬ পৃঃ।

৩) হিদায়া, ফত্‌হুলকদীর সহ [২] ৫৯৫ [নলকিশোর]।

৪) মুআ'জমুল আ'লাম ৪৮৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

এই রাজপথ মক্কা ও মদীনার উপর দিয়া তাবুক, মাআন আর পেট্রা ভেদ করিয়া মরুসাগরেরও উত্তরে ফিলিস্তীন পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অতীতে এই রাজপথ মিসর ও ইয়ামানের সহিত হিজাযভূমির যোগসূত্র স্বরূপ ছিল। কুরআনে বর্ণিত কুরায়শদের শীত ও গ্রীষ্মের তেজারতি কাফেলাগুলি এই "ইমামে মুবীন" বা প্রকাশ্য রাজপথ ধরিয়াই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জনপদে যাতায়াত করিত। ফলকথা, মদ্‌য়ন গোষ্ঠি লোহিত সাগরের পূর্ববর্তী শাম ও হিযাজের সংযোগস্থলে অবস্থান করিত[১]। আর সদুম ও গোমোরা বা আমুরা হইতেও উহাদের আবাসভূমি বেশীদূরে অবস্থিত ছিলনা। কারণ কুরআনের বর্ণনা মত তাহাদের নবী তাহাদিগকে ইহা বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন-যে, দেখ, আমার সঙ্গে কলহ করার অপরাধের দরুণ তোমরা যেন নূহ, হূদ আর সালিহের গোষ্ঠিদের মত বিপন্ন নাহও

یاقوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید –

আর লূতের গোষ্ঠির দুর্বিপাক তো তোমাদের বেশী দূরে সংঘটিত হয়নাই—সূরত-হূদ, ৮৯ আয়ত। "আস্‌হাবে-মদ্‌য়ন" আর "আস্‌হাবে আইকা" ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠির নাম কিনা, সেসম্বন্ধে ভাষ্যকারগণ মতভেদ করিয়াছেন। হাফিয ইবনেকসীর লিখিয়াছেন যে, মদ্‌য়নবাসীরা "আইকা" নামক একটি বৃক্ষের পূজা করিত বলিয়া কুরআনে তাহাদিগকেই "আস্‌হাবুল আইকা" বলা হইয়াছে। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ বলেন, মদ্‌য়ন গোষ্ঠির আবাসভূমি শস্যশ্যামলা ও ঘন তরুলতা বেষ্টিত কানন ছিল বলিয়া উহাকে "আইকা" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। মওলানা শাহ আবদুলকাদির (রহঃ) লিখিয়াছেন, তাহারা যেরূপ মদ্‌য়নে বাস করিত, তেমনি উহার সন্নিহিত বৃক্ষরাজী পরিবেষ্টিত সুরম্য আইকাতেও বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করিত। আমি মনে করি, স্থানের দিক দিয়া তাহারা "আইকার অধিবাসী" ছিল আর বংশের পরিচয় স্বরূপ তাহারা "মদ্‌য়নের গোষ্ঠি" রূপে অভিহিত হইয়াছে। মানচিত্রে তবুক আর পেট্রার মধ্যভাগে মুআন বলিয়া একটি স্থান চিহ্নিত রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকেই মদ্‌য়নদের আবাসভূমি বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন।

১) ম'জামুল বুলদান (৫) ৪১৮ পৃঃ।

বাইবেলের বর্ণনা মত হযরত ইব্‌রাহীম বৃদ্ধবয়সে কতুরা বিবির পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার যে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মদ্‌য়ন বা মদ্‌য়ান তাঁহাদের অন্যতম[২]। মদ্‌য়ন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হযরত ইস্‌মাঈলের প্রতিবেশী রূপে হিজাযভূমির শেষপ্রান্তে বসবাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার বংশধরগণ এক বিরাট গোষ্ঠিতে পরিণত হইয়াছিল আর তাহাদেরই হিদায়তকল্পে হযরত শুআইব নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইনি হযরত মূসা নবীর সমসাময়িক ছিলেন কিনা, তাহা সন্দেহজনক। বাইবেলে হযরত মূসার আশ্রয়দাতাকে কখনও রুওয়েল, কখনও জেস্‌রো, কখনও হুবাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে আর মদ্‌য়ানের পুরোহিত রূপে তাঁহার পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে[৩]।

মদ্‌য়নের বিধ্বস্তি খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক হাজার বৎসর পূর্বে আর সদুম ও আমুরার হাজার বৎসর পর সংঘটিত হইয়াছিল। হিজায হইতে ফিলিস্তীন ও মিসর গমনের পথে মদ্‌য়নের ধ্বংসাবশেষ আজও যাত্রীদের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

মদ্‌য়নে হযরত মূসা যে ভদ্রলোকের দুহিতাদের পশুপালকে পানি পান করাইয়াছিলেন, আর যাঁহার অন্যতম দুহিতাকে তিনি বিবাহও করিয়াছিলেন, বাইবেলে তিনি মদ্‌য়নের পুরোহিত রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। সাধারণ ভাষ্যকারগণ তাঁহাকেই মদ্‌য়নের নবী হযরত শুআইব বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু একথার উল্লেখ কুরআনে নাই। কুরআনে আল্‌-আ'রাফ, ইউনুস, আল্‌হজ্জ, হূদ ও আল্‌আন্‌কাবুত প্রভৃতি সূরতে পর্যায়ক্রমে হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত লূত ও হযরত শুআইবের কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়া কিছুটা বিরতির পর হযরত মূসার কাহিনী আরম্ভ করা হইয়াছে। সূরত-আল্‌আ'রাফে বলা হইয়াছে, ثم بعثنا من بعد هم موسی ইহাদের পর আমরা মূসাকে উত্থিত করিলাম,—১০৩ আয়ত। কুরআনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা হযরত শুআইবের পর উত্থিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহার

২) আদিপুস্তক (২৫) ১৩২।

৩) যাত্রা পুস্তক (২) ১৮; (৩) ১।

# অনধিকার চর্চা

## কুরবানী বন্ধ করার ষড়যন্ত্র

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী

লাহোর শাহী মসৃজিদের খতীব মওলানা গোলাম-মুর্শিদ সাহেবের বিদ্যাবুদ্ধির গভীরতা সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিফহাল না থাকিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, বিগত ঈদুলআয্‌হায় তিনি যে যুগান্তকারী খুত্‌বা পাঠ করিয়াছেন, তাহার প্রতিছত্রে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,

> তুর্কীর মুস্তফা কামাল পাশার ন্যায় এই রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতাদেরও উচিত, পাকিস্তানে পশু-কুরবানীর একটা সীমা নির্ধারিত করিয়া-দেওয়া। আমাদের সরকার এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণকল্পে লক্ষলক্ষ পশুর মূল্য কুরবানীর নামে সংগ্রহ করিয়া-বহু শিক্ষাগার ও হাসপাতাল স্থাপন করিতে পারেন।

প্রচলিত কুরবানী সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

> যে কুরবানী কুরআনে ইব্‌রাহীমী-সুন্নত আর মুহাম্মদের গোলামদের জীবনসূচীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, আমাদের নিদর্শনসূচক কুরবানীর প্রথা তাহা সার্থক করিতে পারেনা। ঈদুল-আয্‌হা প্রতি বৎসর হিসাব-নিকাশের দিনরূপে আসিয়া থাকে, অন্ধ-গতানুগতিকতা আর সংস্কারপূজা যদি মুসলমানদের মধ্যে হিসাব-নিকাশের শক্তি ব্যর্থ করিয়া দিয়া থাকে, তাহাহইলে সমাজের জাগ্রত-মস্তিষ্কের দল আর সরকার এ'কাজে অবতীর্ণ হননা কেন?

স্বীয় জাগ্রত মস্তিষ্ক লইয়া সরকারকে প্ররোচিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে গিয়া মওলানা গোলাম মুর্শিদ সাহেব অতঃপর তাঁহার ফত্‌ওয়ার দফতর খুলিয়া দিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন,

> ফকীহ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন, কুরবানীর পশুর মূল্য কোন জাতীয় ভাণ্ডারে জমা দিলেই কুরবানী আদা হইয়া যাইবে।

সরকারকে উশ্‌কানি দিয়া তিনি আবার বলিয়াছেন,

> কৃষিভূমির সংস্কারকল্পে যদি সরকার সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেন, তাহাহইলে কুরবানীর পশুর মূল্য দ্বারা একটি গঠনমূলক তহবীল তাঁহারা স্থাপন করিতে পারিবেননা কেন?

মওঃ গোলাম মুর্শিদের খুত্‌বার যেটুকু অংশ "নেওয়ায়েওয়াক্ত" ও "আল্‌ই'তিসাম" প্রভৃতি লাহোরের সাপ্তাহিক ও দৈনিকে প্রকাশলাভ করিয়াছে, আমরা তাহার সারাংশ প্রদান করিলাম। এক্ষণে আমরা আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিব।

মুস্তফাকামাল তুর্কীতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন, তাহা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁহার প্রবর্তিত শাসনসংবিধান সুইজ বিধানের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তাই তিনি কুরবানী নিরুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হননাই, নমাযেরও সংস্কার করিয়াছিলেন, কা'বার হজ্জও তাঁহার নববিধানে বেআইনী স্থিরীকৃত হইয়াছিল কিন্তু পাকিস্তান তুর্কীর বিপরীত ইস্‌লামের নামে অর্জিত হইয়াছে এবং কায়েদে-আ'যম ও শহীদ লিয়াকতআলী হইতে আরম্ভ করিয়া জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান পর্যন্ত, দু'একজন সুবিধাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা ছাড়া সকলেই পাকিস্তানে ইসলামিবিধান প্রযোজ্য হইবে বলিয়াই হামেশা প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছেন। পাকি-

---

এরূপ ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে যে, হযরত শুআইবের সহিত মূসার প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি নবী ও রসূল ছিলেননা। মদ্‌য়নে দীর্ঘকাল শ্বশুরালয়ে বাস করার পর যখন মূসা মিসরে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন মদ্‌য়ন ও মিসরের মধ্যবর্তী পথে সীনার তূর পর্বতে তিনি নবুওতের গৌরবলাভ করেন আর তখন হযরত শুআইব জীবিত ছিলেননা। ফলকথা, হযরত মূসার মদ্‌য়ন গমন এবং তথায় তাঁহার বিবাহ আর মদ্‌য়ন হইতে প্রত্যাবর্তন—এসমস্ত ঘটনা সত্য হইলেও কুরআনে বর্ণিত শুআইবের সহিত মূসার সাক্ষাৎকার অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়নাই। মূসা মদ্‌য়নে যাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কুরআনপাক ও সিহাহের গ্রন্থসমূহে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই আর বাইবেলে যেনাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শুআইব নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



স্তানের উদ্দেশ্যপ্রস্তাবেও কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌমত্বের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছিল। পাকিস্তান সরকারকে মুস্তফাকামালের রীতির অনুকরণ করার পরামর্শ দিয়া লাহোর শাহী মস্‌জিদের খতীব সমগ্র-জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেননাই কি? তাঁহার এই নিন্দনীয় যবানদরাযীর সাহায্যে বর্তমান সরকারের প্রতি জনগণের যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহার মূলে তিনি কুঠারাঘাত হানিতে চেষ্টা করেননাই কি? যদি কেহ ধারণা করে যে, তুর্কীর নিরীশ্বরবাদী রাজ্যশাসনবিধি পাকিস্তানে প্রবর্তন করার প্রচ্ছন্ন ইংগিত গোলাম মুর্শিদ সাহেব লাভ করিয়াছেন বলিয়াই এরূপ-কথা তাঁহার খুৎবার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, নতুবা পাকিস্তানের সর্ববাদী অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, সদ্‌রে-রিয়াসতের বহুবিঘোষিত অঙ্গীকারের প্রতিকূলে তিনি সরকারকে এরূপ অনাভিপ্রেত উশ্‌কানি দিবার স্পর্ধা দেখাইতে পারিতেননা। তাহাহইলে এরূপ ধারণা কি অন্যায় হইবে? তিনি ইস্‌লামের খতীবের আসনে দাঁড়াইয়া পাক-সরকারকে এ'পরামর্শ দিতে সাহসী হননাই যে, পাকিস্তানে খোলাখুলি ভাবে ইস্‌লামি বিধান প্রবর্তন করা হউক, শুঁড়িখানা ও জুয়ার আড্‌ডাগুলি ধ্বংস করা হউক, ব্যভিচারের স্কুল ও কলেজ অর্থাৎ ক্লাব, সিনেমা ও নাচঘরের দুয়ারগুলিতে চাবিতালা পড়ুক, ইস্‌লামি-রাষ্ট্রের আদর্শ অধিনায়ক হযরত উমর ইবনে আবদুল-আযীযের মত পাকরাষ্ট্রের অধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ূব খান কর্তৃক ভাড়াটিয়া খতীবদিগকে বেহুদা ও অসংলগ্ন বক্তৃতার পরিবর্তে মিম্বর হইতে কুরআনের এই পবিত্রবাণী প্রচার করার আদেশ জারী করা হউক যে, "আল্লাহ মুস্‌লিম-সমাজকে সুবিচার, ন্যায়-পরায়ণতা ও দরিদ্র আত্মীয়স্বজনবর্গের সাহায্যের আদেশ দিয়াছেন এবং অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কার্য আর বিদ্রোহকে নিষেধ করিয়াছেন," সূরত-আন্‌নহল। গোলাম-মুর্শিদ সাহেব এসব কথার ধার দিয়াও গমন করেননাই। মুস্‌লিম জনসাধারণ ব্যক্তিগত ও জাতীয় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিকাশ করিয়া দেখার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তিনি ধৃষ্টউক্তি করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত মুহাসবা ও হিসাবনিকাশের শক্তি সরকারকে কুরবানি বন্ধ করার উশ্‌কানিদানের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কবি সত্য কথাই বলিয়াছেন,

اذا كان الغراب دليل قوم' سيهديهم طريق الهالكينا !

দাঁড়কাক যখন কোন সমাজের পথপ্রদর্শক হয়, তখন সমাজকে সে শুধু মরণ পথেরই সন্ধান দিতে পারে।

মওলানা গোলাম মুর্শিদ মনে করেন, ভূমিব্যবস্থার সংশোধন করিয়া সরকার একটি শরয়ী-ব্যবস্থা বাতিল করার সৎসাহস যখন দেখাইয়াছে, তখন কুরবানীর ব্যবস্থা বাতিল করিতে তাহার ইতস্ততঃ করা উচিত নয়! সুবহানাল্লাহ! কি চমৎকার ন্যায়শাস্ত্র! "মারে ঘুটনা, ফুটে আঁখ" প্রবাদবাক্যের এমন বিন্দা নমুনা আর কে কবে দেখিয়াছে? যেভূমিব্যবস্থা আমাদের দেশে এযাৎকাল প্রচলিত ছিল তাহা কি ওয়াজিব ছিল? তাহা কি মুস্‌তহব ছিল? তাহার সংশোধন দ্বারা কুরআনপাকের কোন্ আয়ত অথবা রসূলেপাকের কোন্ হাদীসকে বাতিল করা হইয়াছে? মওলানা গোলাম মুর্শিদ সাহেব এসমস্তের কোন সন্ধানই প্রদান করেননাই, করিতে পারিবেননা, অথচ অম্লানবদনে এই অসংগত مع الفارق (মাআল ফারিক) কিয়াসকে তিনি তাঁর ইজ্‌তিহাদের বুনিয়াদরূপে দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

ঈদুলআযহায় পশু কুরবানী হয় ওয়াজিব নয় সুন্নত। তাবেয়ী বিদ্বান গণের মধ্যে ইবরাহীম নখয়ী, মকহুল শামী আর অনুসরণীয় বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম আবু-হানীফা, রবীআতুররায়, ইমাম মালিক, সুফয়ান সওরী, আওযায়ী, লয়েস বিন সআদ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রভৃতি কুরবানীকে ওয়াজিব বলিয়াছেন[১]। হিদায়া, জামেউররমুয, কাযীখান ও 'কিতাবুলফিকহ আলা মযাহিবিল আরবাআ' ও 'নয়লুল-আওতার' প্রভৃতি ফিকহ গ্রন্থে কুরবানী করা ওয়াজিব

১) আহকামুল কুরআন, জস্‌সাস ২য়খণ্ড ৩০৬ পৃঃ; মুগ্‌নী, ইবনে কুদামা ১১শখণ্ড, ৯৪ পৃঃ; নববীর শরহে মুস্‌লিম ২য়খণ্ড ১৫৩ পৃঃ; ফতহুলবারী ১০মখণ্ড, ২পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



বলা হইয়াছে[২]।

আর যাঁহারা কুরবানী করা সুন্নত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের তালিকায় তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে সঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আলকামা, আস্ওয়াদ, আতা ইবনে-আবি রবাহ ও সুয়দ বিনে গফালা প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩]।

অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে ইমাম মালিক, সওরী, শাফেয়ী ইসহাক বিন রাহ্ওয়ে, আবুসওর বাগ্দাদী বুখারী, ইব্‌নেহয্‌ম কুরবানীকে সুন্নত বলিয়াছেন[৪]।

কিন্তু কুরবানী সম্বন্ধে ওজুব ও সুন্নিয়তের এই পার্থক্য শাব্দিক হের ফের মাত্র। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত শুনিলেই আসল কথা ধরাপড়িতে বিলম্ব হয়না। মুওয়াত্তায় ইমাম মালিক বলেন, কুরবানী সুন্নত, উহা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যাহার কুরবানীর পশু ক্রয় করার সামর্থ আছে, তাহার পক্ষে কুরবানী না করা আমি পছন্দ করিনা[৫]।

الا ضحية سنة وليست بواجبة' ولااحب لاحد ممن قوى على ثمنها ان يتركها -

ইমাম শাফেয়ী "ইখ্‌তিলাফুলহাদীস" গ্রন্থে তাঁর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) আচরণ দ্বারা আমরা এই ইংগিত লাভ করিয়াছি যে, কুরবানী ওয়াজিব নয়, কিন্তু উহা পরিত্যাগ করাও হালাল নয়। উহা সুন্নত, উহার চিরন্তন অনুসরণ আমাদের কাছে প্রিয় এবং উহার পরিহার আমাদের কাছে নিন্দনীয়[৬]।

ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الضحية ليست بواجبة' لايحل تركها' وهى سنة نحب لزومها ونكره تركها

শায়খ আবদুলহক্ মুহাদ্দিস দেহলভী মিশকাতের ফার্সী টীকায় লিখিয়াছেন, ইহা জানা অবশ্যক যে, ইমাম আবুহানীফা এবং তাঁহার সহচরবর্গের (মুহাম্মদ বিনুল হাসান, যুফর, হাসান বিন যিয়াদ এবং অন্যতম রিওয়াযত অনুসারে কাযী আবুইউসুফের—হিদায়া) নিকট প্রত্যেক স্বাধীন, মুসলিম, গৃহী, সঙ্গতিপন্নের জন্ম ঈদুলআয্‌হার কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম আহমদের কাছে তাঁহার অন্যতম রেওয়ায়তসূত্রে কুরবানী ধনিকের পক্ষে ওয়াজিব আর দরিদ্রের পক্ষে সুন্নত। ইবনেআবিযয়েদ কর্তৃক লিখিত ইমাম মালিকের মযহবের পুস্তিকায় লিখিত আছে যে, ইমাম সাহেব বলিয়াছেন, সমর্থ ব্যক্তিদের পক্ষে কুরবানী "ওয়াজিব — সুন্নত।" শায়খ বলেন, সুন্নত কথার তৎপর্য ধর্মের পরিগৃহীত পন্থা কিংবা ওজুরের অর্থ তাকীদ এবং প্রথম তাৎপর্যই অধিকতর যুক্তিযুক্ত[৭]।

بدانک تضحیه واجب ست درمذهب امام ابوحنیفه واصحاب وے بر هر مسلم مقیم وموسر - ودر روایتے از امام احمد واجب ست برغنی وسنت ست برفقیر - ودر رسالۂ ابن ابی زید که درمذهب مالک ست' گفته که وے سنت واجبه است برکسے که استطاعت دارد آنرا' یامراد بسنت طریقۂ مسلو که که در دین ست یامراد بوجوب تاکد ست ومعنی اول قریب ترست -

প্রকৃতপক্ষে ফরয, ওয়াজিব, মন্দুব ও মুবাহ ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দগুলির রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে প্রচলন ছিলনা। এসম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের একটি উক্তি উধৃত করাই যথেষ্ট। তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কুরবানী কি ওয়াজিব? তিনি জওয়াব দিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং সাহাবাগণ সকলেই কুরবানী করিতেন। লোকটি আবার তাহার জিজ্ঞাসার পুনরুক্তি করিলে তিনি বলেন, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছনা যে, আমি কি বলিতেছি? রসূলুল্লাহ(দঃ) এবং সাহাবাগণ সকলেই কুরবানী করিতেন! ফলকথা, পরবর্তীকালে আদেশ নিষেধের শ্রেণীবিভাগকল্পে ফকীহগণ উল্লিখিত পরিভাষাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

২) হিদায়া, তক্‌মিলা সহ [৪] ৬৩ পৃঃ; জামিউর রমুয [২] ৫৫৪ পৃঃ; কিতাবুল ফিকহ (১] ৭১২ পৃঃ; নয়লুল আওতার [৫] ৩৪২ পৃঃ

৩) নববীর শরহে মুস্‌লিম [২] ১৫৩ পৃঃ; শওকানী, নয়লুল-আওতার [৫] ৯৪ পৃঃ।

৪) মুওয়াত্তা (১) ৩২২; জামে তিরমিযী তুহফা সহ (২) ৩৫৮ পৃঃ, মুখ্‌তসর মুযানী (৫) ২১১ পৃঃ; মুগ্‌নী [১১] ৯৪ পৃঃ; ফত্হুলবারী [১] ৩ পৃঃ।

৫) মুওয়াত্তা ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃঃ।

৬) ইখ্‌তিলাফুলহাদীস ৭ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ [কিতাবুলউম সহ]।

৭) আশিআতুললুমআত (১) ৬৪৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সচরাচর কুরআনের আদেশাবলী ফরয আর রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত প্রকাশ্য আদেশগুলি ওয়াজিব বলিয়া হানাফী অস্থলে গণ্য করা হয়। কিন্তু অপরাপর মযহবের অস্থলে হযতের (দঃ) প্রকাশ্য আদেশগুলিও ফরয বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মোটকথা, ফরয ওয়াজিবের পার্থক্য পারিভাষিক মাত্র। কতকগুলি বিষয় আনুষ্ঠানিক ভাবে ওয়াজিব, মতবাদের দিক দিয়া নয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেকার্য স্বয়ং আজীবন করিয়াগিয়াছেন, কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, অধিকন্তু উহার জন্ম অন্যকেও উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহা সুন্নতে-মুওয়াক্‌কাদাহ। ফরয কার্যকে পারিভাষিক ভাবে ওয়াজিবও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে কেহ কেহ উহাকে শুধু সুন্নত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। উভয় ঈদের নমায ও শিশুদের খত্না ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়কে সুন্নতই বলা হইয়াছে কিন্তু সুন্নত বলা হইলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, এই কার্যগুলি ফকীহদের পারিভাষিক মনদুব মাত্র নয়, অর্থাৎ পরিহার করিলে কোন ক্ষতি হইবেনা তাহা নয় বরং জাতীয় আচার (شعار اسلام) হিসাবে এইসকল কার্য ফরযের মতই, ওয়াজিব অপেক্ষা কোনক্রমেই ন্যূন নয়।

যাঁহারা কুরবানীকে সুন্নত বলিয়াছেন, তাঁহারা উহার সুন্নত হওয়ার এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের কাছে কুরবানী যদি মন্‌দুব মাত্র হইত তাহাহইলে তাঁহারা একথা বলিতেননা যে, "কুরবানী ওয়াজিব না হইলেও উহা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়",অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করা অবৈধ। সুতরাং উহা মন্‌দুব হইতে পারে কেমন করিয়া? যাহা পরিত্যাগ করা অবৈধ, তাহা মন্‌দুব হইতে পারেনা, যাহা পরিহার করায় দোষনাই, অথচ করিলে সওয়াব, তাহাই মন্‌দুব।

## কুরবানীর আদেশ

আল্লাহ তাঁহার রসূল (দঃ)কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন, বস্তুতঃ আমার নমায এবং আমার কুরবানী আর আমার জীবন আর আমার মরণ সমুদয়বিশ্বের অধিপতি আল্লাহর জন্য। তাঁহার কেহ শরীক নাই আর আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট হইয়াছি আর আমি প্রথম মুসলমান—আলআন্‌আম, ১৬৩ আয়ত।

قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين' لاشريک له وبذلک امرت وانا اول المسلمين -

সঈদ ইব্‌নে জুবায়র হযরত ইম্‌রান বিন হুসায়েনের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত ফাতিমাকে বলিলেন, ফাতিমা, তোমার কুরবানী তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর, কারণ উহার রক্তের প্রথম ফেঁাটার সঙ্গেসঙ্গেই তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহা ক্ষমা হইয়া যাইবে আর তুমি বল, বস্তুতঃ আমার নমায, আমার কুরবানী, আমার জীবন আর আমার মরণ সমুদয় বিশ্বের অধিপতি আল্লাহর জন্য[১]। হাকিম ও যহবী উভয়েই এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। হযরত আলীও কুরবানীর প্রাক্কালে উপরিউক্ত আয়ত পাঠ করিতেন। আয়তে উল্লিখিত "নুসুক" শব্দ রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং সাহাবাগণ কর্তৃক ইদুলআয্‌হায় পশু কুরবানীর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ভূরিভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ইমাম আবুবক্‌র রাযী জস্‌সাস মন্তব্য করিয়াছেন, আয়তে বর্ণিত "নুসুকে"র তাৎপর্য এস্থলে "উয্‌হিয়া" আর ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন আর আদেশ দ্বারা ওজুব প্রতিপন্ন হয়[২]।

يافاطمة اشهدى اضحيتک' فانه يغفرلک باول قطرة من دمها' کل ذنب عملتيه' وقولى : ان صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين -

আল্লাহ তাঁহার রসূল (দঃ)কে এ আদেশও করিয়াছেন যে, আপনি আপনার প্রভুর জন্য নমায পড়ুন আর কুরবানী করুন— আল্‌কওসর, ২ আয়ত। এই আয়তে রসূলুল্লাহ (দঃ) কে যে নমাযের মত কুরবানীরও আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশনাই। এ কোন্ কুরবানী? ইদুলআয্‌হার কুরবানী আর হজ্জের কুরবানী ব্যতীত অন্য কোন যবীহাই তো ইস্‌লামে প্রতিপালনীয় নয়। তাই হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হাসানবস্‌রী, মুজাহিদ, সঈদ বিন জুবায়র ও ইকরিমা প্রভৃতি

فصل لربک وانحر -

১) মুস্‌তদ্‌রক [৪] ২২২ পৃঃ।
২) আহ্‌কামুল কুরআন, জস্‌সাস [৩] ৩০৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিদ্বানগণ "ওয়ানহর" (وانحر) শব্দের অর্থ করিয়াছেন, আল্লাহ তদীয় রসুল (দঃ) يقول : فاذبح يوم النحر কে বলেন, আপনি নহরের দিনে যবহ করুন[৩]।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যাহার সামর্থ রহিয়াছে অথচ সে কুরবানী করিলনা (অপর রেওয়ায়তে আছে, অথচ যবহ করিলনা) সেব্যক্তি যেন আমাদের ইদ্‌গাহের নিকটবর্তী নাহয়। (অপর রেওয়ায়তে আছে) সে যেন আমাদের মস্‌জিদের নিকটবর্তী নাহয়। এই হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইবনেমাজা, দারকুত্‌নী হাকেম, ইবনেআবিশয়বা, ইস্‌হাক ইবনে রাহুওয়ে, আবুইয়োলা প্রভৃতি বিভিন্ন তরীকায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবনেমাজার হাদীসের বর্ণনাদাতারা আবদুল্লাহ বিন আয়াশ ছাড়া সকলেই বুখারীর পুরুষ, আর ইবনে আয়াশ মুস্‌লিমের রাবী। ইমাম হাকেম ও হাফেয যহবী এই হাদীসের সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন[৪]।

من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا - وقال مرة : من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا - وفي لفظ : من كان له يسار فلم يضح فلا يقربن مصلانا - وفي لفظ : من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا - وفي لفظ فلا يقربن مسجدنا -

মিহনফ ইবনে সুলায়মের হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আরাফাতে ঘোষণা করিলেন, প্রতিবৎসর প্রত্যেক আহলেবয়েতের জন্য ইদুলআযহা ও রজবের কুরবানী আবশ্যক। ইহাও আহমদ, আবুদাউদ, ইবনেমাজা, নাসায়ী ও তিরমিযীর রেওয়ায়ত। উল্লিখিত হাদীস দু'টির সাহায্যে ইমাম আবুদাউদ তাঁর সুননে, হানাফী ইমাম আবুবকর জস্‌সাস কবীর "আহকামুল কুরআনে" আর আহলেহাদীসগণের ইমাম শওকানী "নয়লুল আওতারে", আমীর ইয়ামানী "সুবুলুস্‌সালামে" আর আল্লামা শমসুলহক আওনুল-মাবুদে কুরবানীর ওজুব প্রতিপাদন করিয়াছেন[৫]।

يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة -

যদি কেহ মনেকরে, বুখারী ও মুস্‌লিম কর্তৃক বর্ণিত হযরত আবু-হুরায়রার হাদীসে আকীকার পশুর রক্ত শিশুর গাত্রে দেওয়া আর রজবের যবীহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং ইবনেসুলায়মের হাদীস, যাহাতে রজবের যবীহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহা মনসুখ বিবেচিত হইবে আর যেহেতু এই হাদীসেই প্রত্যেক গৃহস্থের জন্য উযহিয়ার আদেশ রহিয়াছে, অতএব উক্ত আদেশও রহিত বিবেচিত হইবে। ইহার উত্তরে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইতে পারে যে, রজবের কুরবানী বা "আতীরা" মনসুখ হইলেও ইহাদ্বারা উযহিয়ার আদেশ মনসুখ হইতে পারেনা। কারণ আতীরা মনসুখ হওয়ার প্রমাণ দ্বারা উযহিয়ার নসখ সাব্যস্ত করার উপায়নাই। ইমাম শওকানী, ইমাম জস্‌সাস, হাফিয ইবনেহজর প্রভৃতি এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করিয়াছেন[৬]। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হাদীস দু'টিতে কুরবানী ও যবহকেই ওয়াজিব করা হইয়াছে। এইভাবে জন্দব বিন সুফয়ান আবু আবদুল্লাহ বাজালীর হাদীস বুখারী ও মুস্‌লিম রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বক্‌রীদের নমায সম্পন্ন করিয়া বলিলেন, যেব্যক্তি নমাযের পূর্বে যবহ করিয়াছে, সে পুনর্বার একটি ছাগল যবহ করুক। আর যেব্যক্তি আমাদের নমায শেষ না হওয়া পর্যন্ত যবহ করেনাই, সে 'বিস্‌মিল্লাহ' সহকারে যবহ করুক।

من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها - وفي رواية من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله -

বুখারী ও মুস্‌লিমে হযরত আনসের ও সুননে বয়হকীতে হযরত জাবিরের প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন, যে ব্যক্তি নমাযের পূর্বে যবহ করিয়াছে, সে পুনর্বার من كان ذبح قبل الصلاة فليعد যবহ করিবে।

বুখারী ও মুস্‌লিম এবং সুননের সংকলয়িতাগণ হযরত জাবির ও বারা ইবনে আযিবের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, বক্‌রীদের দিনে রসুলুল্লাহ

৩) সুননেকুবরা, বয়হকী [৯] ২৫৯ পৃঃ।

৪) মুস্‌তদরকে হাকিম ও তলখীস-যহবী [৪] ২৩২ পৃঃ।

৫) সুননে আবিদাউদ ও আওনুলমাবুদ [৩] ৪৯ পৃঃ; আহ্‌কামুল কুরআন [৩] ৩০৭ পৃঃ; নয়লুলআওতার [৫] ৯৪ পৃঃ; সুবুলুস্‌সালাম [৪] ১৪১ পৃঃ।

৬) আহকামুল কুরআন [৩] ৩০৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



(দঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই নমায পড়িয়াছে, সে নমাযের পর যবহ করিবে। আবুবর্দা নামক জনৈক সাহাবী দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রসূল, ঈদগাহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সঙ্গীদের লইয়া খাইব বলিয়া আমি পূর্বেই "যবহ" করিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উক্ত যবহ তোমার "নুসুক" হয় নাই।

قام النبى صلے الله عليه وسلم على منبره يوم الاضحى' فقال من صلے معنا هذه الصلوة' فليذبح بعد الصلاة - فقام ابو بردة بن نيار' فقال : يارسول الله' انى ذبحت ليا كل معنا اصحابنا اذا رجعنا' قال ليس بنسك -

উল্লিখিত হাদীসগুলির প্রত্যেকটিতে যবহ করার নির্দেশ রহিয়াছে আর ইহাও প্রনিধানযোগ্য যে, ওয়াজিব ছাড়া ফকীহদের মন্দুব কার্যের পুনঃপ্রতিপালন অর্থাৎ "কাযা" করার আদেশ দেওয়া হয়না। কুরবানীর সুন্নিয়তের সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ইমাম শাফেয়ীরও ইহা দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি উপরিউক্ত হাদীসগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, পুনর্বার কুরবানী করার জন্য রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ দ্বারা কুরবানীর ওয়াজিব হওয়াও প্রমাণিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে[১]। ইমাম আবুবকর জাসসাস বলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) এই উক্তি যে, "আমাদের সঙ্গে যাহারা নমায পড়িয়াছে সে নমাযের পর যবহ করিবে" —দ্বারা প্রকাশ্যতঃ কুরবানীর ওয়াজিব হওয়া বুঝাইতেছে। ওয়াজিব কার্য ব্যতীত অন্য কার্যের "কাযা" আবশ্যক হয়না। সুতরাং পুনর্বার যবহ করার আদেশ দ্বারাও উহা ওয়াজিব প্রতিপন্ন হইতেছে[২]।

فاحتمل امره بالاعادة انها واجبة -

وهو امر بالذبح يقتضى ظاهره الوجوب - والقضاء لايكون الا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب

ফলকথা, ইয়ুলআয্‌হার কুরবানী সম্বন্ধে যেকয়েকটি হাদীস এযাবৎ আমরা হযরত আবুহুরায়রা, ইব্‌নে-মুলায়ম, জুন্দব বিন সুফ্‌য়ান, আনস বিন মালিক, জাবির বিন আবদুল্লাহ, বারা বিন আযিব প্রভৃতি সাহাবীর বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছি, সমস্তই পরমবিশুদ্ধ। অধিকাংশ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে "যবহের" আদেশ দেওয়া হইয়াছে আর প্রত্যেকটি হাদীস দ্বারা কুরবানীর ওজুব প্রতিপন্ন হইতেছে। এই হাদীসগুলি এত বিপুল সংখ্যক সাহাবা ও ততোধিক বিরাট সংখ্যক তাবেয়ী বিদ্বানগণের প্রমুখাৎ মুসনদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্তা, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইব্‌নেমাজা, মুস্তদরকে হাকিম, সুনেন-বায়হকী, মুসন্নফে ইব্‌নে আবি শায়বা, মুসনদে আবুইয়োলা ও দারকুত্‌নী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, শাব্দিকভাবে না হইলেও তাৎপর্যের দিক দিয়া কুরবানীর আদেশের হাদীসকে "মুতাওয়াতর" অর্থাৎ পৌনঃপুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শরীআতের আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থার জন্যই এতদিরিক্ত প্রমাণ বিদ্বানগণ কোনকালেই আবশ্যক মনে করেননাই।

কুরবানী সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) কওলী হাদীস ছাড়া তাঁহার জীবনব্যাপী আচরণ সম্পর্কেও ভূরিভূরি হাদীস মওজুদ রহিয়াছে। তিরমিযী আবদুল্লাহ ইব্‌নে-উমরের হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় দশ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন আর দশ বৎসরই তিনি কুরবানী করিয়াছিলেন।

اقام رسول الله صلے الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى -

শুধু গৃহে নয়, প্রবাসেও হযরতের কুরবানী করার হাদীস ইমাম মুসলিম সওবানের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ(দঃ) তাঁহার কুরবানীর পশু প্রবাসে থাকাকালীন যবহ করিলেন আর আমাকে বলিলেন, ওহে সওবান, তুমি গোশত জ্বাল দিয়া ঠিক রাখিও। গৃহে ও প্রবাসে ছাড়া রসূলুল্লাহর (দঃ) স্বীয় পবিত্র সহধর্মিণীগণের পক্ষ হইতেও গরু কুরবানী করার হাদীস বুখারী জননী আয়েশার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। হযরত আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) তদীয় সহধর্মিণীগণের পক্ষ হইতে গাভী

ان رسول الله صلے الله عليه وسلم ذبح اضحيته فى السفر' ثم قال : ياثوبان اصلح لحمها

قالت ضحى رسول الله صلے الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر -

১) মুযানীর মুখ্‌তসর [৫] ২১০ পৃঃ।
২) আহকামুল কুরআন [৩] ৩০৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কুরবানী করিয়াছিলেন।

বুখারী ও মুস্লিম বারা বিন আযিবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যেব্যক্তি নমাযের পূর্বে কুরবানী করিল সে-নিজের জন্য যবহ করিল

من ذبح قبل الصلوة' فاذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلوة فقد تم لسكه واصاب سنة المسلمين - وفى رواية فقد اصاب سنتنا -

আর যেব্যক্তি নমাযের পর কুরবানী করিল, তাহার "নুসুক" পুরা হইয়াগেল এবং সে "সুন্নতুলমুস্লিমীনে"র অনুসারী হইল। অপর রেওয়ায়তে আছে, সে আমাদের সুন্নতের অনুগামী হইল। "সুন্নতে-মুস্লিমীন" বা "আমাদের সুন্নত" একই কথা। ইহার তাৎপর্য ফকীহগণের পারিভাষিক সুন্নত নয়। "সুন্নতে মুস্লিমীনে"র অর্থ জাতীয় রীতি বা সংস্কার (شعار المسلمين)। আল্লামা ইব্‌নুত্তুরকামানী হানাফী ইহার যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা শিক্ষার্থীগণের বিবেচনার যোগ্য। তিনি বলেন, অর্থাৎ সুন্নাতে-মুস্লিমীনের তাৎপর্য মুসলমানগণের আচরণ, মুসলমানগণের তরীকা। 'ওয়াজিব' আর ফকীহদের পারিভাষিক 'সুন্নত' উভয় ইহার অন্তর্ভূক্ত। যেমন রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে যে রীতির অনুসরণ করিয়া থাক, মজুসী অর্থাৎ অগ্নি-পূজক পারসীকদের

سيرة المسلمين وطريقة المسلمين وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها - ومثله قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب' ومن سن سنة حسنة - ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة فى ذلك الوقت -

সহিতও তোমরা সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিবে। অথবা রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, যেব্যক্তি 'সুন্নতে হাসানা' অর্থাৎ হযরতের অবলম্বিত তরীকা পুনরুজ্জীবিত করিল। ইব্‌নুত্তুরকমানী বলেন, হযরতের (দঃ) এবং সাহাবাগণের যুগে ফকীহগণের আবিষ্কৃত পারিভাষিক সুন্নতের তাৎপর্য অজ্ঞাত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 'খাত্‌না'কে সুন্নত বলিয়াছেন। ইমাম বায়হকী বলেন, এ সুন্নতের তাৎপর্য الختان سنة — المراد। হইতেছে, রসূলুল্লাহর سنة النبى الموجبة (দঃ) অবশ্য প্রতিপালনীয় সুন্নত বা তরীকা[১]।

কুরবানীর এই ওজুব আর "সুন্নতুল-মুস্লিমীন" হওয়া—যাহা রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবনব্যাপী আচরণ আর সুস্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত রহিয়াছে, তাহা রহিত করার ঘৃণিত পরামর্শ কোন সাধারণ নিরক্ষর মুসলমানও বরদাশ্‌ত কবিবেনা। ইতিপূর্বে দ্ব্যর্থহীন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কুরবানী রক্ত প্রবাহিত-করা ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়ার উপায় নাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) এই দিবসকে "ইয়াওমুন্নহর" বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, এই দিবসে আদমপুত্রের কোন দানধ্যান, ইবাদত আল্লাহর পথে রক্তপ্রবাহিত করার পুণ্যের সমকক্ষ নয়। তিরমিযী ও ইব্‌নেমাজা জননী আয়েশার প্রমুখাৎ এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

মওলানা গোলাম মুর্শিদ সাহেব কুরবানীর পশুর মূল্য সরকারী তহ্‌বীলে জমা দিলেই কুরবানীর ওজুব ও সুন্নিয়ত সার্থক হইয়া যাইবে বলিয়া যেবেহুদা উক্তি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) সমুদয় কওলী ও ফেইলী হাদীস বাতিল করিতে চাহিয়াছেন। রক্ত-প্রবাহিত করার পরিবর্তে পশুর মূল্যদান করিলেই কুরবানী সম্পন্ন হইয়া যাইবে, এরূপ একটিও বিশুদ্ধ হাদীস যদি তিনি প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহাহইলে এই ধৃষ্ট উক্তির কাফ্‌ফারা স্বরূপ অবিলম্বে তাঁহার ইমামতির পদে ইস্তিফা দেওয়া উচিত।

এতদ্ব্যতীত সরকারী তহবীলে পশুর মূল্য দিয়া কুরবানী আদায় করা কার্যতঃ সম্ভবপর হইবে কি করিয়া? কাহার জন্য পশুর কি পরিমাণ মূল্য কে নির্ধারণ করিয়া দিবে? সেসব কথা গোলাম মুর্শিদ সাহেব ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সর্বাপেক্ষা বড়কথা এইযে, কুরবানীর আবশ্যকতা অস্বীকৃত হওয়ার উপরেই মওলানা গোলামমুর্শিদ সাহেবের ফতওয়া কার্যকরী হইতে পরে। সেরূপ ক্ষেত্রে আইন করিয়া উহার মূল্য আদায় করা কোন্ বিধানে সঙ্গত হইবে? ইহা কি যুলম আর হারাম মাল আত্মসাৎ

(১) জওহারুন্নকী [১] ২৬৩ পৃঃ।

# অভিনব পরাজয়

—আতাউল হক

আরবে-রোমকে যুদ্ধ হয় আজ কেনসেরিনের মাঠে।
অসংখ্য সেনার কলরবে আজ দূরের আকাশ ফাটে!
রোম-সেনাপতি আহ্বান করিল,—"আরবের সেনাপতি
ওহে আবদুল্লাহ্, মল্লযুদ্ধে আজ হ'বে কি তোমার মতি?"
আবদুল্লা' কহিল,—"রাজী আছি আমি।" ভীষণ সংগ্রাম চলে।
রোম-সেনাপতি আবদুল্লা'রে ডাকি সহসা বিনয়ে বলে,—
"অনুমতি যদি দাও তুমি, করি দেবতার আরাধনা
অল্পক্ষণ লাগি'।" এ-কথা শুনিয়া আবদুল্লা' করেনা মানা।
আবদুল্লা তখন কোষবদ্ধ করে খরশান অসি তার।
রোম-সেনাপতি আরাধনা করে প্রিয় তার দেবতার।
আবদুল্লাহ্ ভাবে,—"সুযোগ এসেছে, নিপাত করিব অরি'!"
অগ্রসর হয় সেনাপতি পানে অসি নিষ্কাষিত করি'!
মনে পড়ে তার অচিরাৎ তার কোরানের মহাবাণী,—
"অঙ্গীকার তুমি ভেঙ্গ না কখনো!" কে যেন তাহারে টানি'
শায়িত করিল মাটীর শয়ানে! বেপথু হইল প্রাণ!
খসিয়া পড়িল হস্ত হ'তে তার অসি তার খরশান!
কহে কর-জোড়ে,—"মাফ কর মোরে হে আল্লাহ্ দয়াময়!"
রোম-সেনাপতি আরাধনা সারি' কহে—"ওগো মহাশয়,
কী হয়েছে তব? আবদুল্লাহ্ কহে সকল কথাই খুলি'।
রোম-সেনাপতি সবিস্ময়ে করে তার সাথে কোলাকুলি!
বিস্ময়ে কহিল রোম-সেনাপতি শত্রুর দু'হাত ধ'রে,—
"ইছলামে আছে এমন বিধান আততায়ীরও তরে!"
গদ্‌গদ ভাষে কহে,—"আবদুল্লাহ্, হে মোর প্রাণের অরি,
আজ থেকে তুমি শত্রু নহ মোর, ফে'লে দাও তরবারি!"

---

করার পর্যায়ভুক্ত হইবেনা?

যবহ না করা পর্যন্ত যে কুরবানী হইবেনা; রসূলুল্লাহর (দঃ) কওলী ও ফেইলী বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত হওয়ার পর অতিরিক্ত কোন ফত্ওয়া ফারায়েজের আবশ্যক হয়না, তথাপি বিষয়টিকে সকলদিক দিয়া শেষ করার উদ্দেশ্যে আমরা ইন্‌শাআল্লাহ এসম্পর্কে বিদ্বানগণের ফত্ওয়াও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। ওয়াল্লাহুল-মুস্তাআন।

www.ahlehadeethbd.org

# মিসর কাহিনী

ডক্টর এম, আবদুলকাদের

## আরব বিজয়

হজরত মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পর সাত বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার অনুচরেরা গ্রীক সম্রাট ও পারস্যের খুস্রুকে পরাজিত করিয়া সিরিয়া ও কেলডিয়ায় ইস্‌লামের বিজয়পতাকা উত্তোলন করিল। ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা এমনকি মিসরও আক্রমণ করিয়া গ্রীক-সম্রাটের হৃৎকম্প উপস্থিত করিল। মিসরের অধিবাসী-দিগকে কপ্ট বলে। তাহারা ছিল মানেকী ও গ্রীকেরা যেকোবী মতের খৃষ্টান। এই ধর্ম্মনৈতিক মতানৈক্যের দরুণ তাহাদিগকে গ্রীকদের হাতে প্রচুর নিগ্রহ ভোগ-করিতে হয়। তজ্জন্য তাহারা যেকোন বৈদেশিক আক্রমণকারীকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত ছিল।

মাত্র ৭৫০০ বা ৮০০০ হাজার সৈন্য লইয়া সেনা-পতি আমর বিন্ অল্ আস মিসরে প্রবেশ করেন। গ্রীকেরা তাঁহাকে পেতুসিয়ামে বাধাদান করিল কিন্তু প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের পরামর্শে কপ্টেরা আরবদের সাহায্য করায় এক মাস পরে তাহারা বিনবায়সে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল আর এক মাস পরে বিন্‌বায়সের পতন ঘটিলে মিসরের চাবি বাবিলন জয়ের পথ প্রশস্ত হইল। কিন্তু আমর রাজধানী অবরোধ করিয়া সৈন্যদের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে চাহিতেননা। উহার উপনগর উম্মেদুনায়ন অধিকারের পরও কয়েকটী ছোট খাট অভিযানের পর তিনি হেলিওপোলিসে ও রোমানেরা বাবিলনে স্থান গ্রহণ করিয়া চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

হজরত ওমর (রাঃ) তখন ইস্‌লামের খলীফা। আমরের আবেদনে তিনি তাঁহাকে আরও সৈন্য সাহায্য পাঠাইলেন। ফলে গ্রীকেরা হেলিওপোলিসে পরাজিত ও মিসর শহর আমরের হস্তগত হইল এবং তাহারা খোদ বাবিলন অবরোধ করিয়া বসিল।

আরবদের অবিশ্রান্ত জয়লাভে মিসরেরা শান্তির পক্ষপাতি হইয়া পড়িল। অনেক আলোচনা ও গোল-মালের পর আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্ম্মাচার্য্য কাইরাসের মারফতে আরবদের সহিত তাহাদের এক সন্ধি হইল। তৎফলে তাহারা জিজয়াদিয়া নিজেদের ধর্ম্ম ও ধনপ্রাণ রক্ষার অধিকারে পাইল। গ্রীকেরা এই সন্ধিতে অংশী-দার না হওয়ায় আরবেরা দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিল। সম্রাটের নিকট হইতে কোন সাহায্য না পাওয়ায় অবশেষে রক্ষীসৈন্যেরা হতাশ হইয়া দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। (এপ্রিল ৯, ৬৪১ খৃঃ)।

অতঃপর বিনাবাধায় নিবকিউ আরবদের হস্তগত হইল। দমিয়েতায় বাধা পাইলেও ক্রমাগত তিনটী যুদ্ধে তাহারা গ্রীকদের হঠাইয়া দিল। অচীরে আলেক-জান্দ্রিয়ার ২০ মাইল দূরে তাহাদের তাঁবু পড়িল। গ্রীকেরা তাহাদের গতিরোধ করিলেও রাজধানী তখন ভীষণ দলাদলিতে পূর্ণ। গ্রীক ও কপ্টদের শত্রুতা ছাড়া সেনাপতিদের মধ্যেও ঐক্য ছিলনা। সম্রাট হেরাক্লি-য়াসের মৃত্যুতে সাম্রাজ্য তখন প্রায় অরাজক। কাজেই গ্রীকেরাও শান্তির পক্ষপাতি হইয়া পড়িল। কনস্টান্টিনোপল ও মদীনায় রাজদূতদের অনেক ছুটাছুটির পর ঠিক হইল, আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা জিজয়া দিলে তাহাদের গির্জ্জা ও ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হই-বেনা। যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যাহারা আরবে প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা মুক্তি পাইবেনা। অবশিষ্টদের মধ্যে যাহারা ইস্‌লাম কবুল করিবে, তাহারা ছাড়া আর সক-লেই আধাদী লাভ করিবে। ইয়াহুদীরা নগরে থাকিতে পারিবে, কিন্তু ১১ মাস পরে গ্রীকদিগকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে (নভেম্বর ৬৪১)।

আলেকজান্দ্রিয়ার পতনের পর আরবেরা অন্যত্র বিশেষ বাধা পাইলনা। আমরের সুযোগ্য সেনাপতিত্বে মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে রূপকথার দেশ ও সভ্যতার প্রথম নিকেতন মিসর খেলাফতের একটী অধীন প্রদেশে পরিণত হইল।

আরবদের সুশাসন ও আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকালয়

www.ahlehadeethbd.org

ধ্বংস সম্পর্কে পরবর্তীকালে যেসকল আজগুবি কাহিনী প্রচারিত হয়, প্রাথমিক ইতিহাসে তাহার উল্লেখ মাত্র নাই। প্রকৃতপক্ষে আরব আক্রমণের প্রাক্কালে লাইব্রেরীটির কোন অস্তিত্বই ছিলনা, উহা জুলীয়স সিজারের আমলেই নষ্ট হয়, ইহা পরবর্তীকালের মুস্‌লিম বিদ্বেষী খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের অলীক প্রচারণা মাত্র। নিকিউর বিশপ জন স্পষ্ট লিখিয়াগিয়াছেন, "কোন লুণ্ঠন বা ধ্বংসকার্যে আমরের হস্ত কলঙ্কিত হয়নাই।"

আমর বাবিলনের অদূরে একটী নূতন শহরের ভিত্তিস্থাপন করেন; মিসর শহর অবরোধের সময় এখানে তাঁহার শিবির স্থাপিত হয় বলিয়া ইহার নাম হইল ফুস্তাত বা শিবির। কিঞ্চিতাধিক তিন শত বৎসর পর্যন্ত ইহাই ছিল মিসরের আরব রাজধানী। দুর্গের উত্তর দিকে নির্মিত হয় বিখ্যাত আমর-মস্‌জিদ; উহা অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

আমর অমুসলমানদের উপর প্রতি ফেদ্দান (এক একরের কিছু বেশী) কর্ষিত ভূমির জন্য দুই দিনার খাজানা ও প্রত্যেক যুদ্ধক্ষম পুরুষের উপর দুই দিনার জিজয়া ধার্য করেন। গ্রীক আমলের চেয়েও এই করভার ছিল অনেক কম। তাহাছাড়া সহযোগিতার বিনিময়ে কপ্টেরা শাসনকার্যে একটা অংশ পাইল। তজ্জন্য মিসরীরা এইরূপ পরিবর্তনে মোটামুটি সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু গ্রীকেরা এত সহজে মিসরের লোভ ছাড়িতে পারিলনা। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ৩০০ যুদ্ধ জাহাজের এক বিরাট নৌ বহর আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করিল। আমর অতিকষ্টে উহা পুনরুদ্ধার করিলেন। হজরত উমর ইতঃপূর্বেই আবদুল্লাহ বিন সা'দকে দক্ষিণ মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত উসমান তাহার উপর অবশিষ্ট জনপদেরও শাসনভার ন্যস্ত করায় আমর ক্ষুণ্ণমনে আরবে ফিরিয়া গেলেন।

নূতন শাসনকর্তা আমরের ন্যায় বীরত্বের পরিচয় দানের জন্য উদগ্রীব হইয়া নিউবিয়া আক্রমণ করিলেন (৬৫১ খৃঃ)। রাজধানী ভোঙ্গোলার পতন ঘটিলে কাফ্রিরা শান্তি প্রার্থনা করিল। মাত্র ৩৫০টী দাসদাসী বার্ষিক কর দানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াই তিনি মিসরে ফিরিয়া আসিলেন (৬৫২ খৃঃ)।

৬৫৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীকেরা আর এক বৃহত্তর নৌ-বহর পাঠাইয়া আর একবার আলেজান্দ্রিয়া অধিকারের চেষ্টা করিল। কিন্তু মাত্র ২০০ জাহাজ লইয়া আরবেরা তাহাদের তাড়াইয়া দিল। ইহাই মিসরে লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীক সম্রাটদের শেষ চেষ্টা।

কিন্তু করভার বৃদ্ধি করায় অচীরে আবদুল্লার জনপ্রিয়তা নষ্ট হইয়া গেল। একদল বিদ্রোহী মদীনায় গমন করিল। তাহাদের ষড়যন্ত্রে হজরত উসমান নিহত হইলে আর একদল তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ দণ্ডায়মান হইল। এই সুযোগে নূতন খলীফা হজরত আলীর (দঃ) প্রতিদ্বন্দ্বী মুয়াভিয়া আমরকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি আলীর (দঃ) নিয়োজিত শাসনকর্তাকে পরাজিত করিয়া ফুস্তাত দখলে আনিলেন।

## ২। উমায়্যা শাসন

মুয়াভিয়া উমায়্যা খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সময় হইতে দিমিশক মুসলিম জগতের রাজধানী হয়। গৃহ-যুদ্ধে আমর তাঁহার পক্ষাবলম্বন করায় তিনি কৃতজ্ঞতার বশে তাঁহাকে মিসরের সম্পূর্ণ রাজস্ব দান করেন। মৃত্যুর (জানুয়ারী, ৬৬৪) পরে তদীয় কোষাগারে ৭২ বস্তা (১৮০ মণ) দিনার পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা অধর্মলব্ধ মনে করিয়া এই বিপুল অর্থ স্পর্শ করিতে অসম্মত হন। এরূপ সাধুতা নিতান্ত বিরল।

উমায়্যা আমলে ৯২ বৎসরে (৬৫৮-৭৫০ খৃঃ) মোট ২৭ জন শাসনকর্তা মিসরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিবরণ দেওয়া অসম্ভব ও নিরর্থক। লোকের সুখদুঃখ তাঁহাদের ও তাঁহাদের খাজাঞ্চীদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করিত। কয়েকজন শাসনকর্তা ছিলেন বাস্তবিকই সদাশয় ও ন্যায়বান। তাঁহারা প্রজাদের মঙ্গলকামনা করিতেন বলিয়া তাহারাও তাঁহাদিগকে ভালবাসিত। মুসলমান জনসাধারণের অর্থে নির্মিত বলিয়া কায়েস বিন সা'দ ফুস্তাতের একখানা অট্টালিকাকে শাসনকর্তার বাসভবনে পরিণত করিতে অসম্মত হন। আর একজন ধার্মিক ও ন্যায়বান শাসনকর্তা (আবদুল মালিক) বলিতেন" "উপহার ঘরে আসিলে সাধুতা জানালা দিয়া পলাইয়া যায়!" কিন্তু চাকরীর স্থায়িত্ব না থাকায় কোন কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents



শাসনকর্তা ও খাজাঞ্চী এদেশের চোরা সাপ্লাই বিভাগের ন্যায় পদচ্যুতির পূর্বেই যথাসাধ্য অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন। এমনকি আবদুলমালিকের আসনেই (৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) খাজাঞ্চী ওসমান বিন জায়দ শোষণনীতি অবলম্বন করেন।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে জিলার কর্মচারীরা সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহাদের কোষাগারে আর টাকার স্থান সঙ্কুলান হইতেছেনা। খলীফা উদ্বৃত্ত অর্থে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। ফলে বহু নূতন সৌধ নির্মিত ও আমর-মস্‌জিদের মেরামতকার্য সম্পন্ন হইল। শাসনকর্তাদের কেহ কেহ মদ্যপান করিতেন, কিন্তু অনেকেই শুঁড়িখানা ও সাধারণ প্রমোদাগার বন্ধ করিয়া দেন।

অত্যাচার হইলে তাহা প্রধানতঃ কপ্টদের উপরেই হওয়ার কথা। কিন্তু তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের কোনই প্রমাণ নাই। সন্ন্যাসীদের অনুরোধে আমর তাহাদিগকে স্বাধীনতার সনদ দেন, তাহাদের প্রধান ধর্ম্মযাজক বেঞ্জামিনকেও নির্বাসন হইতে ডাকিয়া পাঠান। মুসলমানদের বিরক্তি উপেক্ষা করিয়া মাসলামা তাহাদিগকে ফুস্তাতের সেতুর পশ্চিমদিকে একটী গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। মিসর বিজিত দেশ; কাজেই জমিতে অধিবাসীদের কোনই স্বত্ব ছিলনা। তথাপি খলিফা ওমর বিন আবদুল আজীজ (৭১৭-২০ খৃঃ) হাওয়া পরিবর্ত্তনে আনিয়া তাম্বির মাঠে কিছুকাল বাস করিলে তজ্জন্য কপ্টদিগকে ২০০০০ দিনার ক্ষতিপূরণ দান করেন।

পক্ষান্তরে তদীয় উত্তরাধিকারী আবদুল্লাহ কপ্ট ভাষার পরিবর্তে দলীলপত্রে আরবী ব্যবহারের নির্দ্দেশ দেন। অন্যত্রও এই নীতি অনুসৃত হয়। তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য এক প্রকার চাপরাশ ব্যবহারের নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন; অবশ্য ইহা সাধারণ খৃষ্টান হইতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া থাকিতে পারে। খলিফার আদেশে খাজাঞ্চী ওবায়দুল্লাহ খৃষ্টানদের সমস্ত পবিত্র চিত্র বিনষ্ট করিয়া দেন (৭২২ খৃঃ)। ফলে হওফে এক বিদ্রোহ দেখাদেয়। ইহা সাময়িকভাবে দমন করা হইলেও পরবর্ত্তীকালে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ ঘটিতে থাকে। জনৈক কপ্ট ধর্ম্মযাজককে কোন অজ্ঞাত কারণে কারারুদ্ধ করিলে নিউবিয়ার খৃষ্টানেরা এত ক্রুদ্ধ হয় যে, বারশে সাইরিয়াকাস একলক্ষ সৈন্য লইয়া মিসর আক্রমণে যাত্রা করেন। সরকার তাড়াতাড়ি পুরোহিতকে কারামুক্ত করিলে তাঁহার অনুরোধে তিনি দেশে ফিরিয়া যান।

মিসরে আরবদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তজ্জন্য তাহারা প্রধানতঃ সহরেই থাকিত। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য উবায়দুল্লাহ কয়েস গোত্রের ৫০০০ লোককে হওফে আমদানী করেন (৭৩২ খৃঃ)। ফলে অচীরে স্থানটী অপ্রত্যাশিত ভাবে স্থায়ী অশান্তির আকর হইয়া দাঁড়ায়। অধিকাংশ শাসনকর্তাই সসৈন্যে মিসরে আসিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা ৬০০০ হইতে কখনও কখনও বিশ হাজারে উঠিত, নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুজগোত্র সারদে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের অনেকেই কপ্ট রমনীদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী আরব গোত্র মিসরে বাস করিতে আসে। দক্ষিণ অঞ্চল ছিল তাহাদের প্রধান উপনিবেশ।

উমায়্যা আমলে মিসরের শাসনকর্তাদের সকলেই ছিলেন আরব, চারিজন খোদ খলীফার পুত্র বা ভ্রাতা, দুইজন খলীফা স্বয়ং মিসরে তরশিফ আনেন। প্রথম মারওয়ান আসেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খলীফা আবদুল্লাহ বিন জুবায়রের সমর্থকগণকে পরাজিত করিতে (৬৮৪ খৃঃ), আর ২য় মারওয়ান আসেন বিজয়ী আব্বাসিয়াদের ভয়ে মিসরে আশ্রয় লইতে (৭৫০ খৃঃ)। অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস!

আব্বাসিয়ারা ছিলেন হজরতের চাচা আব্বাসের বংশধর। নবীবংশের নাম ভাঁড়াইয়া তাহারা উমায়্যাদের হাত হইতে মুসলিম জগতের অধিকাংশ কাড়িয়া লন। কিন্তু আলীর বংশ অপেক্ষা ইসলামের নেতৃত্বের দাবীতে তাঁহাদের দাবী অনেক দুর্বল ছিল বলিয়া তাঁহাদের প্রকৃত মতলব ছিল এভাবে হজরত আলীর বংশধরদিগকে ফাঁকি দেওয়া। আলেকজান্দ্রিয়া ও দক্ষিণ মিসর অধিকারে রাখার বৃথা চেষ্টা করিয়া ৫ই মে মারওয়ান আব্বাসিয়া সেনাপতি সালিহ বিন আলীর হস্তে নিহত হইলেন। ফুস্তাত বিজেতার দখলে আসিল। উমায়্যাদের পক্ষালম্বীরা নিহত বা দেশ হইতে বিতাড়িত

www.ahlehadeethbd.org

# আলীভ্রাতৃদ্বয়

## একটি হিমালীয় প্রমাদের অপনোদন

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী

২৮শে জুনের আজাদের সাহিত্য মজলিসে শ্রীযুক্ত তৃপ্তিরায় চৌধুরী তাঁর "ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়" শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধে দাবী করিয়াছেন যে, পাক-ভারতের বহুবিশ্রুত আহ্‌লেহাদীস বনাম তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের অধিনায়ক হযরত আমীর সৈয়েদ আহ্‌মদ ব্রেলভী ( জন্ম : ২৯শে নভেম্বর ১৭৮৬; বিয়োগ : ৬ই মে ১৮৩১ খৃঃ ) শহীদের (রহঃ) খলীফা হযরত মওলানা বিলায়েত আলী (রহঃ) ও তদীয় অনুজ হযরত গাযী ইনায়েতআলী (রহঃ) দিনাজপুর যিলার পূর্বসীমান্তে অবস্থিত খলীলপুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, পাটনা তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র ছিল মাত্র! তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, ঠিক যেমন আমি দিনাজপুর যিলার নুরুলহুদা নামক স্থানের অধিবাসী, যদিও বর্তমানে আমার কর্মক্ষেত্র ঢাকা।

খলীলপুর আমার জন্মস্থানের নিকটবর্তী, অথচ এই মেরুআবিষ্কার আমার ভাগ্যে ঘটেনাই, আমি "শুধু সুচতুর ইংরাজ লেখক স্যর উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার সাহেবের লিখিত 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান' নামক পুস্তকখানা পাঠ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছি আর তাঁহার গ্রন্থের অবিকল উল্লেখ করিয়া আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে আমার লিখিত "সৈয়েদ আবদুলহাদী (রহঃ)" শীর্ষক প্রবন্ধে পাটনা বিহারের খলীফা বলিতে চাহিয়াছি"—ইত্যাদি অপরাধের জন্য তৃপ্তি বাবু অনুযোগ করিয়াছেন এবং খলীলপুরে গিয়া তাঁর অপূর্ব আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত তৃপ্তিরায় চৌধুরী বোধহয় আমাদের অঞ্চলেরই একজন নবীন প্রত্নতাত্ত্বিক, সুতরাং আমার সম্পর্কে তাঁর অনুযোগগুলিকে প্রতিবেশী-প্রীতির প্রতিক্রিয়া বলিয়াই আমি ধরিয়া লইয়াছি আর সেসমস্তের জওয়াবও আলোচ্য বিষয়বস্তুর বহির্ভূত। আমি তাঁর গবেষণা-প্রণালী ও সিদ্ধান্তগুলি বক্ষ্যমান প্রবন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই।

আমার বিবেচনায় নিছক পরিচিন্তন পদ্ধতি (Speculation) ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে বিপজ্জনক। গোড়াতেই একটা ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া তাহার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমানের উপর অনুমান স্তূপীকৃত করিতে থাকিলে ইতিহাস রূপকথায় পরিণত হইতে বাধ্য। ঐতিহাসিক গবেষণায় উপপাদন ও অবরোহ প্রণালী ( Induction & Deduction ) কতকটা সহায়ক হয় বটে, কিন্তু তাহাও সকলক্ষেত্রে অভ্রান্ত হয়না। উপপাদন ও অবরোহের জন্য মযবুত বুনিয়াদ চাই। প্রাচ্যের ইতিহাস উদ্ধার করিতে গিয়া ওরিয়েণ্টালিস্টগণ তাঁহাদের গবেষণাপ্রণালীতে হামেশা এই ত্র্যহস্পর্শের সমাবেশ করিয়া থাকেন। শুধু ধারণাকে ভিত্তি করিয়া অনুমানের উপর অনুমান খাড়া করা আর ভিত্তিহীন অবরোহ ও উপপাদনের সাহায্যে ইতিহাস সংকলন করা তাঁহাদের গবেষণাপ্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তৃপ্তি বাবুও আলী-ভ্রাতৃদ্বয়কে খলীলপুরের লোক সাব্যস্ত করিতে চাহিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আগাগোড়া উল্লিখিত ভ্রমাত্মক রীতির অন্ধ-অনুকরণ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শত্রুপক্ষের সবকথাকে বিনা বিচারে প্রত্যাখ্যান করাও ঐতিহাসিক সততার অনুকূল নয়। স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের ব্যক্তিগত প্রতিপাদনগুলি তাঁর স্বাভাবিক ভেদবুদ্ধি ও মুস্‌লিম বিদ্বেষের পরিপ্রেক্ষিতে পরিত্যাজ্য

---

ড়িত হইল। প্রায় বিনা আয়াসে এই বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লব সঙ্ঘটিত হইল। কয়েকজন ভূতপূর্ব শাসনকর্তা আব্বাসিয়াদের অধীনে চাকরী করিতে সম্মত হইলেন। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোককে নজরবন্দী করিয়া রাখার জন্য বাগ্দাদে লইয়া গেলেন। দিমিশ্‌কের পরিবর্তে উহাই হইল এখন (৭৬২ খৃঃ) হইতে মুস্‌লিম প্রাচ্যের রাজধানী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হইতে পারে, কিন্তু যেসকল ঘটনার উল্লেখ (**Statement of fact**) তিনি তাঁর বৃহৎ **Statistical Account of Bengal, Our Indian Musalmans** এবং **Annals of Rural Bengal** প্রভৃতি গ্রন্থে করিয়াছেন, সমস্তই বিনাপ্রমাণে এক নিশ্বাসে অস্বীকার করা হান্টার অপেক্ষা অধিকতর সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষপরায়ণতার পরিচায়ক হইবেনা কি? তারপর এক হান্টারের "ইণ্ডিয়ান মুসলমান" ছাড়া ভূ-ভারতে তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলন সম্বন্ধে বই পুস্তক লিখিত হয়নাই, একথা তৃপ্তিবাবুকে বলিয়াছে কে? হযরত সৈয়েদ আহমদ ও তদীয় খলীফাদ্বয়ের জীবনী ও মতবাদ সম্বন্ধে যেসকল ফার্সী, উরদু ও ইংরাজী গ্রন্থ শুধু আমার নজরেই পড়িয়াছে, সেগুলির মধ্যে কতিপয় পুস্তকের নাম আমি নিম্নে উধৃত করিতেছি:

১। রাসায়েলে তিস্আ (নবপুস্তিকা) স্বয়ং মওলানা বিলায়েতআলী কৃত; ২। তয্কিরায় সাদিকা (সাদিকপুরীদের বিবরণী) মওলানা বিলায়েত আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা আবদুররহীম, আন্দামানের কয়েদী কৃত; আত্‌হাফুননুবালা, ইব্‌কাউল মিনান ও তরজুমানেওয়াহাবীয়া, তিনখানাই বিদ্রোহ অপরাধে সিংহাসনচ্যুত ভূপালের নওয়াব আল্লামা সৈয়েদ সিদ্দীক হাসান কৃত; তাওয়ারীখে আজীব ও কালাপাণি, বালাকোটের অন্যতম গাযী, মওলানা বিলায়েতআলীর সহকর্মী ও আন্দামানের কয়েদী মওলানা জা'ফর থানেশ্বরী কৃত; তারাজিমে উলামায়ে হাদীস, মওলানা আবুইয়াহ্‌য়া মুহাম্মদ ইমাম খান কৃত; সীরতে সৈয়েদ আহমদ শহীদ, মওলানা আবুলহাসান নদ্‌ভী কৃত; সৈয়েদ আহমদ শহীদ ও সরগোযাশ্‌তে মুজাহিদীন, মওলানা গোলামরসূল মিহ্‌র কৃত; হিন্দুস্তান কী পহলী ইসলামী তহ্‌রীক, মওলানা মসউদ আলম নদ্‌ভী, কৃত; *A History of the Sikhs By Cunninghum. The Wahabies in India, By james O'kinealy. History of the Punjab by Sayed Muhammad Latif. Shah Ismail Shaheed by Abdullah Butt. Encyclopaedia of Islam. Encyclopaedia Britannica.*

উল্লিখিত গ্রন্থ আর ইনসাইক্লোপেডিয়া দুখানায় সন্নিবিষ্ট আলোচ্য অংশগুলি আমি স্বয়ং পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছি আর যেসকল গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচরে পতিত হয়নাই, অথচ সেগুলিতে আলীভ্রাতৃদ্বয়ের আলোচনা ও জীবনীর অংশ রহিয়াছে আর যেগুলির নামও আমি অবগত আছি সেসকল পুস্তকের সংখ্যা আমার পঠিত গ্রন্থগুলির অন্ততঃ দ্বিগুণ হইবে।

তৃপ্তিবাবুর জানিয়া রাখা উচিত যে, আলীভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় ও জীবনী প্রত্নতত্ত্ব-সাপেক্ষ নয়, তাঁহাদের মত ভুবন বিখ্যাত বিদ্বান ও ইস্‌লামের যশস্বী সন্তানের সম্যকপরিচয় লাভ করার জন্য পরিচিন্তন, অনুমান ও কল্পনা বিলাসের প্রয়োজন নাই। আর হান্টারের ইণ্ডিয়ান মুসলমান সম্বন্ধেও তৃপ্তিবাবুর জানিয়া রাখা ভাল যে, উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত হান্টারের নিজস্ব অভিমত ও উপপাদনগুলি বাদ দিয়া ঘটনার বিবরণগুলি ঐতিহাসিক প্রণালীতে যাচাই করিয়া দেখিলে অধিকাংশই সঠিক প্রমাণিত হইবে।

শ্রীযুক্ত তৃপ্তিরায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর দাবীর পোষকতায় লিখিয়াছেন, "খলিলপুর গ্রামে একটি সমাধিসৌধ আছে। স্থানীয় সকলেই সমাধিটিকে ও ওর আশেপাশের স্থানগুলিকে রঙ্গপুর—দিনাজপুরের ভাষায় বলেন, 'খলফ্যার ড্যারা, ফকিরের ছাউনি', 'মওলানা এনায়েতআলী, ব্যালাতআলীর কব্বর'। উক্ত কব্বর দুটি সমাধিমন্দিরের ভিতরে অবস্থিত। তার বাইরের আর একটি কব্বর দেখাইয়া বলে, এটি হোল এনায়েতআলীর ব্যাটা ইয়াদআলীর কব্বর।......ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান কার্যালয় পাটনায় ছিল সত্য, কিন্তু মওলানা এনায়েতআলী বেলায়েতআলী সাহেবের বাড়ী পাটনায় ছিলনা।.... ইংরাজ ষ্টেটের উচ্চতম কর্মচারী হান্টার সাহেব খলিলপুরের উল্লেখ না কোরে কোরেছেন পাটনার বোলে খলিফা আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে"। হান্টার সাহেবের কূটকৌশল তৃপ্তি বাবুর কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে কারণ "খলিলপুর হোতে বার মাইল পূর্বদিকে নসিরুদ্দীনের বাড়ী নগরে—বর্তমানে ফুলচৌকি। এই নসিরুদ্দীনই হোল দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্ গ্রন্থের খলিফাদের নির্বাচিত জেনারেল নসিরউদ্দিন এবং এই নসিরউদ্দিন

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হোলেন ইতিহাসের বর্ণিত ইংরাজ রাজদ্রোহী নবাব নুরুদ্দিন বা নুরলুদ্দিনের পৌত্র। এঁকে ইংরাজরা মজনুশাহ বোলতেন। 'সন্নাসী অ্যাণ্ড ফকীর রেইর্ডাস ইন্ বেঙ্গল' পুস্তকে মজনুশাহকে ডাকাতের সর্দার ভবানী পাঠকের সহযোগী বলে উল্লেখ করা হয়েছে"।..... "ইনায়েত আলীর পুত্র ইয়াদ আলীর কোন ছেলেপুলে ছিলনা, তাঁর এক পোষ্যপুত্র ছিল। তাঁর নাম পিয়ারোতুল্লা ফকির। পিয়ারোতুল্লার দুই পুত্র বর্তমান জিয়ারোতুল্লা ফকির (৭৫) ও ইউসুফউল্লা ফকির (৫৫)"।

খলীলপুর গ্রামে ইনায়েতআলী ও বিলায়েতআলীর 'কব্বর' বিদ্যমান থাকা আর তাঁহাদের সমাধি ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান "খলীফার ডেরা" বা "ফকীরের ছাউনি" বলিয়া কথিত হওয়ার কথা অস্বীকার করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু এই টুকু স্বীকৃতি দ্বারা ইহা কেমন করিয়া প্রমাণিত হইবে যে, উক্ত "কব্বর" দু'টি যে ইনায়েতআলী ও বিলায়েতআলীর, তাঁহারাই ছিলেন হযরত সৈয়েদ আহমদের খলীফা আলী ভ্রাতৃদ্বয়? প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে তৃপ্তিবাবুর উচিত ছিল খলীলপুরের সমাধি যাহাদের, তাঁহাদের বংশ পরিচয়, জন্ম ও মৃত্যুর সন, তারীখ, তাঁহাদের কর্মজীবনের বিবরণ সংগ্রহ করা। যদি তিনি প্রমাণিত করিতে পারিতেন যে, তাঁহার কথিত ইনায়েতআলী ও বিলায়েতআলীই আমীর সৈয়েদ আহমদের খলীফা ছিলেন, তাঁহারাই আফগান যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনানীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন। খলীলপুরের সমাধি যে ইনায়েতআলী ও বেলায়েতআলীর, তাঁহাদের একজন অপরের অনুজ, তিনিই আল্লামা ও মুজাদ্দিদ শহীদের প্রিয়তম ছাত্র ও আরবের ইয়ামান প্রদেশের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ইমাম শওকানীর শাগেরদ। আর তাঁহারাই উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শিখ ও ইংরাজ বাহিনীর সহিত লড়িতে লড়িতে আকস্মিক ভাবে খলীলপুর গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তবেই তৃপ্তিবাবুর কথা বিবেচনা করিয়া দেখার যোগ্য বিবেচিত হইত। কিন্তু এসব বিষয়ের অনুসন্ধানের ধার দিয়াও না ঘেঁষিয়া তিনি দাবী করিয়া বসিয়াছেন যে, খলীপুরের "কব্বরে" শায়িত ইনায়েতআলী ও বিলায়েতআলীই আমীর সৈয়েদ আহমদ শহীদের ইতিহাসবিশ্রুত খলীফা! যেন পাক-ভারতের ইতিহাসে এই উপমহাদেশের খলীলপুর নামক গ্রাম ছাড়া অন্যকোন স্থানে ইনায়েতআলী ও বিলায়েতআলী বলিয়া কেহ কোনদিন জন্মগ্রহণ করেননাই, করিতে পারেননা! আর পাটনা সাদিকপুর মহল্লার যে মওলানা ইনায়েতআলী ও বিলায়েতআলী মওলানা ফতহআলীর ঔরসে আর বিহার প্রদেশের নাযিম মুঈনুলমুলক আমীনুদ্দওলা বাহাদুর নাসির জঙ্গ নওয়াব রুহুদ্দীন হুসায়েনের পৌত্রী যমীরননিছা বিবির গর্ভে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ বিলায়েতআলী ১৮৫২ সনে আর ইনায়েতআলী ১৮৫৮ সনে সীমান্ত প্রদেশের মুজাহিদীন ছাউনিতে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে যাহারা দিনাজপুর যিলার এক অখ্যাত খলীলপুর নামক গ্রামের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করিবেনা আর তাঁহারা উক্ত গ্রামেই মৃত্যুমুখে পতিত আর তথায় কবরস্থ হইয়াছিলেন—এ'কথা মানিবেনা, তাহারা সকলেই প্রতারিত ও ভাণ্টারের কুহক জালে পতিত হইয়াছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!

সৈয়েদ আহমদ ব্রেলভীর (রহঃ) আর একজন প্রসিদ্ধ খলীফা মওলানা সৈয়েদ নসীরুদ্দীন সম্বন্ধেও তৃপ্তিবাবু বিভ্রান্ত হইয়াছেন। নসীরুদ্দীন নামক কোন ব্যক্তির খলীলপুর হইতে পূর্বদিকে অবস্থিত ফুলচৌকী গ্রামের অধিবাসী হওয়া কিছুই বিচিত্র নয় আর তাঁহার পিতামহের নাম মজনুশাহ হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নাই যে, তিনি আমীর কৈয়েদ আহমদ ব্রেলভীর খলীফা ও মুজাহিদীন বাহিনীর দ্বিতীয় সেনাপতি মওলানা নসীরুদ্দীন নন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর (জন্ম ১১১৪, মৃত্যু ১১৭৬ হিঃ) পুত্র ছিলেন চারজন। শাহ আবদুলআযীয মুহাদ্দিস (১১৫৯—১২৩৯) শাহ রফীউদ্দীন (—১২৪৯) শাহ আবদুলকাদির (—১২৪২) ও শাহ আবদুলগণী (—১২২৭ হিঃ)। এই শাহ আবদুলগণীর (রহঃ) পুত্র হযরত আল্লামা ইস্মাঈল শহীদ (১১৯৩—১২৪৬) ছিলেন জিহাদী আন্দোলনের প্রাণ স্বরূপ এবং মুজাহিদ বাহিনীর প্রথম সেনাপতি। কুরআনপাকের শ্রেষ্ঠতম অনুবাদক হযরত মওলানা শাহ রফীউদ্দীনের পাঁচপুত্র আর এক কন্যা ছিলেন। কন্যার

www.ahlehadeethbd.org

Contents



নাম ছিল আমাতুল্লাহ। ইঁহার গর্ভে আর মওলানা সৈয়েদ নাসেরুদ্দীন পানীপথীর বংশে মওলানা নসীরুদ্দীনের জন্ম হইয়াছিল। তিনি হযরত শাহ আবদুল-আযীয মুহাদ্দিসের দৌহিত্র আল্লামা শাহ ইস্হাক দেহ-লভীর কন্যার পানিপীড়ণ করিয়াছিলেন। হযরত সৈয়েদ আহমদ ব্রেলভী যখন আল্লামা ও মুজাদ্দিদ শহীদ সমভি-ব্যাহারে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে (১২৩৭ হিঃ) কলিকাতায় পদার্পন করেন, তখন মওলানা নসীরুদ্দীন কলিকাতায় শিক্ষার্থী-রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। ১২৪০ হিজরীতে তাঁহাকে স্বীয় শ্বশুর মওলানা ইস্হাকের সহিত জিহাদের জন্য অর্থসংগ্রহে নিয়োজিত দেখা যায়। ১২৪৬ হিজরীতে আমীর সৈয়েদ আহমদের শাহাদতের সংবাদ অবগত হওয়ার পর হইতেই তিনি শ্বশুরের উৎসাহে ও সাহায্যে জিহাদের প্রস্তুতি করিতে থাকেন এবং ১২৫০ হিজ-রীর ৩রা যুলহিজ্জায় (২রা এপ্রিল ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) জন্মভূমি ও আত্মীয়স্বজন চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করেন। টোঁক ও যোধপুর হইয়া সিন্ধুর পীরকোট নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই পীরকোটেই তখন আমীর সৈয়েদ আহমদ ব্রেলভী শহীদের পরিবারবর্গ অবস্থান করিতেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি জর্ণল ১৪শ খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বর্ণনাসূত্রে মওলানা নসীরুদ্দীনের বাহিনীতে বাঙ্লা ও বিহারের মুজাহিদগণের সংখ্যাই ছিল সর্বা-পেক্ষা অধিক। ১২৫৩ হিজরীর ২৫শে শাবানে (নভেম্বর ১৮৩৭) মওলানা সৈয়েদ নসীরুদ্দীন সর্বপ্রথম তাঁহার বাহিনী সহ রুঝান দুর্গ আক্রমণ করেন কিন্তু স্থানীয় মাজারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁহাকে রুঝান দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া কাশমুরে চলিয়াযাইতে হয়। ইহার নিকটবর্তী এক স্থানে তাঁহার বাহিনী সাওন মল নামক শিখ সর্দার কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যদলকে পরাভূত করিয়াছিল।

অতঃপর মওলানা নসীরুদ্দীন বেলুচীস্তানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। কারণ সিন্ধু ও বাহাওয়ালপুরের সর্দাররা ইংরাজদের মিত্র ছিল, মজারীরা শিখদের সহিত সন্ধি করিয়াছিল। ফলকথা, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মওলনা সাহেব ইংরাজদের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কাবুল যুদ্ধে তিন শত আর অপরাপর স্থানে এক হাজার মুজাহিদের শাহাদতের যে সংবাদ হাণ্টার সাহেব আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁর "ইণ্ডিয়ান মুসলমান" গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ) উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মওলানা নসীরুদ্দীনের বাহিনীর লোক ছিলেন। ইঁহারই সঙ্গে কয়েক বৎসর যাবৎ সিন্ধু, রুঝান ও বেলুচিস্তানে তাঁহারা পথে পথে অতি-বাহিত করিয়াছিলেন। গযনীর যুদ্ধে (২১শে জুলাই ১৮৩৯) মওলানা সাহেবের অধিকাংশ সৈন্য হাতাহাতি সংগ্রামে শাহাদত লাভ করিয়াছিলেন। কাবুল যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলেই লর্ড অকল্যাণ্ডের মনোনীত শাহ শুজার পরিবর্তে আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খান আফগানিস্তানের সিংহাসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত উহা ব্রিটিশ আওতার বাহিরে স্বাধীন রাজারূপে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। মওলানা পীড়িত অবস্থায় অম্ব হইতে আনুমানিক ১৮৪০ সনে স্থানার পুরাতন ক্যাম্পে পদার্পণ করেন এবং ইহার সামান্য কয়েক দিন পরেই তাঁহার অমর আত্মা অনন্তের যাত্রী হয়। আমীর সৈয়েদ আহমদের পর মুজাহিদ বাহিনীর তিনিই সর্বপ্রথম নেতা নির্বাচিত হইয়াছিলন।

আলীভ্রাতৃদ্বয়ের মত সৈয়েদ নসীরুদ্দীনের নাম পাক-ভারতের অধিবাসীদের কাছে সুপরিচিত নয়, আর হাণ্টার ও বেভেনশা ইত্যাদির ইংরাজী এবং অন্য উরদু, ফার্সী বই পুস্তকে তাঁহার সবিশেষ উল্লেখও দেখা যায়-না। তাই কলিকাতা রিভিউ ও এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণল আর দু'এক খানা পুস্তক হইতে আমি আমার স্মারক পত্রে যাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, তাহারই কিয়দংশ সংকলিত করিয়া দিলাম।

## আলীভ্রাতৃদ্বয়

### জীবনকথা

**বংশপরিচিতি** রসূলুল্লাহর (দঃ) পিতামহ আবদুলমুত্তালিবের তের পুত্রের মধ্যে হযরতের (দঃ) জনক আবদুল্লাহর দুই সহোদরের নাম ছিল আবুতা-লিব ও যুবায়র। যুবায়রের পুত্র আবদুল্লাহ আবুযর রসূলুল্লাহর (দঃ) সহচর বা সাহাবী ছিলেন। মক্কাজয়ের দিনে ইস্লাম গ্রহণ করেন আর হযরত আবুবক্র

www.ahlehadeethbd.org

সিদ্দীকের খিলাফতে আজনাদিনের যুদ্ধে ১৩ হিজরীতে শাহাদত প্রাপ্ত হন। ইঁহার অন্যতম পুত্র আবুসঈদ তাবেয়ীর বংশে ইমাম আবুবকর ইবনে মুহাম্মদের ঔরসে ইমাম মুহাম্মদ তাজুদ্দীন আলফকীহ নামক জনৈক বিদ্বান সাধকের জন্মহয়। ইনি প্রথিতযশা ইমাম গযালীর (১০৫৮—১১১১ খৃঃ) সতীর্থ ছিলেন। কথিত হয় যে, তিনি স্বীয় পীর শিহাবুদ্দীন সহরাওয়ার্দীর আদেশক্রমে মদীনা হইতে প্রথমে শামে তৎপর বিহার প্রদেশের মুনায়র নামক স্থানে আগমন করেন এবং এই স্থানের অধিবাসী হইয়া যান। ইঁহার তিন পুত্র শায়খ ইস্‌রাঈল, শায়খ আযীযুদ্দীন ও শায়খ ইস্‌মাঈলের কবর মুনায়রে বিদ্যমান আছে। জ্যেষ্ঠ শায়খ ইস্‌রাঈলের ঔরসে পাক ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তাপস হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহ্‌য়া মুনায়রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াহ্‌য়া মুনায়রীর বংশের পঞ্চম পিঁড়িতে মখদুম হাজী শায়খ আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার দুই পুত্র শাহ আবুলহাসান ও শাহ মুজীবুদ্দীনের বংশধরগণ বিহার প্রদেশে সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। হযরত মওলানা বিলাতেরআলী, মওলানা ইনায়েতআলী, মওলানা ফরহতহুসায়ন প্রভৃতির পূর্বপুরুষ ছিলেন এই শাহ আবুলহাসান। ইঁহাদের কুষ্ঠি নিম্নরূপ :

মওলানা বিলায়েতআলী বিন মওলানা ফতহআলী বিন্ মওলানা ওয়ারিসআলী বিন মুল্লা মুহাম্মদ সঈদ উর্‌ফে মুল্লা বখ্‌শু বিন কাযী আহমদুল্লাহ বিন মুল্লা হাফীযুল্লাহ বিন মওলানা আবুলফতহ মওলানা আরিফ বিন মুল্লা শায়খ ইবরাহীম বিন মুল্লা শায়খ মনসুর বিন শায়খ আবুল হাসান। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতামহ মওলানা ওয়ারিসআলীর অন্যতম ভ্রাতা মওলানা দিলাওয়ার আলী এক জন কবি ছিলেন এবং "চাহারদরবেশ" নামক গল্প পুস্তকের ফার্সীতে তিনি অনুবাদও করিয়াছিলেন, এই অনুবাদের নাম ছিল "নিগারিস্তানে চীন"। এই পুস্তকে কবি সংক্ষিপ্তভাবে স্বীয় বংশের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন,

بهندستان یکے صوبه بهارا ست
دران یک شهر پٹنه نامدار است
عظیم آباد گویندش درایں دهر
بدانی مولدم بیشک همان شهر
دلاور نام ایں مغموم باشد
علی بهریمن مضموم باشد
که مولانا سعید آن قبله گهم
پدر بوداست مارا هم پناهم
زنسل حضرت یحیی منیری
یکے آن بود باوجود دلیری !

"হিন্দস্তানের একটি সুবা বিহার, এই সুবায় পাটনা একটি বিখ্যাত সহর। এই যুগে ইহাকে আযীমাবাদ বলা হয়, তুমি শ্রবণ কর, আমি এই সহরে জন্মিয়াছি। এই দুঃখীর নাম দিলাওয়ার, বরকতের আশায় দিলাওয়ারের সঙ্গে আলী যুক্ত হইয়াছে। আমার কিবলাগাহ মওলানা সঈদ আমার পিতা ও আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি হযরত ইয়াহ্‌য়া মুনায়রীর বংশোদ্ভূত ছিলেন।" *

মওলানা সঈদের প্রপিতামহ কাযী আহমদুল্লাহ গয়া জিলার আরওয়াল পরগণার শাসনকর্তা ছিলেন।

আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী যমীরণ বিবির পিতার নাম ছিল রফীউদ্দীন হুসায়ন খান। তদীয় পিতা নওয়াব মুঈনুলমুলক আমীনুদ্দৌলা রুহুদ্দীন হুসায়েন খান নাসেরজঙ্গ বাহাদুর ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক বিহার প্রদেশের নায়েবে নাযিম ও ১৭৬৮ খৃস্টাব্দে নাযিম নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি বিহারের শেষ নাযিম ছিলেন কারণ পরবর্তী ব্রিটিশ আমলদারীতে এই পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

**জন্ম ও শৈশব**, মওলভী ফতহআলীর ঔরসে ও যমীরন বিবির গর্ভে ছয় ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন : মওলানা বিলায়েতআলী, মওলানা ইনায়েতআলী, মওলবী তালিবআলী, মহদীহুসায়ন, ইবরাহীম হুসায়ন ও মওলানা ফরহতহুসায়ন। মওলানা বিলায়েতআলী ছিলেন জ্যেষ্ঠ আর সকলের কনিষ্ঠ ছিলেন মওলানা ফরহত হুসায়ন। মওলবী তালিবআলীকে আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা হযরত আমীর সৈয়েদ আহমদ ব্রেলভীর সাহচর্যে জিহাদের ময়দানে প্রেরণ করেন। সীমান্তে তিন বৎসর অবস্থান করার পর অবিবাহিত অবস্থায় প্লীহা ও যকৃত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে

* তযকিরায় সাদিকা ৬পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



পতিত হন। মহ্‌দী ও ইব্‌রাহীম শৈশবেই মারা যান।

মওলানা বিলায়েতআলী ১২০৫ হিজরীতে (১৭৯০—৯১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। চার বৎসর বয়স হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত মক্তবে পড়িতে থাকেন। অতঃপর মওলানা ফত্‌হআলী স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য তাঁকে জনৈক শিয়া মুজতাহিদ মওলানা রমযানআলীর হস্তে সমর্পণ করা হয় এবং তথাহইতে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া বিখ্যাত বিদ্বান মওলানা মুহাম্মদ আশরফের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। এই সময়ে হযরত সৈয়েদ আহমদ তাঁহার সংস্কার ও জিহাদী আন্দোলনের প্রচার-কল্পে বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে লক্ষ্ণৌ সহরে উপস্থিত হন। সৈয়েদ সাহেবের খ্যাতি প্রত্যেক গৃহে বিস্তারিত হওয়ায় মওলানা মুহাম্মদ আশরফ স্বীয় প্রিয় ছাত্র মওলানা বিলায়েত-আলীকে প্রকৃতঅবস্থা অবগত হইবার জন্য সৈয়েদ সাহেবের সভায় যোগদান করিতে আদেশ দেন এবং শেষপর্যন্ত উস্‌তায ও শাগের্দ উভয়েই সৈয়েদ সাহেবের হস্তে দীক্ষাগ্রহণ করেন। মওলানা বিলায়েতআলী লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া সৈয়েদ সাহেবের সাহচর্য বরণ করিয়া লন এবং তাঁহার সঙ্গে রায়ব্রেলী (হযরত সৈয়েদের জন্মভূমি) চলিয়া যান। সৈয়েদ সাহেব মওলানা বিলায়েতআলীকে হযরত আল্লামা শহীদের দলে ভর্তি করিয়া দেন এবং আল্লামা শহীদের নিকটেই তাঁহার হাদীসশিক্ষা সমাপ্ত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মওলানা বিলায়েতআলী বিহার প্রদেশের শেষ নাযিমের দৌহিত্র ছিলেন। নানার বিশেষ আদরের সন্তান বলিয়া তাঁহার শৈশব ও কৈশোর বিলাসপরায়ণতার মধ্যদিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি পোষাক পরিচ্ছদ লক্ষ্ণৌর বাঁকা নবযুবকদের মত ব্যবহার করিতেন। পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘ কেশদাম বিলম্বিত থাকিত, সুবর্ণখচিত খাটো চোস্ত আঙ্গার্খা, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত জরির চুড়িদার পাজামা আর হাতে বহুমূল্য সোনার আংটি তাঁহার সুপুষ্ট সুঠাম দেহের শোভা বর্ধণ করিত, সকল সময়ে শরীর আতর ও নানা-বিধ সুগন্ধিতে সিক্ত থাকিত। কিন্তু সৈয়েদ সাহেবের পবিত্র সংস্পর্শলাভ করার পরমুহূর্ত হইতে তাঁহার যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আল্লামা শহীদের দলে থাকিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য ও পড়া শুনা করার পর যখনই অবসর পাইতেন, মওলানা বিলায়েত আলী সৈয়েদ সাহেবের নিকটে গিয়া বসিতেন অথবা একক ভাবে দোআ ও নমাযে মশগুল হইতেন। আল্লামা শহীদের দলে তাঁহার প্রতিনিধির স্থান লাভ করা সত্ত্বেও দলের অন্যান্য সকলের তিনি সেবা করিতেন, জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাঠ কাটিয়া নিজের মাথায় বহন করিয়া আনিতেন আর স্বহস্তে পাক করিতেন। কাফিলার গৃহ-নির্মাণের জন্য গারামাটির কাজও তিনি করিতেন। রায়-ব্রেলী গমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা মওলানা ফতহআলী একবার তাঁহার জনৈক ভৃত্যের হস্তে চারিশত মুদ্রা নগদ ও বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদ পুত্রের নিকট প্রেরণ করেন। এই লোকটি মওলানা বিলায়েতআলীর শৈশব কাল হইতে সেবা শুশ্রূষা করিত। ব্রেলী পৌঁছিয়া সে কাফেলায় মওলানা বিলায়েতআলীর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, তিনি নদীতীরে মাটির কাজ করিতেছেন। নদীর উপকূলে অনেকগুলি লোক কাফিলার জন্য মস্‌জিদ ও গৃহ নির্মাণ করিতেছিলেন, মওলানাও একখানা কৃষ্ণবর্ণের মোটা তহবন্দ পরিধান করিয়া সমস্ত দেহে গারা মাখিয়া কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার সুন্দর দেহ এরূপ বিকৃত হইয়াগিয়াছিল যে, এতদিনের পুরাতন ভৃত্যও তাঁহাকে চিনিতে পারিলনা, সে তাঁহাকেই জিজ্ঞেসা করিয়া বসিল, মওলানা বিলায়েত-আলী কোথায়? মওলানাসাহেব নিজের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও সে বিশ্বাস করিতে পারিলনা। অবশেষে যখন সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল তখন মওলানা সাহেবের এই বৃদ্ধ পুরাতন খাদেম তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মওলানা ফতহআলী সাহেব পুত্রের জন্য যে অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইলে তিনি বাণ্ডিলগুলি না খুলিয়া সমস্তই হযরত সৈয়েদ আহমদের খিদমতে পেশ করিয়া দিলেন।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের মুখে যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মওলানা ফতহআলী স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র মওলানা ফরহত-

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হুসায়ন সহ রায়ব্রেলীতে আগমন করেন এবং সৈয়েদ আহ্‌মদ সাহেবের সান্নিধ্যলাভ করিয়া গৌরবান্বিত হন। সৈয়েদ সাহেব ১২৩৮ হিজরীতে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর মওলানা বিলায়েতআলী পাটনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে তওহীদ ও সুন্নতের অনুসরণ আর শির্ক ও বিদ্‌আতের পরিহার কল্পে যোরেশোরে প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলের মনে সৈয়েদ আহ্‌মদ শহীদের ইমামত ও জিহাদের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগ্রত করিতেও ব্রতী হন। ১২৩৯ হিজরীতে যখন সৈয়েদ সাহেব মক্কা মদীনার যিয়ারত শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে পাটনায় আগমন করেন, তখন মওলানা বিলায়েতআলী আর শাহ মুহাম্মদ হুসায়ন মুঙ্গের হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। সৈয়েদ সাহেব মওলানা বিলায়েতআলীর গৃহেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় তদীয় পিতা মওলানা ফতহআলী, তাঁহার ভ্রাতাগণ যথা, মওলানা ইনায়েতআলী, মওঃ তালিবআলী, মওঃ করহত হুসায়ন, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে মওঃ শাহ মুহাম্মদ হুসায়ন, মওলানা ইলাহীবখ্‌শ, মওলানা আহমাদুল্লাহ, মওলানা ইয়াহয়া আলী, মওলানা ফৈয়াযআলী, মওঃ কমরুদ্দীন মোটের উপর তাঁহার পরিবারের সহিত সম্পর্কিত ছোটবড় সমুদয় নরনারী সৈয়েদ আহ্‌মদ শহীদের হস্তে ইমামত ও জিহাদের বয়আত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কাহিনী উনবিংশ শতকের পাক-ভারতে ইস্‌লামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্দোলনে এক একটি উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছিল।

১২৪১ হিজরীতে যখন সৈয়েদ সাহেব জিহাদের উদ্দেশ্যে চিরতরে ভারতভূমি হইতে হিজরত করেন, তখন মওলানা বিলায়েতআলী, মওঃ ইনায়েতআলী, মওঃ তালেবআলী আর তাঁহাদের চাচাতভাই মওঃ বাকিরআলী তাঁহার সাহচর্য বরণ করিয়াছিলেন। ১২৪২ হিজরীর ২০শে জমাদিসউলায় সৈয়েদসাহেব শিখদের বিরুদ্ধে নওশহরায় যে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল শিখদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম। এই যুদ্ধে যাঁহারা শাহাদতের গৌরবলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকার পুরোভাগে উল্লিখিত মওলানা বাকির আলী আর বাঙ্‌লার অমর সন্তান হযরত বরকতুল্লাহ বাঙ্গালীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়[২]।

নওশহরা, চঙ্গলাই, হিণ্ড ও শিন্দু প্রভৃতি যুদ্ধে মওলানা বিলায়েতআলী শরীক ছিলেন। চঙ্গলাইতে তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা মওলানা তালিবআলী আল্লাহর আহ্বানে অনন্তের যাত্রী হন।—এইসনেই আনুমানিক এপ্রিল বা মে মাসে সোয়াত বুনায়র হইতে সৈয়েদ সাহেব মওলানা বিলায়েতআলীকে পাক-ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দেন। জিহাদের প্রচার ও সমাজসংস্কারই ছিল তাঁহাকে ও মওলানা সৈয়েদ মুহাম্মদআলী রামপুরীকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে ফেরত পাঠাইবার প্রধান উদ্দেশ্য।

আমীর সৈয়েদ আহ্‌মদ শহীদের আদেশক্রমে মওলানা বিলায়েতআলী জিহাদের ময়দান হইতে বিদায় হইয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন এবং প্রায় ৪ বৎসরকাল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। তাঁহার প্রচারের ফলে এই রাজ্যের লক্ষলক্ষ অধিবাসী তওবা করিয়া তওহীদ ও সুন্নতের অনুসারী হইয়া পড়ে। হায়দ্রাবাদের অধিপতি নওয়াব নাসেরুদ্দওলার ভ্রাতা নওয়াব মুবারিযুদ্দওলাও মওলানা সাহেবের হস্তে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং এইস্থান হইতেই মওলানা সাহেব তাঁহার ভাবী জীবনের কতিপয় বিশিষ্ট সহচর মওলানা যয়েনুলআবেদীন ও মওলানা আব্বাস প্রভৃতিকে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যুকা'দায় বালাকোটের কারবালায় হযরত সৈয়েদ আহমদ ও আল্লামা শাহ ইস্‌মাঈল এবং তাঁহার সহচর মুজাহিদগণ শাহাদত প্রাপ্ত হইলে মওলানা বিলায়েতআলী এই হৃদয়বিদারক সংবাদ হায়দ্রাবাদেই অবগত হইয়াছিলেন এবং অতঃপর তাঁহার অবশিষ্ট জীবন যেপথে নিঃশোষিত হইয়াছিল, তাহাই হইতেছে তাঁহার জীবনালেখ্যের মহত্তম চিত্র। (ক্রমশঃ)

২) সীরতে সৈয়েদ আহমদ শহীদ ১৪৮—১৪৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

# ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

## প্রতিপক্ষের যবানী

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

## (১৪)

মূল—স্যার-উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

মেছাঘোনা, খুলনা

সমুদয় ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিলে যেরূপ মনেহয় তাহাতে মক্কাধামে গমনের পূর্বে সৈয়দ আহমদ স্বীয় কর্মপ্রণালী-কে রূপ দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়না। ( স্যার হাণ্টারের এই উক্তি ঠিক নহে। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ স্বীয় কর্মপ্রণালী স্থির করিয়া জেহাদ আরম্ভের পূর্বে হজ্জ পালনের জন্য মক্কাধামে গমন করিয়াছিলেন। অনুবাদক ) তাঁহার ধারণা মত ধর্ম ও সমাজসংস্কার মাত্র খেয়ালি বস্তু নহে, বরং আদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া আচার আচরণের দ্বারা আদর্শস্থানীয় হইতে পারিলেই উহা সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য ওয়াজ নছিহতের সময় প্রায় ক্ষেত্রে তিনি বলিতেন যে, "মানুষের পক্ষে আল্লাহর আক্রোশ হইতে আত্মরক্ষার মাত্র একটি উপায় রহিয়াছে এবং তাহা হইতেছে জীবনকে সর্বপ্রকার কলুষ ও দুর্নীতিমুক্ত করিয়া চরিত্রে ও কর্মে বিশুদ্ধ জীবনযাপন প্রণালী অবলম্বন। নিষ্কাম সাত্ত্বিক সাধনা ব্যতীত কল্যাণকর ফলের আশা করা তাঁহার মতে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নহে। সেবা, ত্যাগ এবং আড়ম্বরশূন্য সরল জীবনযাপনই তাঁহার মতে কর্মসাফল্যের মূল ভিত্তি। তাঁহার জনৈক ভক্ত সেই সকল উক্তি ও বিধি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ( মওলানা ইসমাঈল শহীদ প্রণীত—"সিরাতুল মুস্তাকিম" )। তাঁহার অনুগামীদের জন্য উহা বিধানাবলীর ন্যায় অবশ্যপালনীয় হইয়া রহিয়াছে। যদিও সৈয়দ আহমদের ভক্ত কর্তৃক তাঁহার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানে অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা, তবুও তাঁহার শিক্ষানীতি মানুষের চরিত্র-গঠনের পক্ষে যে একান্তভাবেই কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তৎকর্তৃক নিযুক্ত পাটনার খলিফাবৃন্দ এবং তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণও এরূপ কঠোর সাধনা দ্বারা সেই শিক্ষাকে আপনাপন জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সকলের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। অপীচ সৈয়দ আহমদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক তাঁহারা সেই আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য কঠোর সাধনায় রত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই আদর্শ ও নীতির মূল কথা হইতেছে এই যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত মানুষের অপর কোন উপাস্য নাই এবং তাঁহার এবাদত বন্দেগীর জন্য অথবা তাঁহার নিকট আবেদন নিবেদন জ্ঞাপনার্থ কোন প্রকার ওছিলা বা মাধ্যমের প্রয়োজন করেনা। কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান এবং একান্ত দয়ালু ও অনুগ্রহপরায়ণ। নমুনা স্বরূপ এস্থলে তাঁহার দুই চারিটি উক্তি উল্লিখিত হইতেছে :

"বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম—

সাধারণতঃ যাঁহারা সত্য ও সরল পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া যাঁহারা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে পথপ্রদর্শক স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলেরই জানা আবশ্যক যে, কোন লোকের পক্ষে কোন পীরের নিকট বাইয়াৎ করিয়া ( আনুগত্য জানাইয়া ) মুরিদ হওয়ার মানে খোদা প্রাপ্তির একটি উপায় মাত্র। বলাবাহুল্য আল্লাহ ও রসূলের বিধিবিধান সমূহের পূর্ণরূপে অনুসরণের দ্বারাই কেবল উহা সম্ভবপর হইতে পারে।

আল্লাহ ও রসূলের বিধিবিধানসমূহ দুইটি নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হইতেছে এই যে, খোদার সহিত অন্য কাহাকেও অংশীদার নির্দ্দিষ্ট (শেরেক) না করা। দ্বিতীয় রসুলুল্লাহ এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারী খোলাফায়ে রাশেদীনের কালে যেসমস্ত বিধিবিধান এবং ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার আচরণের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলনা, এমন কোন নূতন (বেদআত) বস্তুর প্রবর্ত্তন বা অনুসরণ ও অনুকরণ না করা। প্রথমোক্ত নীতির পরিষ্কার মানে হইতেছে এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ফেরেশ্‌তা, পবিত্রাত্মা, পীর, ওলিআল্লাহ বা অধ্যাত্মপীর এবং মুরিদ, ওস্তাদ অথবা তালেবেএলম কেহই যে মানুষের দুঃখ কষ্ট নির্ধারণ অথবা সুখশান্তি দানের অধিকারী নহেন ইহার প্রতি দৃঢ় আস্থাস্থাপন। পক্ষান্তরে অতীত জীবনে কেহ সেরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকিলে তাহার পক্ষে সেজন্য সরল ও বিশুদ্ধ মনে তওবা (অনুতাপ) করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত (খোদা ছাড়া অন্য) কাহাকেও আকাঙ্খা বা মনোবাঞ্ছা পুরণে সমর্থ বলিয়া আস্থাস্থাপন অথবা প্রার্থনায় কাহাকেও যে ওছিলা বা মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারেনা সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপ্রস্তাবে পীর ও ওলিগণ যেমন লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ নহেন, তেমনি কাহারো অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। এই সমস্ত কারণে কিপমুক্তির জন্যই হউক অথবা আর্থিক সুখসমৃদ্ধি লাভের জন্যই হউক কোন পীর ওলীর নিকট প্রার্থনা জানানো কিম্বা সেজন্য কোন মৃত পীর ওলীকে ওছিলা স্বরূপ গ্রহণ করা অথবা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নজর-নেয়াজ মানত করা নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পীর ও ওলীবৃন্দ যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহারা মাত্র আমাদের সত্য পথ প্রদর্শনের এবং অধ্যাত্ম মার্গে উন্নতি করার জন্য সহায়ক বন্ধু বলিয়া তাঁহারা আমাদের নিকট অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের জীবনের ঘটনাবলী লইয়া যদৃচ্ছ আচরণ করিবার অধিকারী বলিয়া ধারণা করা কিম্বা তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ নিগ্রহ ইত্যাদি খোদার গুণাবলীর কোন একটির অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করার মানে হইতেছে শেরেক বা খোদাদ্রোহীতা।"

দ্বিতীয় নীতিটির অর্থ হইতেছে এবাদাত বন্দেগীর জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) যেসমস্ত নিয়ম পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়া স্বয়ং তিনি এবং তাঁহার ছাহাবাবৃন্দ যে নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী এবাদাত বন্দেগী নিষ্পন্ন করিয়াছেন পরিপূর্ণ নিয়ম শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার সহিত একান্ত দৃঢ়তা সহকারে সেই সমস্ত নীতি ও নিয়মের অনুসরণ করার দ্বারাই মাত্র প্রকৃত মুসলীন আখ্যায় আখ্যাত হওয়া যাইতে পারে। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক বিধি-ব্যবস্থাসমূহ সম্বন্ধেও ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব-প্রকার আর্থিক ব্যাপার এবং বিবাহ শাদী ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডে যেসমস্ত বেদআত (অনৈসলামিক প্রথা) প্রবেশ করিয়াছে এবং পীর ও ও পীরের কবর ও খানকাহ পূজা, মৃত ব্যক্তির কবরের উপর কোব্বা বা গুম্বজ ইত্যাদি প্রস্তুত এবং পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের নামে প্রচুর অর্থের ব্যয় এ সমস্তই অপব্যয় এবং বেদআত। সুতরাং ঐসমস্ত নিন্দনীয় কার্য্য অবশ্য বর্জ্জনীয়। (১৮৭০ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত সি'সংখ্যক কলিকাতা রিভিউয়ের ৯৮ পৃঃ)।

এমাম সাহেব ১৮১২—২৩ সালে মক্কাধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর সংস্কারের পক্ষে এই প্রকার সরলবোধ্য নিয়ম প্রণালী প্রস্তুত ও প্রচারিত হয়। পবিত্রধাম মক্কা নগরীতেও তিনি অনুরূপ একটি সংস্কারমূলক আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মরুভূমি নিবাসী জনৈক আরব সন্তান কর্ত্তৃক উহা উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি সেই আন্দোলনের দ্বারা পশ্চিম এশিয়ায় একটি ধর্ম্মভিত্তিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীও তাহাই চাহিয়াছিলেন। সুতরাং এই স্থানে সৈয়দ আহমদ সাহেবের ভবিষ্যত গতি পরিণতির প্রশ্ন কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আরবের ওহাবী আন্দোলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়া লইতেছি।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে নজদ দেশের জনৈক সাধারণ উপজাতীয় সর্দ্দারের আবদুল ওহাব নামক পুত্র যৌবনে হজ্জব্রত উদযাপনের সংকল্প করিয়া মক্কাধামে উপনীত হইলেন। (স্যর উইলিয়ম হাণ্টার এস্থলে মারাত্মক

www.ahlehadeethbd.org

Contents



ভুল করিয়াছেন। নজ্‌দ দেশীয় সংস্কারকের নাম মোহাম্মদ, পিতার নাম আবদুল ওহাব ও দাদার নাম সোলায়মান। সুতরাং মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওহাব বিন সোলায়মান এই ভাবে নামটি লিখিত হইবে। কিন্তু স্যর হাণ্টার আসল নামের স্থলে তাঁহার পিতার নাম চালাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমাকেও অনুবাদ করিতে গিয়া প্রত্যেক স্থানে মূল পুস্তকে লিখিত আবদুল ওহাব শব্দ ব্যবহার করিতে হইতেছে। (অনুবাদক) আবদুল ওহাব তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বীয় সহতীর্থযাত্রী হাজির অনেকেরই কুৎসিত চরিত্র এবং ভণ্ডামী দৃষ্টে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, যে-সমস্ত লোক পবিত্র হজ্জব্রত উদ্‌যাপনের নামে পবিত্রধামে উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের অনেকেই নিন্দনীয় কার্যাবলী ও ভণ্ডামীর দ্বারা পবিত্র ভূমিকে কলুষিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেনা। ধর্মের নামে এই প্রকার অধর্মাচরণ দেখিয়া তিনি এইরূপ মর্মাহত হইলেন যে, হজ্জব্রত উদ্‌যাপনান্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া তিনি দামস্ক নগরে গমন পূর্বক তথায় তিন বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া মুসলমানদের চরিত্রের অধঃপতন এবং ধর্মে বেদআত সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধানের জন্য গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। অতঃপর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু তুরস্ক সরকারের দামস্কস্থ প্রতিনিধি উহাকে সুনজরে দেখিতে পারিলেননা। ইহার নানাবিধ কারণ ছিল, তন্মধ্যে কতক রাজনৈতিক আবার কতক অন্ধবিশ্বাস মূলক ধর্মীয় কুসংস্কার। আবদুল ওহাব ধর্মীয় সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বাগ্রে তুর্কী উলামাদিগের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত পূর্বক বলিলেন যে, তাঁহাদের অধিকাংশই লোভী এবং চরিত্রহীন ভণ্ড এবং তাঁহাদের কার্যাবলীর ফলে ইস্‌লামের সৌন্দর্য মলিন এবং শিক্ষা সম্পূর্ণতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ায় উহার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার প্রচারের ফলে আবদুল-ওহাবের প্রতি প্রথমে দামস্ক হইতে বহিষ্কারের আদেশ প্রদত্ত হয় এবং পরে তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের যে স্থানেই গিয়া মাথা গুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেইস্থান হইতে তাঁহার প্রতি বহিষ্কারের আদেশ প্রযুক্ত হইয়াছে। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া রিয়াজের সরদার মোহাম্মদ ইবনে ছউদের নিকট গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি স্বীয় আশ্রয়দাতা সরদারের অনেক বিষয়ে চরিত্র দৌর্বল্য দেখিয়া মর্মাহত হইলেন এবং স্বীয় অন্তরের সত্যানুভূতির প্রেরণায় চালিত হইয়া সরদারকে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু সরদার ইবনে ছউদ তাহাতে রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া উপদেশ গ্রহণপূর্বক চরিত্র সংশোধনে প্রস্তুত হওয়ায় আবদুল-ওহাব তাঁহাকে ইস্‌লামের মূলনীতি শিক্ষাদিয়া অনেক বিষয়ে কৃতকার্য হইলেন। অতঃপর তিনি ইবনে ছউদের কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং ইহাতে আত্মীয়তা-সূত্রে ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তাঁহাকে লইয়া একটি "আরব লীগে"র ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এই সমিতির মারফত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তুরস্ক সোলতানের কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন। এই বিদ্রোহ ব্যাপারে তাঁহাকে সফলকাম হইতে দেখিয়া পয়গম্বর মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার ধর্মনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অনভিজ্ঞ যাযাবর শ্রেণীর আরবগণ দলে-দলে আসিয়া তাঁহার ধর্ম ও রাষ্ট্রসংস্কারমূলক পতাকা মূলে সমবেত হইল। অনতিবিলম্বে সমগ্র নজদ প্রদেশ তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারপূর্বক আনুগত্য জানাইল। ইবনে-ছউদ হইলেন এই নূতন রাজ্যের রাজনৈতিক অধিকর্তা, আর আবদুল ওহাব হইলেন উহার নীতি নিয়ামক ইমাম বা স্থানীয় ধর্মগুরু। অধিকৃত রাজ্যকে কয়েকটি সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সুবার জন্য এক এক জন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং একান্ত দৃঢ়তা সহকারে প্রজাদিগকে তাঁহার সংস্কার মূলক কর্ম প্রণালী গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইল। ছউদী কওমের যে কওমী জির্গা ছিল শান্তির সময়ে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিধিব্যবস্থাসমূহ নির্বাহের দায়িত্ব সেই জির্গার উপর ন্যস্ত করা হইল। কিন্তু যুদ্ধকালে উহা একটি সমর পরিচালক পরিষদের আকার প্রাপ্ত হইত।

অল্পদিনের মধ্যেই এই নবোত্থিত দল তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইল। তুরস্কের এক বিখ্যাত ভূতপূর্ব্ব উজিরে আযম বর্ত্তমান এরাকের

www.ahlehadeethbd.org

Contents



শাসনকর্তা স্বরূপ বাগদাদে অবস্থিতি পূর্ব্বক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এই আন্দোলন প্রতিরোধ করিতে না-পারিলে পূর্ব্বতন উপযুক্ত সোলতানগণের বর্তমান অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা সাম্রাজ্য হারা হইয়া অবশেষে সিংহাসন হারা হইতে পারে, তখন তিনি দৃঢ়হস্তে আবদুল ওহাবের আন্দোলন দমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সংস্কার পন্থী দলটি তরবারি হস্তে সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও রাজ্য শাসন ব্যাপারে তাহারা বিবেক সম্মত ব্যবহারের দ্বারা নিজদিগকে ভদ্র প্রমাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে সমস্ত গৃহশূন্য যাযাবর আরব, তাহাদের শক্তির উৎসমূল ছিল, সংস্কারের দ্বারাই তাহারা তাহাদের চরিত্রের রূঢ়তা ও মুর্খতা ঘুচাইয়া এবং তাহাদিগকে চিরদিনের অভাব মোচন করিয়া ভদ্র সমাজে রূপান্তরিত করিয়া এরূপ দৃঢ় একতার ভূমিতে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়া-ছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তেমনটি সংঘটিত হইতে দেখা যায় নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায় সভ্য ইসলামীয় উদার নীতির ভিত্তির উপর সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হইল। যুদ্ধের দ্বারা গণীমত স্বরূপে প্রাপ্ত ধন সম্পত্তির 'পাঁচভাগের চারিভাগ' সৈনিক-দিগের জন্য বরাদ্দ করিয়া অবশিষ্ট একভাগ বয়তুল-মালের (রাষ্ট্রীয় ধনাগার) জন্য প্রাপ্য হইল। কর-আদায় সম্বন্ধে ইসলামের নীতির উপর নির্ভর করিয়া যে সমস্ত কার্ষিত ভূমি সরকারী সেচ ব্যবস্থার দ্বারা চাষের উপযুক্ত করা হয় সেই সমস্ত ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ কর ধার্য্য হইল। পক্ষান্তরে যে-সমস্ত জমি বর্ষা, প্লাবন অথবা কৃষকের নিজ সেচ দ্বারা চাষ করা হয়, উহা হইতে উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের একভাগ করধার্য্য করা হইল। রাষ্ট্রদ্রোহী এবং বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এলাকা তাহাদের আয়ের একটি প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন পূর্ব্বক উহার এক পঞ্চমাংশ বয়তুল-মালের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইত। বিদ্রোহীদের নিকট হইতে অধিকৃত গ্রাম নগর ও জনপদের ধন সম্পত্তির উপর শাসক গোষ্ঠির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে এই নূতন সংস্কার পন্থী দলটি একটি অসীম সাহসী যোদ্ধৃ দলে পরিণত হয় এবং তাহারা তাহাদের সংস্কার মূলক পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবার জন্য কঠোর নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধই তাহাদের আয়ের একটি প্রধান অবলম্বন হওয়ায় তাহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে দুই তিনবার অভিযান চালাইতে অভ্যস্থ হইয়াছিল।

যে আদর্শের ভিত্তিতে এই দলটি গঠিত হইয়া-ছিল, ইসলামের সংস্কারের পরিকল্পনাটিকে তাহারা রক্তের দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, বরং তাহারা ইসলামের মূল নীতি এবং উহার ক্রিয়া-কাণ্ডসমূহ একান্তই নিষ্ঠার সহিত পালন পূর্ব্বক অন্যের আদর্শস্থানীয় হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল জীবন শুদ্ধি। তুর্কী জাতি তাহাদের পূর্ব্বতন গুণাবলী বর্জ্জিত হইয়া বিলাস ব্যসন এবং বেদআতের পঙ্কিলে হাবুডুবু খাইতে ছিল। এমনকি তাহাদের মধ্যে যাহারা পবিত্রভূমি মক্কা মদিনায় গমনাগমন করিত তাহাদেরও অনেকেই নিন্দনীয় আচরণের দ্বারা পবিত্র ভূমিকে কলুষিত করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের অনেকে চরিত্র-হীনা নারীদের সংস্পর্শে আনন্দিত হইত। এমনকি পবিত্র হজ্জব্রত পালনের কালেও তাহাদের অনেকে চরিত্রহীনা নারী ও মাদক দ্রব্য সঙ্গে রাখিত। তুর্কীগণের এই প্রকার ইসলাম বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিপরায়ণতার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ আবদুল ওহাব পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং পয়গম্বরের পূর্ব জীবন দর্শনের ভিত্তিতে মুসলমান সাধারণের ইমান ও চরিত্র শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি ও কর্ম্ম প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যে সমস্ত নিন্দনীয় কার্য্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য কোরআন দৃপ্তকণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছে মুসলমান সমাজের অধিকাংশ লোক সেই সমস্ত কঠোর বিধিনিষেধ লঙ্ঘন পূর্বক সেই সমস্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়ায় আবদুল ওহাব উহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে উহা কোরআন ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সুন্নাভিত্তিক একটি নব্যতম সম্প্রদায়ের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। যে সাতটি মূল নীতির উপর এই কোরআন ও সুন্নাভিত্তিক দলের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা এই:—

১ম, আল্লাহর একত্বে দৃঢ় আস্থা স্থাপন পূর্বক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে এবং সর্বপ্রকারে তাঁহার ইচ্ছাসাগরে বিলীন করা।

২য় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ অথবা তাঁহার অনুগ্রহ অর্জ্জন ও নিগ্রহ হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রার্থনায় কোন মানুষকে ওছিলা বা মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণ না করা—তা সেই মানুষ অলিআল্লাহই হউন অথবা পয়গম্বরই হউন না কেন! পয়গম্বর মাত্র জীবিতকাল পর্য্যন্ত মানুষের প্রার্থনায় ওছিলা বা মাধ্যম হইতে পারেন, কিন্তু মৃত্যুর পর আর তাঁহাকে প্রার্থনায় ওছিলা করা যাইতে পারেনা বলিয়াই রসুলের সাহাবাবৃন্দ তাহা কখনও করেন নাই। ওলিআল্লাহ সম্বন্ধেও ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য। ৩য়, শরিয়ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোরআন ও সুন্নাহ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের যে অধিকার দান করিয়াছে সেই অধিকারের সদ্ব্যবহারপূর্বক উলামায়ে "ছু" দের অপব্যাখ্যার হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হওয়া। ৪র্থ, রসুলুল্লাহ এবং তাঁহার সাহাবাবৃন্দের পরের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবত কাল পর্য্যন্ত মুসলমানগণ নিজ বুদ্ধি চালিত হইয়া যে সমস্ত নূতন নূতন রীতি নীতি ও ক্রিয়া কাণ্ড আবিষ্কার করতঃ শরিয়তের পবিত্র বক্ষকে কলঙ্কভারাক্রান্ত করিয়া ইসলামের সহজ সরল কর্ম্মপ্রণালী সমূহ দুষ্কর ও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে সেই সকল বর্জ্জন পূর্বক প্রকৃত ইসলামকে গ্রহণ করা। ৫ম, যে মহান এমাম আবির্ভূত হইয়া ইসলামের সংস্কার এবং মুসলমান জাতিকে জগতে সমুন্নত করিয়া তুলিবেন, সর্বক্ষণ তাঁহার আগমন অপেক্ষা করা এবং সেই অনুরূপ আপনাপন চরিত্র সংশোধন ও মনোবল গঠন করা। ৬ষ্ঠ, সর্ব্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং সেই জেহাদ দ্বিবিধ: ১ম জ্ঞানের প্রচার দ্বারা জগত হইতে অজ্ঞানমূলক আচরণ দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় রত থাকা। ২য় মিথ্যা, জুলুম ও অসাম্যের মূলোৎপাটনের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা। ৭ম, পয়গাম্বর এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারী ইমাম বা নেতার পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল হইয়া তাঁহার প্রতিটি আদেশ নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। ইহাই ওহাবী মতবাদের মূল কথা। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সুন্নত জামআতের সংস্কার পন্থী প্রগতিশীল লোকদের দ্বারা আন্দোলন প্রবর্তিত হইলেও যেহেতু উহার প্রবর্তকের নাম আবদুল ওহাব, সেই হেতু উহা ওহাবী মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই সুন্নত জামআত ভুক্ত। সুন্নিগণ মোটামুটি ভাবে চারিভাগে বিভক্ত যথা:— হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে হানাফীর সংখ্যাই অধিক। হানাফীগণ ইমাম আবুহানিফার অনুসরণকারী। ইমাম আবুহানিফা ৮০ হিজরী মোতাবেক ৬৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। হানাফীগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাবন্দ এবং নমাজে দণ্ডায়মান হইয়া নাভিস্থলে হস্তদ্বয় স্থাপন করেন। রুকু ও সেজদার সময়ে তাঁহারা হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননা এবং তাঁহারা ফাতেহা পাঠান্তে অস্পষ্ট স্বরে আমীন শব্দ উচ্চারণ করেন। ইমাম আবু আবদুল্লাহ শাফেয়ীর নামানুযায়ী শাফেয়ীগণ পরিচিত। তিনি ১৫০ হিজরি মোতাবেক ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৭ হিজরী মোতাবেক ৮১৯—২০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। শাফেয়ীগণও পাঁচ ওয়াক্ত নমাযে আস্থাবান এবং নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তদ্বয় বক্ষস্থলে স্থাপন করেন, রুকু সেজদায় হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং উচ্চস্বরে আমীন শব্দ উচ্চারণ করেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর হস্তে সংস্কারের দায়িত্ব ও নূতন রাজ্য ন্যস্ত করিয়া আবদুল ওহাব পরলোক গমন করেন। ১৯৯১ সালে ওহাবীগণ মক্কায় শরিফের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া সফলকাম হয়েন। ১৭৯৭ সালে তাহারা বাগদাদের পাশা উপাধিধারী শাসনকর্তার বিরুদ্ধে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



অবতীর্ণ হইয়া মধ্যএশিয়াস্থিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের উর্ব্বরা শক্তিসম্পন্ন বিস্তৃত এলাকা অধিকার করেন। ১৮০১ সালে তাহারা এক লক্ষ সৈনিক দ্বারা গঠিত এক বিপুল বাহিনী লইয়া মক্কাধামে অভিযান চালাইয়া জয়লাভ করে। ইহার পরের বৎসর তাহারা মদীনায় অভিযান চালাইয়া জয়লাভ করে। এই দুইটি পবিত্র নগরী অধিকার করার পর উহাদের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে যাহারা এই সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন তাহাদিগকে ওহাবীদের তরবারির আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল। পয়গম্বর মোহাম্মদ (দঃ) কবরের উপর পাকা দালান কোঠা অথবা গুম্বজাদি নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনগণ সেই নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মুসলমান বাদশাহ ও আমীর ওমারাহবৃন্দ সেই পবিত্র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্বক নিজেদের আপনজনদের এবং তাঁহাদের ভক্তিভাজন পীর ও ওলীবৃন্দের কবরের উপর জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ রচনা করিয়াছেন, এমন কি পবিত্রভূমি মদীনাতেও উহার ব্যতিক্রম হয়নাই। সুতরাং সংস্কারপন্থী ওহাবীগণ নগরীদ্বয় অধিকার করিয়া সেখানকার সমস্ত মাজার ও খানকাহসমূহের উপর নির্মিত কোব্বা অথবা গুম্বজ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। বলাবাহুল্য এক হাজার বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া দুনিয়ার নানা দেশের মুসলমান বাদশাহ ও আমীর ওমরাহবৃন্দ নজর স্বরূপে যে প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্য ওহীরা জওহারাদি ঐ সমস্ত মাজার, খানকাহ ও মসজিদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহা ঐ সমস্ত স্থানে সুরক্ষিত ছিল ওহাবীগণ সেই সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইল।

ব্রাবুরূন লুণ্ঠনকারিদল রোম নগর অধিকৃত এবং খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপের প্রাসাদ দখল করিয়া তাঁহাকে সেণ্টএঞ্জলসে বন্দী করিলে সেই সংবাদ শুনিয়া সমগ্র খৃষ্টান জগৎ যেরূপ গভীর শোকে মগ্ন হইয়াছিল, ওহাবীগণ কর্তৃক পবিত্র নগরীদ্বয় অধিকৃত ও অপবিত্রকৃত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া সারা মুসলিম দুনিয়ার লোকগণ ঠিক সেইভাবে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সুতরাং কনষ্টান্টিনোপলস্থিত আবাসুফিয়া মসজিদ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন দেশের ক্ষুদ্র মাটির মসজিদ পর্যন্ত মুসলমানগণ সমগ্র জগতের সমগ্র মসজিদে সমবেত হইয়া অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে মুসলমানদের প্রত্যেক স্থান হইতে ক্রন্দনধ্বনীর সহিত প্রতিধ্বনিত হইল যে, "হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কেয়ামতের পূর্বে যে দজ্জাল আবির্ভাবের ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন, সেই দজ্জাল আসিয়া গিয়াছে! সুতরাং কেয়ামতের আর বিলম্ব নাই। শিয়াগণ উহার উপর আরও একটু রং চড়াইয়া বলিল যে, "কেয়ামতের পূর্বে যে শেষ দ্বাদশ এমাম আবির্ভূত হওয়ার কথা আছে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

এই গোলযোগের দরুণ ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মক্কার পথে কোন হাজির কাফেলা দৃষ্টিগোচর হইলনা। ওহাবীগণ সিরিয়া অধিকারপূর্বক পারস্য উপসাগরে অভিযান চালাইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করায় তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের সম্মুখে বিপদ দেখা দিল। অবশেষে মিসরের খেদিব মোহাম্মদ আলী পাশা ওহাবীদিগের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। ১৮১২ সালে মোহাম্মদ আলী পাশা স্বীয় পুত্রের পরিচালনায় একটি শক্তিশালী বাহিনী মদীনা অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনীতে স্কটলাণ্ড নিবাসী টমাস কীট নামক জনৈক সমরনিপুণ সেনানী ছিলেন। মদীনা অধিকার করার পর তাহারা মক্কাধামে অভিযান চালাইয়া ১৮১৩ সালে সে স্থান হইতে ওহাবীদিগকে বিতাড়িত করিলেন। এইভাবে আলৌকিক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা যে নূতন ও বিরাট রাজ্য সৃষ্টি হইয়াছিল ১৮১৮ সালের মধ্যেই তাহা মরুভূমির বালুকাস্তূপের মত ঝঞ্ঝামুখে উড়িয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অতঃপর পরাজিত পর্যুদস্ত ওহাবীগণের সম্মুখে সমূহবিপদ উপস্থিত হইল। কিন্তু এই দারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তাহারা উদ্যমহারা হইলনা এবং আদর্শও ত্যাগ করিল না! তাহারা আল্লাহর নির্মল একত্বে বিশ্বাসী এবং সমস্ত এবাদত বন্দেগী ও আবে-

www.ahlehadeethbd.org

# ঐতিহাসিক তাবারী

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তফসির-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের তৃতীয়যুগ আরম্ভ হয় তাবে-তাবেয়ীগণের সময় থেকে। এ যুগের তফসীরগুলির বৈশিষ্ট্য হল সাহাবা ও তাবেয়ীগণের উক্তিগুলির সংকলন ও সংরক্ষণ। এ যুগের কোরানের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে সুফিয়ান বিন উয়ায়না (মৃঃ১৯৮), ওকী বিন জাররাহ (মৃঃ ১৯৬ হিঃ), ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ (মৃঃ ২৩৮ হিঃ), ইয়াযীদ বিন হারুন (মৃঃ ২০৬ হিঃ), আবদুররায্‌যাক বিন হুমাম (মৃঃ ২১১ হিঃ), আবুবকর বিন আবি শায়বা (মৃঃ ২৩৫ হিঃ), ইবনে জুরায়জ (মৃঃ ১৫০ হিঃ), মুকাতেল (মৃঃ ১৫০ হিঃ) ও ইবনে ওয়াহাব (মৃঃ ১৯৯ হিঃ) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে এ'যুগের আরও দু'খানা তফসিরের উল্লেখ আমরা অপরিহার্য বলে মনে করছি। এর প্রথম খানি হল সুফিয়ান সওরী কৃত আর দ্বিতীয় খানি হল ইমাম মালেক কৃত। প্রথমোক্ত তফসীরখানির একখানা পাণ্ডুলিপি (Manuscript) রামপুর লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। এ' তফসিরখানি ধারাবাহিকভাবে লিখিত হয়নি। কোরানের অপেক্ষাকৃত কঠিন আয়তগুলির ব্যাখ্যাই এতে স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে এবং কোন্ সাহাবী ও তাবেয়ী হতে সে ব্যাখ্যা গৃহীত হয়েছে সনদ সহকারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তফসীর হিসেবে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা' অতি সংক্ষিপ্ত আকারে। তফসির খানি আরম্ভ হয়েছে لا اكراه في الدين এর ব্যাখ্যা হতে আর শেষ হয়েছে والطور সুরতের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায়[১]। ইমাম মালেককৃত তফ্‌সিরখানির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এতে প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা মুসনদ হাদীসের সাহায্যে করা হয়েছে। হাফেজ সয়ূতী এ তফসির খানি স্বচক্ষে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ'তফসির খানি স্বয়ং ইমাম সাহেব লিখেছিলেন না তাঁর কোন শিষ্য লিখে তাঁর নামে চালিয়েছেন সে সম্বন্ধে কোন স্থির নিশ্চিত অভিমত দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না[২]।

তফসির সাহিত্যের এ তিন যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এ ক্ষেত্রে একজন অতি প্রতিভাবান লেখকের অভ্যুদয় হয়। ইনি হলেন আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের নায়ক আবুজাফর মুহম্মদ বিন জরীর তাবারী। এঁর লিখিত তফসিরখানিকে পূর্ববর্তী সমস্ত তফসিরের সমষ্টি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। আর পরবর্তী তফসিরকারদের জন্ত এখানা যে আলোকবর্তিকা স্বরূপ সে কথা না বললেও চলে। তাই বিভিন্ন যুগের আলেমগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তাবারীর লিখিত তফসির একখানি অদ্বীতিয় ও অনুপম গ্রন্থ। আমরা এ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করলামঃ—

(ক) আহমদ বিন আবুতাহের এস্‌ফিরাঈনি বলেন; তাবারীর তফ্‌সীরখানি পাঠ করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি

১) মাআরেফ ১৯৩৫।

২) হায়াত মালেক পৃঃ ৬৮।

---

দন নিবেদনকে তাহারা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া বিশ্বাস করে। আল্লাহর একত্বের সীমার মধ্যে রসুলকে প্রবেশ করানকেও তাহারা শেরেক বলিয়া মনে করে। রসুলগণ সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস হইতেছে তাঁহারা আল্লাহর সংবাদবাহক এবং মানবের পথপ্রদর্শক। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং সমস্ত মৃত ওলীআল্লাহদের কবরে নজর নিয়াজ উপস্থিত করা অথবা পরলোকগত নবী, রসুল ও ওলীদিগকে প্রর্থনায় ওছিলা বা মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা তাহাদের মতে শেরেক। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সুদূর চীন দেশের সফর করে তবে উদ্দেশ্যের তুলনায় তার এ যাত্রা নগণ্য বলেই বিবেচিত হবে।

(খ) ইবনেখুযায়মা কয়েক বৎসর ধরে এর আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করার পর বলেন: পৃথিবীর বুকে তাবারীর ন্যায় বিরাট আলেম আর কখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

(গ) হাফেয জালালুদ্দীন সয়ুতী বলেন: তোমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর, তফসীর শাস্ত্রে সব চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য তফসীর কোন্‌খানা? তবে আমি বলব, ইবনেজরীরের তফসীর। কারণ এসম্বন্ধে বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন যে, এমন তফসীর আর দ্বিতীয়খানা নেই।

(ঘ) দাউদী মালেকী বলেন: বিদ্বানগণের সমবেত অভিমত এই যে, তাবারীর তফসীরের মত দ্বিতীয় তফসীর আর নেই।

তাবারীর তফসীরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলেমগণের এ-সমবেত অভিমত নিছক উচ্ছ্বাসের ফল নয় বরং এটা তার ন্যায্য প্রাপ্যই বটে। এর বৈশিষ্টগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলেই এর হেতুবাদ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে আমরা এর কয়েকটি বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করব।

## তাবারীর তফসীরের বৈশিষ্ট

(১) একথা সত্য যে, তাবারীর পূর্বে বহু তফসীর লিখিত হয়েছিল। কিন্তু এ গুলির মধ্যে কোনখানাই পূর্ণ কোরান শরীফের তফসীর ছিলনা বরং উহার এক একটি অংশ বিশেষের তফসীর ছিল। ইবনেজরীর সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি যিনি পূর্ণ কালামপাকের তফসীর লিখেন। এ দিক দিয়ে ইবনেজরীরের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

২। ইবনেজরীর তাঁর তফসীরে পূর্ববর্তী তফসীরকারগণের তফসীরসমূহ একত্রিত করে ওসবকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন। ইবনেজরীরের তফসীর না হলে তাঁর পূর্ববর্তী তফসীরগুলি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত। এ তফসীরখানিতে আমরা অন্যূন ১৩ খানি তফসীরের সংকলন ও চয়ন দেখতে পাই। যেসব তফসীরের সমষ্টিরূপে এ তফসীরখানি আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে নিম্নে আমরা সেগুলির নাম উদ্ধৃত করলাম।

১। আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের তফসীরসমূহ।
২। সাঈদ বিন জুবায়রের তফসীর।
৩। তফসীর মুজাহেদ।
৪। ... কাতাদা।
৫। ... হাসান বসরী।
৬। ... ইকরামা।
৭। ... যহহাক বিন মুযাহেম।
৮। ... আবদুল্লাহ বিন মসউদ।
৯। ... আবদুররহমান বিন যয়দ বিন আসলম।
১০। ... ইবনেজুরায়জ।
১১। ... তফসীর মুকাতেল।
১২। ... আলী বিন তালহা।
১৩। ... উবায় বিন কাআব।

(৩) সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ইবনেজরীর তাঁর তফসিরে শুধু মাত্র পূর্ববর্তীগণের মতামতই নকল করেছেন, তাঁর নিজস্ব কোন দান এতে স্থান পায়নি। কিন্তু এ ধারণা অলীক। ইবনেজরীর পূর্ববর্তীগণের মতামত নকল করে সেগুলির সমালোচনা করেছেন; মূল্যমান নির্ধারণ করেছেন এবং কোনটী গ্রহণযোগ্য আর কোনটী নয়—এসব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। এককথায় তিনি "রেওয়ায়তে"র সঙ্গে "দেরায়েতে"রও সদ্ব্যবহার করেছেন। অনেক সময় তাঁকে পূর্ববর্তীগণের মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজস্ব মত প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তাই দাউদী "তাবাকাতুল মুফাসসিরীন" নামক গ্রন্থে লিখেছেন:

তিনি রেওয়াত ও দেরায়েতের একত্র সমাবেশ করেছেন এ ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অভূতপূর্ব[১]।

(৪) তফসির ইবনেজরীরের সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল এই যে এর সংকলক পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের অবলম্বিত পন্থা পরিহারপূর্বক এতে কোরান সম্বন্ধীয় কাম (?) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। আমরা এতে "ইল্‌মে-তজবীদ", ব্যাকরণ, অভিধান, ফিক্‌হ, পদার্থবিদ্যা, নিরীশ্বরবাদী এবং পথভ্রষ্ট ও গোমরাহদলগুলির প্রতিবাদ দেখতে পাই। এক কথায় একে কোরানের তফসির না বলে "কোরআনের বিশ্বকোষ" বা Encyclopae-

১) Arabic & Prsian Manuscripts; Bankipur catalogue,

www.ahlehadeethbd.org

dia of the Holy Qoran বলা যায়।

তফসির ইবনেজরীরে যেসব রেওয়ায়ত স্থানলাভ করেছে সেগুলি সম্বন্ধে এতটুকু জেনে রাখা উচিত যে, তাতে এমন রেওয়ায়ত নেই যার অবিশ্বস্ততা নিশ্চিত-ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। তবে যেসব ব্যাপারে অন্য কোন উপায় নেই সেগুলির কথা স্বতন্ত্র। ইবনেজরীর ইতিহাস, জীবনচরিত ও "আখ্‌বারে আরব"—এ তিনটী বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কালবী, মকাতেল ও ওয়াকেদীর রেওয়ায়ত গ্রহণ করেননি কারণ এঁদের সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়ত দুর্বল। আর উপরোক্ত তিনটী বিষয়ের রেওয়ায়ত গ্রহণ করা হয়েছে এই জন্য যে, এঁরা ছাড়া উক্ত বিষয়গুলির অন্য কোন সূত্র নেই। মোটকথা, আমরা একথা বলতে চাই না যে, তফসির ইবনেজরীরে কোন দুর্বল রেওয়ায়তই স্থান পায়নি, আমরা যা বলতে চাই তা' এই যে, এতে কিছু সংখ্যক দুর্বল রেওয়ায়ত থাকলেও সেগুলি একেবারে ভ্রূক্ষেপের অযোগ্য নয়। হাফেয ইবনেকছির তাঁর তফসিরে ইবনে জরীরের কতকগুলি রেওয়ায়তের উপরে কটাক্ষ করেছেন এবং স্বয়ং ইবনেজরীর কয়েকস্থানে "রেওয়ায়ত-টী দুর্বল" বলে উল্লেখ করেছেন[২]।

## তফসির ইবনেজরীর এবং কেরাত

আমরা পূর্বেই বলেছি যে ইবনেজরীরের তফসির শুধুমাত্র কোরানের ব্যাখ্যাই নয় বরং উহা কোরান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শাস্ত্রের একখানি বিশ্বকোষ। পাঠকবর্গের পরি-চিতির জন্য আমরা নিম্নে তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়দানের চেষ্টা করব।

কোরানে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম, যে-সব শব্দের পঠন প্রণালীতে সাহাবাগণের কোন মতভেদ নেই, দ্বিতীয়, যে গুলির পঠন প্রণালীতে মত-ভেদ ঘটেছে। এসব মতভেদে আসল বিষয়-বস্তু বা অর্থের কোনপ্রকার তারতম্য না হলেও আহকাম ও মাসায়েল এস্‌তেমবাতের বেলায় উহার প্রভাব পরি-লক্ষিত হয়। ইবনেজরীর বিভিন্ন পঠন-প্রণালীগুলির বিষদ আলোচনা করে ওগুলির ফলাফল সম্বন্ধেও আমা-দেরকে অভিহিত করেছেন এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ রেখে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য তাহাও উল্লেখ করেছেন। কখন কখন একই সাহাবী হতে একটি আয়াতের একাধিক তফসির বর্ণিত হয়ে থাকে। ইবনেজরীর বলেন, এর কারণ হচ্ছে পঠন-প্রণালীর বৈচিত্র্য। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি সুরত হজ্জের নিম্নলিখিত আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন:—

انما سكرت ابصارنا

এর তফসীর সম্বন্ধে হযরত ইবনেআব্বাসের দুটী উক্তি নকল করা হয়েছে যথা— سكرت ـ سدت এবং سكرت ـ اخذت। ইবনেজরীর বলেন, এ মতভেদের কারণ হল পঠন প্রণালীর বিভিন্নতা। যারা "سكر" শব্দের "ر" অক্ষর "تشديد" ছাড়া পড়েন তাঁরা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

## তফসীরে ইবনে জরীর ও ব্যাকরণ

আরবী ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয় কোরান অবতীর্ণ হওয়ার পর। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে আবুল আসওয়াদ দুয়ালী এর সর্বপ্রথম রচয়িতা ছিলেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদা জনৈক অশিক্ষিত আরব কোরা-নের এই আয়তটির ان الله بريء من المشركين و رسوله "রসূলাহু"র স্থলে "রসূলিহি" পড়ছিল যার-ফলে আয়াতটীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়ে-ছিল। হযরত আলী তার এ পঠন শ্রবণ পূর্বক ব্যাকরণের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং স্বীয় শিষ্য আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে এই কাজের ভার সমর্পণ করেন। সেই হতে কোরান, হাদিস এবং আরবী সাহিত্যের পুরাতন গ্রন্থাদি মন্থন করে পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের সূত্রাদি লিপি-বদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে কুফা ও বসরার দুটী প্রতিদ্বন্দী স্কুলের সাহায্যে আরবী ব্যাকারণের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। পণ্ডিতগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যাকরণের যেসব ধারা স্থিরিকৃত হয়েছে অনেক সময় কালামে আরবকে তার সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে দেখা যায়না। কোরান শরীফেও এমন কতকগুলি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা আরবী ব্যাকরণ হিসাবে ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। এসব ক্ষেত্রে ভাষ্যকার ইবনে-জরীর ব্যাকরণবিশারদ বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, কোরানের এ ব্যবহার কোনক্রমেই আরবী ব্যাকরণের প্রতিকূল নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে একটী আয়াত ও তৎসম্পর্কে ইবনেজরীরের সমাধান নকল করছি:— (ক্রমশঃ)

২) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫; ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭।

www.ahlehadeethbd.org

# الأسئلة والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

الحمد لله رب العالمين' والصلوة والسلام على سيدنا محمد امام المرسلين وعلى آله وصحبه لجوم المهتدين
سبحانك لاعلم لنا الاما علمتنا انك انت العليم الحكيم

## স্ত্রীর নাতিনীর সহিত বিবাহ

**জিজ্ঞাসাকারী :** মওলানা আবদুররহীম মুহাব্বতপুরী,
পোঃ পুলহাট, জেঃ দিনাজপুর।

কোন স্ত্রীলোকের পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে সেই স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ করিতে পারেকিনা, সেসম্বন্ধে অবস্থাভেদে বিদ্বানগণের মতানৈক্য গোড়াগুড়ি হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

**প্রথম অবস্থা,** স্ত্রীলোকটিকে নিকাহ করার পর তাহার সহিত গৃহবাসের পূর্বেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে একদল বিদ্বান বলেন, কেহ যদি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে আর যৌন-সম্ভোগের পূর্বেই স্ত্রীলোকটি মারা যায়, তাহাহইলে সেই স্ত্রীর পূর্বস্বামীর কন্যা উক্ত পুরুষের জন্য হারাম হইবে। হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীক ও যয়েদ বিন সাবিত এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

اذا تزوج المراة ثم ماتت قبل الدخول تحرم ابنتها -

**দ্বিতীয় অবস্থা,** স্ত্রীলোকটির সহিত যৌন-সম্ভোগ হওয়ার পর পুরুষ তাহাকে তালাক দিয়াছে অথবা তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় উক্ত স্ত্রীর কন্যাগণ সেই পুরুষের জন্য হারাম হইবে, তাহারা তাহাদের মায়ের সঙ্গে উক্ত পুরুষের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হউক কিনা-হউক। হযরত আলী ও ইমাম দাউদ যাহেরী ব্যতীত সাহাবা, তাবেয়ীগণ এবং অন্যান্য সমুদয় বিদ্বানের অভিমত ইহাই। শেষোক্ত দুই জন বলেন যে,

اذا دخل بالام حرمت عليه سواء كانت فى حجره اولم تكن -

**উত্তরদাতা :** মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আলকুরায়শী

কন্যারা উক্ত পুরুষের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইলেই তাহারা উহার জন্য হারাম হইবে, নতুবা নয়।

**তৃতীয় অবস্থা,** নিকাহের পর গৃহবাসের পূর্বেই স্ত্রীলোকটিকে স্বামী তালাক দিয়াছে অথবা সে মরিয়া গিয়াছে, এরূপক্ষেত্রে হযরত উমর ফারূক হযরত আলী, আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদ, আবদুল্লাহ বিন উমর, জাবির বিন আবদুল্লাহ, ইমরান বিন হুসায়েন এবং বিদ্বানগণের মধ্যে সওরী, আওযায়ী, ইস্‌হাক বিন রাহ্‌ওয়ে, আবুসওর বাগ্‌দাদী প্রভৃতি বলেন, উক্ত স্ত্রীলোকের কন্যাকে বিবাহ করা সেই পুরুষের জন্য হালাল হইবে[১]।

ان الرجل اذا تزوج المراة ثم طلقها او ماتت قبل الدخول بها جازله ان يتزوج ابنتها -

ইমাম চতুষ্টয় আবুহানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ বিন হাম্বল বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের পর তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে উক্ত স্ত্রীর সহিত গৃহবাস করুক কি না-করুক, তাহার মাকে নিকাহ করা সেই পুরুষের পক্ষে কোনক্রমেই হালাল হইবেনা। অবশ্য যদি কোন স্ত্রীলোকের মাকে কোন পুরুষ নিকাহ করে আর গৃহ-

‘رجل تزوج امراة’ ‘فطلقها’ لاتحل له امها دخل بها اولم يدخل بها - فان طلقها الام قبل ان يدخل بها’ تزوج ابنتها -

১) ইব্‌নেকুদামা, মুগনী [৭] ৪৭৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বাসের পূর্বেই তাহাকে তালাক দেয়, তাহাহইলে সেই মায়ের পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে সে বিবাহ করিতে পারে[১]। হাফিয ইব্নুলমন্যর উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে সকল দেশের বিদ্বানগণের ইজ্‌মা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সাহাবা, তাবেয়ীন ও বিদ্বানগণেরএই ইজ্‌মা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেসকল নারীকে বিবাহ করা হারাম, তাহাদের প্রসঙ্গে কুরআনপাকে কথিত হইয়াছে, "আর তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ তোমাদের জন্য হারাম আর তোমাদের যেসকল স্ত্রীর সহিত তোমরা সহবাস করিয়াছে, তোমাদের ক্রোড়স্থ তাহাদের কন্যাগণও তোমাদের জন্য হারাম। আর যদি তোমরা তাহাদের সহিত গৃহবাস না করিয়া থাক, তাহাহইলে তাহাদের কন্যাদের বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে দোষণীয় নয়— আন্‌নিসা, ২৩ আয়ত।

وامهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم -

এই আয়তের তাৎপর্য অকাট্য নয়। যাঁহারা "দখল" বা প্রবেশের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীর সহিত সহবাস হউক কি না হউক, তাহার গর্ভজাত সন্তানকে আর উক্ত স্ত্রীর মাকে বিবাহ করা হারাম বলিয়াছেন, আর যাঁহারা "দখলে"র অর্থ "যৌনসম্ভোগ" করিয়াছেন, তাঁহারা এই আদেশকে সীমাবদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়া যেনারীর সহিত তাহার পুরুষ যৌনসম্ভোগ করিয়াছে কেবল তাহাদের কন্যাগণকেই পুরুষের পক্ষে হারাম বলিয়াছেন।

আবার পুরুষের ক্রোড়স্থ স্ত্রীর কন্যাদের তাৎপর্যও ব্যর্থহীন নয়। কারণ আয়তে যেরূপ অসম্পৃক্তা নারীর কন্যার বেলায় ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা উল্লেখ করা হইয়াছে, যে কন্যারা তাহাদের জননীর সহিত জননীর স্বামীর ক্রোড়ে বর্ধিত হয়নাই, তাহাদের বেলায় সেরূপ কোন ব্যতিক্রম উল্লিখিত হয়নাই। সুতরাং দাউদ যাহেরী প্রভৃতি যেমন বিবাহের নিষিদ্ধতাকে কেবল ক্রোড়স্থ "রবীবা"র জন্য সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যান্য বিদ্বানগণ সেরূপ করেন-

২) ইব্নেহযম, মুহাল্লা [৯] ৫২৯ পৃঃ।

নাই। তাঁহারা সম্পৃক্তা নারীর পূর্বস্বামীর সমুদয় কন্যাকেই হারাম বলিয়াছেন। স্ত্রীর কন্যাগণ হইতেছে রবীবা। তাহাদের মাদের সহিত যৌনসম্পর্ক না ঘটা পর্যন্ত তাহারা হারাম হইবেনা। স্ত্রীর কন্যা বলিতে তাহার রক্ত সম্পর্ক আর দুগ্ধ সম্পর্কের নিকটস্থ ও দূরবর্তী সমুদয় কন্যাদিগকেই বুঝাইবে। যেমন নিজের গর্ভজাত ও দুধ মেয়ে বা উক্ত মেয়ের কন্যা নাত্‌নী অথবা পুত্রের কন্যা পুতীন অথবা নাত্‌নী ও পুতীনের কন্যাগণ ইত্যাদি পরম্পরাক্রমে সকলেই কন্যা বলিয়া গণ্য। তাহাদের মায়ের সহিত যেপুরুষের যৌনসম্পর্ক হইয়াছে, সে পুরুষের ক্রোড়ে তাহারা প্রতিপালিত হইয়া থাকুক কি না-থাকুক, তাহারা প্রত্যেকেই উক্ত পুরুষের জন্য হারাম হইবে। ফকীহগণ সার্বজনীন ভাবে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন আর সকল দেশের বিদ্বানগণের এই ব্যবস্থায় ইজ্‌মা হইয়াছে[১]।

ইমাম মকদসী বলেন, সম্পৃক্তা بنات النساء اللاتى دخل بهن' وهن الربائب' فلا يحرمن الا بالدخول بامهاتهن' وهن كل بنت للزوجة من نسب او رضاع' قريبة او بعيدة' اذا دخل بالام حرمت عليه' سواء كانت فى حجره اولم تكن' فى قول عامة الفقهاء - وقد اجمع علماء الامصار على هذا القول -

বিদ্বানগণের উপরিউক্ত ইজ্‌মা বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সুফ্‌য়ান বিন উয়ায়না এবং আবুদাউদ প্রভৃতি যয়নব বিন্‌তে আবিসলমার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জননী উম্‌মেসল্‌মার গর্ভজাত এবং তাঁহার পূর্বস্বামী আবুসলমার ঔরসজাত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া জননী উম্‌মেহাবীবাকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহর পথ! দুর্‌রা বিন্‌তে আবিসলমা যদি আমার স্ত্রী উম্‌মেসলমার কন্যা নাও হইত, তথাপি সে আমার পক্ষে হালাল হইতনা। সে আমার দুগ্ধভ্রাতা আবুসলমার কন্যাও বটে[২]। দুর্‌রা বিন্‌তে আবিসলমাকে রসূলুল্লাহ

والله لولم تكن ربيبتى ماحلت لى' انها لابنة اخى فى الرضاعة !

১) মুগনী (৭) ৪৭৩ পৃঃ।
২) মুহাল্লা [৯] ৫২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(দঃ) তাঁহার রবীবা হওয়ার কারণেই বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সুতরাং পুরুষের ক্রোড়ে প্রতিপালন হওয়ার শর্ত বিদ্বানগণ স্বীকার করেননাই, কারণ রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরআনের যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অতএব যে স্ত্রীর সহিত পুরুষের যৌনসম্ভোগ হইয়াছে, তাহার জীবদ্দশায় তাহার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করা কুরআনপাক, বিশুদ্ধ সুন্নাহ ও আহ্‌লে সুন্নত বিদ্বানগণের ইজ্‌মা অনুসারে হারাম ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। অজ্ঞতাবশতঃ বিবাহ পড়াইয়া দিলেও তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবেনা। কন্যাটি ইস্‌তিব্‌রার জন্য একবার ঋতুমতী হইয়া পবিত্রতালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অন্যকোন পুরুষের সহিত অসংকোচেই বিবাহ দেওয়া জায়েয হইবে।

হাফিয ইব্‌নুলকাইয়েম লিখিয়াছেন, দুগ্ধসম্পর্কের জন্য অথবা অন্যান্য হারাম সংযোগের ফলে যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, সেগুলিতে "রুজু" অর্থাৎ পুনরায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থাকেনা বলিয়া তাহাতে নারীর একবার ঋতুমতী হওয়ার ইদ্দত পালন করাই যথেষ্ট। এই ইদ্দতের উদ্দেশ্য তাহার গর্ভ মুক্ত আছে কিনা, কেবল তাহাই জানিয়া লওয়া। যেমন, ক্রীতদাসী, বাস্তহারা নারী, খোলাপ্রাপ্তা নারী ও ব্যভিচারে লিপ্তা নারীর ইদ্দত। ইমাম আহমদের দ্বিবিধ ফত্‌ওয়ার মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ[৪]।

الفسخ لرضاع اوعداد او محرمية حيث لايمكن عودها اليه، يكفيها استبراء بحيضة، ويكون المقصود معرفة العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على اصح القولين عن الامام احمد -

এই প্রসঙ্গে ইহাও জানিয়ারাখা আবশ্যক যে, পুরুষ যদি এমন কোন স্ত্রীকে নিকাহ করে, যাহার পূর্বস্বামীর ঔরসে উক্ত স্ত্রীর সতীনের গর্ভজাত কন্যা রহিয়াছে, তাহাহইলে পুরুষ সেইস্ত্রীর সঙ্গে তাহার সতীনের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারিবে। দারকুত্‌নী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও জাবালা নামক মিসরের জনৈক সাহাবী সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের স্ত্রীর সতীনের গর্ভজাত কন্যাকে স্ত্রীদের সঙ্গেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী ও সঈদ বিন্ মনসুর লিখিয়াছেন, আবদুল্লাহ বিন জা'ফর হযরত আলীর দুই কন্যা যয়নব ও উম্মেকুলসুম বিন্‌তে ফাতিমা যহুরা (রাযিঃ) কে পরপর হযরত আলীর স্ত্রী লায়লা বিনতে মসউদের সঙ্গে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে ইব্‌নেসিরীন, হাসানবসরী, সুলায়মান বিন ইয়াসার, মুজাহিদ ও শাবী প্রভৃতি এই বিবাহ ও একত্রিত করার কার্যকে জায়েজ বলিয়াছেন। বুখারী ও ইবনেআবিশায়বা উপরিউক্ত ফত্‌ওয়াগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন[৫]।

جمع بين امراة رجل وابنته من غيرها

## দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব

কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর কন্যা বা মাতাকে অবৈধভাবে বিবাহ করিয়া বা বিনাবিবাহে তাহার সহিত সহবাস করিলে উক্ত পুরুষের বৈধ স্ত্রী তাহার পক্ষে হারাম হইয়াযাইবে কিনা, সে সম্বন্ধেও বিদ্বানগণের মতভেদ ঘটিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রমুখাৎ এ সম্পর্কে দ্বিবিধ ফত্‌ওয়াই বর্ণিত হইয়াছে। এইভাবে তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে মুজাহিদ, সঈদ-ইব্‌নুল মুসাইয়েব ও উর্‌ওয়া বিন্‌যুবায়র প্রভৃতির বাচনিকও দুই প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হারাম সম্পর্কের নারীর সহিত সহবাস করিলে একবার তাঁহারা বলিয়াছেন উক্ত পুরুষের স্ত্রীও হারাম হইবে আর অন্যবারে বলিয়াছেন, স্ত্রী হারাম হইবেনা।

স্ত্রীর মাতা বা কন্যার সহিত যৌন সম্পর্কের দরুণে বৈধবিবাহ বাতিল হওয়ার সিদ্ধান্ত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ইম্‌রান বিন হুসাইন অন্যতম। তাবেয়ীগণের মধ্যে ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী, ইব্‌নেমুআক্কল, ইক্‌রিমা, শাবী, আবুসল্‌মা এবং অনুসরণীয় বিদ্বানগণের মধ্যে সুফ্‌য়ান সওরী, আবুজা'ফর, ইমাম বাকের, আওযায়ী ও ইমাম আবুহানীফা ও তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী এরূপ ব্যক্তির স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করি-

৪) যাদুলমা'আদ [৪] ৩০৬ পৃঃ।

৫) নয়লুলআওতার [৬] ১২৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

য়াছেন। হাফেয মক্‌দসী এই তালিকায় হাসান বস্‌রী, আতা, তাউস, ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়ে ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নাম বর্ধিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইমাম যয়েনুল আবেদীনের পুত্র ইমাম বাকের আর শাবী ও আওযায়ী এমন কথাও বলিয়াছেন যে, কোন বালকের প্রতি কেহ অস্বাভাবিক ভাবে রত হইলে সেই পুরুষের পক্ষে উক্ত বালকের মাতা ও কন্যারাও হারাম হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে ইয়াহ্‌য়া বিন ইয়ামর, সঈদ ইব্‌নুল-মুসাইয়েব, উর্‌ওয়া, ইমাম যুহ্‌রী, মুজাহিদ, সঈদ বিন জুবায়র প্রভৃতি তাবেয়ী বিদ্বানগণের উক্তি সঠিক সনদের সহিত প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, যাহা মৌলিকভাবে لايحرم الحرام الحلال হালাল, সাময়িক হারাম উক্ত হালালকে হারাম করিতে পারেনা।

অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, লয়েস বিন সঅদ, অবুসওর বাগ্‌দাদী, ইমাম তিরমিযী, আবুসুলায়মান দাউদ যাহেরী, হাফেয ইব্‌নুল-মন্‌যর, হাফেয ইব্‌নেহয্‌ম প্রভৃতির অভিমত এই যে, স্ত্রীর মায়ের সঙ্গে কিংবা তাহার কন্যার সহিত সহবাস করার জন্য ولو وطئ ام امراته او بنتها لاتحرم عليه امراته - পুরুষের স্ত্রী হারাম হইবেনা[১]।

উভয়পক্ষই স্বস্ব দাবীর পোষকতায় নানাবিধ দলীল প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। যাঁহারা স্ত্রী হারাম হইবে বলিয়া ফত্‌ওয়া দিয়াছেন, তাঁহারা অন্-নিসার এই আয়তটি পাঠ করেন, "দেখ তোমাদের পিতৃগণ যেসকল নারীর সহিত সহবাস করিয়াছে ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء তোমরা তাহাদের সহিত সহবাস করিওনা।" উপরিউক্ত আদেশ দ্বারা পিতা, পিতামহ ও মাতামহগণের স্ত্রীদের সহিত বিবাহ বা সহবাস যে হারাম হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কোন বিদ্বানই অস্বীকার করেননা, কিন্তু কোন অসৎ ব্যক্তি যদি এই হারাম দুষ্কার্য করিয়া বসে, তজ্জন্য তাহার স্ত্রীও যে তাহার পক্ষে হারাম হইয়া যাইবে—উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে তাহা কেমন করিয়া সাব্যস্ত হইবে? এরূপ অপরাধের শাস্তি শরীআতে নির্ধারিত রহিয়াছে। পিতার স্ত্রী বিবাহকারীর শিরশ্ছেদের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলী প্রভৃতি সাহাবাগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা প্রমাণিত আছে। কিন্তু তাহার স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এরূপ একটি নির্দেশও রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ প্রমাণিত নাই।

উপরিউক্ত ফত্‌ওয়ার স্বপক্ষে দুইটি হাদীসও উপস্থিত করা হয়। প্রথমটি ইব্‌নে জুরায়জ আবুবক্‌র বিন আবদুর রহমান বিন উম্মুল হাকামের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে এমন একটি নারীর কন্যাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, যাহার সহিত জাহেলী (ইস্‌লাম পূর্ব) যুগে সে ব্যভিচার করিয়াছিল। ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امراة كان زنى بها فى الجاهلية اينكح الآن ابنتها ؟ فقال : لا ارى ذلك ولا يصلح لك الحديث - রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে এই বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন। এ'সম্পর্কে আমার বক্তব্য যে, প্রথমতঃ এই হাদীসটি মুর্‌সল। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসের সাহায্যে কি প্রমাণিত হয়? শুধু এই টুকুই নয়কি যে, যেনারীর সহিত পুরুষ বৈধ বা অবৈধ সঙ্গম করিয়াছে, তাহার গর্ভজাত সন্তানকে বিবাহ করা উক্ত পুরুষের পক্ষে হারাম। কিন্তু বিবাহ করা হারাম বলিয়া যে বৈধবিবাহ পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে, পরবর্তী অপরাধের দরুণে তাহাও বাতিল হইয়া গিয়াছে, উক্ত হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় কি? রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ দ্বারা শুধু এই টুকুই প্রমাণিত হয় যে, পত্নী বা উপপত্নীর গর্ভজাত কন্যাকে পতি বা উপপতি বিবাহ করিতে পারেনা। ইহার অতিরিক্ত এই মুর্‌সল ও মজহুল হাদীসের সাহায্যে অন্য কিছুই প্রমাণিত হয়না।

দ্বিতীয় হাদীসটি হাজ্জাজ বিন আর্‌তাত আবুহানীর বাচনিক এই মর্মে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে- من نظر الى فرج امراة لم تحل له امها ولا ابنتها - ব্যক্তি কোন নারীর জননেন্দ্রিয় দর্শন করিল,

১) মুগ্‌নী (৭) ৪৮২ পৃঃ; মুহাল্লা (৯) ৫৩২—৫৩৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



তাহার পক্ষে উক্ত নারীর মা ও কন্যা হালাল হইবেনা। এই হাদীসটি অগ্রাহ্য, কারণ ইহা মুর্সল। দ্বিতীয় হাজ্জাজ মুদাল্লিস এবং আবুহানীর প্রমুখাৎ তিনি ইহা তহ্দীসের পরিবর্তে "আন্আনা" রেওয়ায়ত করিয়াছেন আবার এই আবুহানী যে কে, তাহাও সঠিক ভাবে জানার উপায় নাই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইহার সাহায্যে প্রথমোক্ত হাদীস দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয়, তদরিক্তি কিছুই সাব্যস্ত হয়না। যাহারা স্ত্রীর মা ও কন্যাদের সহিত স্ত্রীর মৃত্যু বা তালাকের পর পুরুষের বিবাহ বৈধ মনে করে, সেই খারেজীদের বিরুদ্ধে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু শ্বাশুড়ী বা স্ত্রীর কন্যার সহিত ব্যভিচার করিলে স্ত্রীর বিবাহ ছিন্ন হইয়া যাইবে, একথা উপরিউক্ত হাদীসের সাহায্যে আদৌ প্রমাণিত হয়না।

আর যেসকল বিদ্বান বলেন, স্ত্রীর মা বা কন্যার সহিত যেভাবেই হউক হারামী করিলে স্ত্রী হারাম হইবেনা, তাঁহাদের উপস্থাপিত প্রমাণগুলিও নির্দোষ ও অকাট্য নয়। তাঁহাদের স্বপক্ষে একটি হাদীস উপস্থিত করা হইয়া থাকে যাহা আবদুল্লাহ বিন নাফে' মুগীরা বিন ইস্মাঈলের নিকট হইতে এবং তিনি উস্মান বিন আবদুররহমান যুহরীর নিকট হইতে এবং তিনি ইব্নেশিহাব যুহ্রীর নিকট হইতে এবং তিনি উরওয়ার নিকট হইতে এবং তিনি জননী আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) لايحرم الحرام' انما يحرم বলিয়াছেন, হারাম দ্বারা ماكان نكاحا حلالا - বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়না, হালাল বিবাহ দ্বারাই সম্পর্ক হারাম হইয়া যায়। এই হাদীসটি বহুবিধ দুর্বলতায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম ইব্নেমাজা তাঁহার সুননে আবদুল্লাহ বিন উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ لايحرم الحرام الحلال (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যাহা হালাল, কোন হারাম সেই হালালকে হারাম করিতে পারেনা[১]।

ইব্নেমাজার হাদীসটির বিরুদ্ধে নাফে'এর ছাত্র আবদুল্লাহ বিন উমর সম্বন্ধে অস্পষ্ট আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। মোটেরউপর, উভয়পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত দলীলগুলির মধ্যে ইহা অপেক্ষাকৃত উত্তম হইলেও ইহার "দলালৎ" অকাট্য নয়।

ফলকথা, কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের পরিপ্রেক্ষিতে কোন পক্ষের প্রমাণকেই অগ্রগণ্য করার উপায়নাই। অতএব আমাদিগকে শরীআতের মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

কুরআনের নির্দেশ অর্থাৎ "নারীগণের মধ্যে যাহারা তোমাদের মনঃপুত তাহাদেরতোমরা বিবাহ কর" এবং "তোমারা তোমাদের বিধবাদের বিবাহিত কর"—অনুসারে যেসকল নারীকে বিবাহ করা হালাল, তাহাদের কাহাকেও যদি কোন পুরুষ বিবাহ করে, তাহাহইলে সে নারী তাহার বৈধ স্ত্রীবলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবে। এরূপ বিবাহিতা নারীকে স্বামীর মৃত্যু বা তালাক বা খোলা' ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিত করা হারাম। আল্লাহ বলেন, যেসকল নারী والمحصنات من النساء বিবাহিতা, তাহারা তোমাদের জন্য হারাম। এক্ষণে কুরআনের এই অকাট্য হুকুম কোন দুর্বল হাদীস বা "কিয়াসে"র সাহায্যে আহ্লেসুন্নতগণের মযহব অনুসারে পরিবর্তিত হইতে পারেনা। ইজ্মাও ইহা পরিবর্তিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ইজ্মায়ী বা সর্বসম্মতও নয়। সুতরাং যেব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা সন্দিগ্ধভাবে স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রীকে উক্ত পুরুষের জীবদ্দশায় অন্য পুরুষের উপভোগ্যা বানাইবার জন্য উপরিউক্ত আয়তের তুল্য কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আয়ত বা বিশুদ্ধ হাদীস আবশ্যক হইবে এবং এক্ষেত্রে সেরূপ কোন অকাট্য প্রমাণনাই। অতএব শুধু একদলের ফত্ওয়াসূত্রে জিজ্ঞাসায় উল্লিখিত পুরুষের সহিত তাহার বৈধ স্ত্রীর বিবাহ ছিন্ন এবং উক্ত নারীকে অপর পুরুষের উপভোগ্য করা বৈধ হইবেনা। এই ধরণের অবৈধ বিবাহ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিদ্বানগণ বলেন, দুই বিবাহের মধ্যে (অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত বৈধ বিবাহ আর স্ত্রীর নাত্নীর সহিত অবৈধ বিবাহ) পরবর্তী বিবাহ বাতিল এবং পূর্ব বিবাহ نكاح الاخرى منهما مفسوخ اى باطل واما نكاح الا ولى منهما فصحيح - هذا اذا عقد

১) সুননে ইব্নেমাজা, ৩১৮ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

# কষ্টিপাথর

( সমালোচনা )

মর্‌আতুল মাফাতীহ, — مرعاة المفاتيح
শর্‌হে-মিশ্‌কাতুলমাসাবীহ — شرح
( দ্বিতীয় খণ্ড ) — مشكوة المصابيح-

আল্লামা শায়খ উবায়দুল্লাহ মুহাদ্দিস মুবারকপুরী কৃত। সাইজ রয়াল ¼ মোট ৫৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পাকিস্তানে মূল্য ২০৲ টাকা, মাশুল ২॥০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান মক্তবায়-রহমানীয়া, মহল্লা রাণীপুরা, মুবারকপুর, যিলা আজম-গড়, ( হিন্দ )।

রসূলুল্লাহর (দঃ) অন্যতম অমর মুজিযা হইতেছেন হাদীসশাস্ত্রবিশারদ উলামায় মুহাদ্দিসীন। হুযূর স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে, চরমপন্থীদের প্রক্ষেপ, মিথ্যুকদের প্রবঞ্চনা আর মূর্খদের অপব্যাখ্যার কবল হইতে "শরীআতে ইস্‌লাম"কে রক্ষা করার জন্য সকল-যুগেই সত্যনিষ্ঠ ও গভীরজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বানগণ উত্থিত হইতে থাকিবেন। বর্তমান যুগ অবিমিশ্র ইস্‌লামের পক্ষে পতনের যুগ বলিয়া গণ্য, বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের মায়ামরীচিকায় কুরআন ও সুন্নাহর শাস্ত্রীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়াকে লোকেরা অনর্থক ও পণ্ডশ্রম বিবেচনা করিয়া থাকে অথচ শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অপরিপক্কতার দরুণেই আজ কুরআন ও সুন্নাহ লইয়া প্রক্ষিপ্ততা, মূর্খতা আর অসত্য বিশ্লেষণের যে হট্টগোল দেখাদিয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তার উদাহরণ নাই। কিন্তু এহেন দুর্যোগেও আমরা দেখিতে পাইতেছি, কুরআন ও সুন্নাহকে হিফাযত করার যে প্রতিশ্রুতি বিশ্বপ্রভু প্রদান করিয়াছেন, তাহা আজও অব্যাহত ও সুপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছে।

আজমগড় একটি উর্বর জনপদ। বিশেষতঃ হাদীসশাস্ত্রের সেবার জন্য এই উর্বরভূমি হইতে যে-সকল মহাপণ্ডিতের উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই জাহানে ইসলামের আকাশের এক একটি উজ্জল-নক্ষত্র স্বরূপ। ইঁহাদের পূণ্য আলোকচ্ছটায় অনাগত যুগ যুগান্তরের তীর্থযাত্রীরা জ্ঞানসাধনার পথে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিতে থাকিবে। হযরত আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী মুহাদ্দিস রহঃ) ইতিপূর্বে জামি'তিরমিযীর বিরাট ভাষ্য রচনা করিয়া স্বয়ং অমরত্বলাভ এবং তাঁহার পরবর্তীদিগকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রিয় ছাত্র আল্লামা উবায়দুল্লাহ হাদীসশাস্ত্রের সুপরিচিত গ্রন্থ "মিশ্‌কাতুস মাসাবীহে"র এক প্রকাণ্ড ভাষ্য আরাবী ভাষায় সংকলন করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইলেন। তাঁহার এই মহামূল্য আবদানের জন্য হাদীস-শাস্ত্রের বিদ্বান ও শিক্ষার্থীগণ অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে। আল্লামা উবায়দুল্লাহ আমাদের অপরিচিত নন বলিয়াই এতদিন আমাদের ধারণা ছিল, কিন্তু তাঁহার "মর্‌আতুল মফাতীহ" গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করার পর তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, সুগভীর পাণ্ডিত্য, সাহিত্যিক গরীমা আর ইলমেহাদীসে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির যে পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, এতদিন-

---

সঠিক থাকিবে কিন্তু দুই বিবাহই যদি এক সঙ্গে একই সময়ে পড়ান হইয়া থাকে তাহাহইলে উভয় বিবাহই বাতিল হইবে[২]। — على احدا هما ثم عقد على الاخرى واما اذا عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل -

২) জামি' তির্‌মিযী তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী সহ (২) ১৮৯ পৃঃ।

هذا ماتيسرلى فى هذه المسئلة' فان اصبت فمن الله والحمد لله' وان اخطأت فمنى ومن الشيطان ولا حول ولا قوة الا بالله' والله ورسوله برئ منها وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلے الله على محمد امام المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

www.ahlehadeethbd.org

Contents



পর্যন্ত আমরা আল্লামা মামূদহকে সত্যিকারভাবে চিনিনাই! আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি সুস্থতা ও দীর্ঘজীবন লাভ করুন, তাঁহার লিখনী সমৃদ্ধ হউক, তাঁহার বিদ্যাবত্তা বর্তমান পতনযুগে আলকিতাব ও আস্‌সুন্নাহর বিজয়পতাকাকে পুনরায় সমুন্নত করার সহায়ক হউক।

মরআতুল মফাতীহ (শরহে মিশকাতুল মসাবীহ) পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত, কিন্তু মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড খানা। প্রথম খণ্ড পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রকাশলাভ করার কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এযাবৎ তাহা কার্যে পরিণত হয়নাই।

আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হইতেছে, আধুনিক পদ্ধতিতে ইহার সুস্পাদনা। প্রত্যেকটি অধ্যায় অনুচ্ছেদ ও হাদীস পৃথক পৃথক ভাবে নম্বর দিয়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্যে যে সকল গ্রন্থের বরাত দিয়াছেন, সেগুলির পৃষ্ঠা ও খণ্ডও উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসশাস্ত্রের কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড গ্রন্থে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। হাদীস অনুসন্ধানের পক্ষে এই রীতি বিশেষ সহায়ক হইবে। দ্বিতীয়, মূলগ্রন্থ উপরিভাগে স্থাপন করিয়া নিম্নে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়, বিভিন্ন সংস্করণের সহিত তুলনা করিয়া সাধ্যপক্ষে বিশুদ্ধতম সংস্করণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই দ্বিবিধ ব্যবস্থা কিরআতের পক্ষে সাহায্যকারী হইবে। ৪র্থ, হাদীসের কঠিন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলির আভিধানিক তাৎপর্য ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ৫ম, মিশকাতের সনদ ও মতনের জটিলতা সাধ্যপক্ষে সহজসাধ্য করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ, রাবীদের বিস্তৃত পরিচিতি ও তাঁহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এইভাবে ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে এবং হাজার হাজার বিদ্বান ও শাস্ত্রবিশারদগণের জীবনী সংকলিত হইয়া গিয়াছে। ৭ম, প্রত্যেক অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত প্রত্যেকটি হাদীস অপরাপর কোন্ কোন্ গ্রন্থে কিরূপ সনদ ও শব্দের পার্থক্য সহ উল্লিখিত আছে এবং তন্মধ্যে কোন্ সনদ ও কোন্ শব্দের হাদীসটি সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য, সে সমস্তের সন্ধানও দেওয়া হইয়াছে। ৮ম, যে হাদীসের সাহায্যে যে যে মস্‌আলা বিদ্বানগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন্ সিদ্ধান্ত বলিষ্ঠ, তাহার সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। ৯ম, আহলেহাদীসগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়, সেগুলির যথোপযুক্ত জওয়াব প্রদান করা হইয়াছে। ১০ম, মিশকাতের সংক্ষিপ্ত হাদীসগুলি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে পুরাপুরিভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মোটের উপর এই গ্রন্থখানা হাদীসশাস্ত্রের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হইয়াছে।

কোন বিরাট গ্রন্থ সম্পর্কে সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করার জন্য উহার প্রথম খণ্ড সর্বাগ্রে পাঠ করিতে হয়। আমরা কেবল দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে নমাযের অবস্থায় যে সকল কার্য দোষনীয় ও দোষনীয় নয়" অধ্যায় হইতে শুরু করিয়া জানাযের অধ্যায় পর্যন্ত মোট ৮ শত দুইটি মাত্র হাদীস স্থানলাভ করিয়াছে। ইহার অবশিষ্ট অংশগুলির আশু প্রকাশনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিব। পূর্ব-পাকিস্তানে যাঁহারা এই গ্রন্থ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মোট ২২৷৷০ টাকা নিম্ন ঠিকানায় মনিঅর্ডার করিয়া উহার রশিদ গ্রন্থকারের নিকট প্রেরণ করিবেন: মওলানা হিদায়েতুল্লাহ, দারুস্‌সালাম লাইব্রেরী, ৩৮২ নং ইস্‌লামগঞ্জ, সবীনা হাউস, করাচী ৫।

---

(৪৯৬ পৃঃ পর)

য়াছি। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থায় ইস্‌লামী মতবাদ ও অনুশাসনের কোন প্রভাবই এখন পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নাই। চরিত্র ও নীতিনৈতিকতার দিক দিয়া ক্রমবর্দ্ধমান অধঃপতন আর নবী ও রসূলগণের শিক্ষার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রাকৃতিক রোষানলকে যে প্রজ্জলিত করিয়া থাকে, কুরআন ও সুন্নায় তার ভূরিভূরি নযীর রহিয়াছে। কোন সমাজ ফেরেশতার দলে ভর্তি হইতে পারেনা বটে, কিন্তু যখন মানুষের মনে দীনের প্রতি অবজ্ঞার ভাব জাগিয়া উঠে, তাহাদের জীবনে ধর্মের প্রতি বিদ্রোহভাব প্রকাশলাভ করে, তখন তাহাদের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনার জন্য প্রকৃতি সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াথাকে। পাকিস্তানে উন্নয়নমূলক বহু পরিকল্পনা গৃহীত আর সেগুলি বাস্তবায়িত হইতেছে কিন্তু নৈতিক তওবা ও প্রত্যাবর্তনের কোন ভাব পরিলক্ষিত হইতেছেনা। বৎসরে বৎসরে একাধিকবার করিয়া হুশিয়ারীর সংকেত আমাদিগকে নানা বিপদের ভিতর দিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু হুশিয়ারী কৈ? পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের অধিবাসীবর্গের হুশিয়ার হওয়া উচিত, অনুশোচনা ও তওবার জন্য অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

www.ahlehadeethbd.org

**স্বাধীনতা দিবস,** ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট ব্রিটিশ-হিন্দু দ্বৈত-গোলামির জগদ্দল জাঁতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভারত উপমহাদেশের মুসলিমগণ কায়েদেআযম মরহুম মুহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নূতন, ও স্বরাট "পাকিস্তান" কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া এই অবিস্মরণীয় দিবস আমাদের জাতীয় পঞ্জীতে একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রত্যেক স্বাধীনজাতির কাছে তাহাদের স্বাধীনতালাভের দিবস অশেষগুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইসলামের আবির্ভাবের প্রধানতম উদ্দেশ্যই ছিল "সকল প্রকার পীড়নের ভার হইতে মানবজাতির উদ্ধারসাধন এবং তাহাদের বন্দীত্বের শৃংখলা উন্মোচন করিয়া দেওয়া (আ'রাফ : ১৫৭), তাই পৃথিবীর যেকোন লাঞ্ছিত ও পরপদানত জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা দিবসকে ইসলাম তাহার নিজস্ব উৎসবরূপেই গণ্য করিয়াছে।

আযাদীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদীনায় পদার্পণ করিয়া ইহুদীদিগকে আশুরার (১০ই মহার্‌রম) রোযা পালন করিতে দেখিয়াছিলেন এবং জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উক্ত দিবসে বনিইস্‌রাঈলগণ হযরত মূসা নবীর নেতৃত্বে ফিরআওনের দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা তাহাদের উক্ত স্বাধীনতাদিবসকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, আর আযাদীলাভের জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ উক্ত দিবসে তাহারা রোযা পালন করিতেছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) অতঃপর নিজেও এই মহান দিবসের গৌরববর্ধনকল্পে আশুরার রোযা পালন করিতে থাকেন। মুসলিম-সমাজ এই দিবসের মর্যাদা রক্ষার্থে আজপর্যন্ত আশুরার রোযা পালন করিয়া আসিতেছে।

ইহুদীদের সহিত মুসলমানদের সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ ছিলনা, কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে স্বাধীনতা সার্বজনীনও চিরন্তন সম্পদ! শত্রুমিত্র নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতালাভে মুসলমানরা আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিবেই। ইহা তাহাদের "তওহীদী ধর্মের" অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কারণ সকলপ্রকার দাসত্ববন্ধন ছেদন নাকরা পর্যন্ত কেহ সত্যকার মুসলিম রূপে আখ্যাত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেনা।

ব্রিটিশ-হিন্দুর দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পাকিস্তান নামে একটি নূতন রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার একমাত্র কারণেই ১৪ই আগস্ট আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম উৎসব-দিবসে পরিণত হয়নাই। এই উপমহাদেশে প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ গোলামির অভিশাপ স্বরূপ তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে হারাইয়া দৈনন্দিন যেসকল অনৈস্‌লামিক হাবভাব, ধ্যানধারণা আর নীতিনৈতিকতায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ১৪ই আগষ্টে সেই অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। তাহারা পুনরায় স্বাধীন ভাবে ইসলামিজীবন যাপন করার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুসলিম জাতির জনক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents



যে আদর্শের ভিত্তিমূলে "মুস্‌লিম জাতি"র পত্তন করিয়াছিলেন, তাহার সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হওয়া আমাদের উচিত নয়। ইস্‌লাম মহামানবের যে 'সাগরতীর্থ' রচনা করিয়াছে, পাকিস্তান তাহার সংগমভূমি হউক! প্রলয়উষার যে মৃত্যু-বিষাণ আজ দিকে দিকে গর্জিয়া উঠিয়াছে, পাকিস্তানী "মুওয়াযিনে"র মধুর আহ্বান তাহাকে নবজীবনের সুবহে-সাদিকে পরিণত করুক!

**প্রাকৃতিক বিপর্যয়,** পাকিস্তানে বিশেষ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনের বহুক্ষেত্রে বিপুল উদ্যমে সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তেমনি অপরদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাণ্ডবলীলাও শুরু হইয়া গিয়াছে। এরূপ প্রলয়ঙ্করী বন্যা পাঞ্জাব ও সিন্ধের মত উচ্চ ভূভাগে ইতিপূর্বে কখনও ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা শ্রবণ করিনাই। বন্যার প্রথম হামলা হয় ৪ঠা জুলাই হইতে, আর দেখিতে দেখিতে ঝিলাম, সর্গোধা, গুজরাত, শিয়ালকোট, শেখুপুরা, গুজরানওয়ালা, মুযাফফ্‌রগড়, ঝং, মুলতান, ডেরাগাযী খান, ডেরা ইস্‌মাঈল খান আর কালাতের একটি যিলা, সর্বশুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানের ১২টি যিলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। বন্যা-বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের জনসংখ্যা সোয়া লক্ষের কাছাকাছি। প্রকাশযে, ১৮ই জুলাই পর্যন্ত ১৪ লক্ষ একর জমি আর ১ হাজার ৪ শত আটাশটি গ্রাম বন্যার কবলে আক্রান্ত আর ২১ হাজার ৯ শত উনসত্তরটি গৃহ বিধ্বস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ডেরাগাযীখান ও শিয়ালকোট কেবল এই দুই যিলাতেই ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬ শত উনত্রিশ মন খাদ্যশস্য আর ১ লক্ষ ৪ হাজার ১ শত বিরাশি মণ ভুষি বিনাশপ্রাপ্ত আর ছয়ষট্টিটি কূপ আর সাতাশটি নলকূপ বিনষ্ট হইয়াছে।

শেখুপুরা, ঝং আর ডেরাইস্‌মাইল খাঁ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল হইতে বন্যার প্রাথমিক পর্যায়েই একচল্লিশটি প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ এপর্যন্ত প্রদত্ত হইল, তাহা ১৮ই জুলাই পর্যন্তের। কিন্তু ২০শে জুলাই হইতে পুনরায় প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার দরুণ অবস্থার কিছুকিঞ্চিৎ উন্নতি হইতে না হইতে প্রপীড়িত অঞ্চলগুলির দুরবস্থা পুনরায় তীব্রতর আকারে ঘুরিয়া আসে। ক্রমবর্দ্ধমান বন্যা আর মুষলধারার বৃষ্টি উর্ধ আর নিম্নদিককার দ্বিবিধ মুসীবতে পড়িয়া মানুষ দিশাহারা হইয়া যায়। এবারে শেখুপুরা আর গুজরানওয়ালায় অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটিয়াছে। অন্যান্য যিলার সহিত শেখুপুরার যোগাযোগসূত্র সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজপথের প্রায় সর্বত্র ফাটল ধরিয়াছে। গোটা শহরে প্রবল জলস্রোতের জন্য যাতায়াত অসম্ভব হইয়া গিয়াছে, নানাস্থানে রেলপথ বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রকাশযে, শহরে বিভিন্নস্থানে হাজার হাজার যাত্রী ও পথিক আটক হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের প্রেসিডেন্ট মওলানা সৈয়েদ দাউদ গযনভী অন্যতম। তিনি ৮দিন ধরিয়া ২৮শে জুলাই পর্যন্ত উক্ত যিলার পল্লীঅঞ্চলে আটক হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া লাহোরের এক সংবাদে জানা গিয়াছে। গোজরানওয়ালার নিম্নাঞ্চলে পানি থৈ থৈ করিতেছে কিন্তু সুখের বিষয়, যোগাযোগসূত্র ও যাতায়াত নিরুদ্ধ হয়নাই।

বন্যাপীড়িতদের উদ্ধার ও সহায়তাকল্পে সামরিক সরকার সকলপ্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বন্যার স্থায়ী প্রতিকার আর উহার করালগ্রাস হইতে রক্ষা করার উপায়ও সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন। হয়ত শীঘ্রই বন্যা কমিশনের প্রস্তাবাবলী কার্যে পরিণত করার জন্যও সরকার অগ্রসর হইবেন। সরকারের চেষ্টা, তৎপরতা ও জনগণের দুরবস্থার জন্য সহানুভূতি দেশবাসীকে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ করিয়া তুলিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু শুধু সরকারের পক্ষে দেশকে সকলপ্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। আমরা মনে করি, পশ্চিম পাকিস্তানের এই প্রলয়কাণ্ডে সমুদয় পাক নাগরিকের বিশেষতঃ ধনিক সমাজেরও কিছু কর্তব্য রহিয়াছে আর সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যের। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন হইতে "মাশাআল্লাহ" আর "ইন্‌শা-আল্লাহ" ছাড়া এখনও আল্লাহকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া রাখি-

( ৪৯৪ পৃঃ দ্রঃ )

www.ahlehadeethbd.org